Free @ www.

মুসান্নিফগণের জীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

১৪২৮-২৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষ
খতমে বুখারীর মুবারক মাহ্‌ফিল উপলক্ষে
প্রকাশিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জিত ও সংশোধিত

প্রকাশনায়

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা

৮নং পশ্চিম চৌধুরীপাড়া ডি, আই, টি রোড, ঢাকা-১২১৯। ফোন : ৯৩৩০৫১৩

মুসান্নিফগণের জীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

Free @ www.islamicilm.weebly.com

পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা আলহাজ্ব মোহাম্মদ বোরহানউদ্দীন (মুতাওয়াল্লী)
আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী (শায়খুল হাদীস)
মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন নোমান (নির্বাহী পরিচালক)

সার্বিক তত্ত্বাবধান মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ মূসা (প্রিন্সিপাল)
হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল হক (নাযিমে তা'লীমাত)

সহযোগিতায় মাদ্‌রাসার ছাত্রবৃন্দ

উদ্যোগ ১৪২৮-২৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ফারিগ
মুফতী, আদীব, আলিম ও হাফিয ছাত্রবৃন্দ

প্রকাশকাল ১৮ জুলাই ২০০৮ ঈসাব্দ

শব্দবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা আবূ হুমাইদ, এনায়েত, মামূন
কম্পিউটার বিভাগ
শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা

প্রচ্ছদ নূর আহমদ (মাছুম)
আন্-নূর গ্রাফিক্স
০১৭১২৫১০৭২৬

শুভেচ্ছা মূল্য একশত আশি টাকা মাত্র

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুসান্নিফগণের জীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা জাফর আহমদ আশরাফী
মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামূন
মুফতী এনায়েত কবীর

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা ও মসজিদ-ই-নূর এর সম্মানিত মুতাওয়াল্লী, বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব আলহাজ্ব

মোহাম্মদ বোরহানউদ্দিন সাহেব এর

বাণী

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আর যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হলে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও আদর্শ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে কওমী মাদ্‌রাসাসমূহের অবদান অপরিসীম। যোগ্য ও সৎ নাগরিক গঠনে এই কওমী মাদ্‌রাসাগুলোর কোন বিকল্প নেই।

আলহামদুলিল্লাহ ! আমাদের শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসাটি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কয়েকটি দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি আদর্শ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দিন দিন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসরমান। এ জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া জানাই। দেশবাসীর সামনে বিশেষ করে দীনি মাদ্‌রাসাসমূহের কাছে পূর্বসুরীদের জীবনী ও চিন্তাধারাকে তুলে ধরার নিমিত্তে "মুসান্নিফগণের জীবনী ২য় খণ্ড" নামক স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

যারা এ বছর আমাদের মাদ্‌রাসা থেকে ফারিগ হয়ে যাচ্ছে, আমি সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। সাথে সাথে আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন আমাদের সকলকে সব ধরণের ফিতনা-ফাসাদ থেকে হিফাযত করেন এবং আজীবন তাঁর দীনের কাজে লেগে থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন ॥

(আলহাজ্ব) মোহাম্মদ বোরহানউদ্দিন

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা এর
শায়খুল হাদীস, উসতাযুল আসাতিযা, হযরত
আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী দা.বা. এর

বাণী

Free @ www.eilm.weebly.com

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ।

মাওলার পরম করম ও ইহসান। তিনি আমাদেরকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করেছেন। দীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক করে দিয়েছেন। মাওলার কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে এই দীনের ওপর থেকেই আমরন কাজ করার তাওফীক দান করেন।

বর্তমান যুগ হক ও বাতিলের যুগ। আলো-আঁধারের যুগ। ভাল-মন্দের যুগ। হক-বাতিলের সংমিশ্রণের যুগ। এ ক্ষেত্রে আমাদের সকলের করণীয় হল, আকাবির ও আসলাফের মাসলাকের আলোকে নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করা এবং হককে হক আর বাতিলকে বাতিল হিসাবে চিনা এবং নিজের সব কিছু ব্যয় করে হলেও বাতিলকে প্রতিহত করা। তোমরা যারা এই বছর (১৪২৮-১৪২৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষ) মুফতী, আদীব বা আলিম হয়ে কর্মজীবনে পদার্পণ করছ, আমি তোমাদের সকলের জন্য দু'আ করি, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর দীনের বৃহত্তর খিদমাতের জন্য কবূল করুন। তবে সকলের প্রতি আমার একান্ত নসীহত থাকবে যে, ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের সাথে কাজ করবে। মাওলার রেযার জন্য কাজ করবে। যে কোন পরিস্থিতিতে দীনের ওপর অটল থাকবে। দেখবে এতেই আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি রাযী হয়ে গেছেন। পরিশেষে দু'আ করি, আল্লাহ পাক যেন এই মাদরাসাসহ দীনের সকল মারকাযকে কবূল করেন এবং সব ধরণের ফিতনা-ফাসাদ থেকে হিফাযত করেন। আমীন ॥

(আল্লামা) নূর হুসাইন কাসেমী

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা ও মসজিদ-ই-নূর এর
সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক, শিক্ষানুরাগী
জনাব মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন নোমান সাহেব এর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বাণী

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। যিনি করুণা করে আমাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে ধন্য করেছেন। ইসলামের মূল চেতনা সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিকল্প নেই। এ কথা চিরন্তন সত্য। এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের মাধ্যমে। আমাদের শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসাটিও দারুল উলূম দেওবন্দেরই আদর্শ ও চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আলহামদুলিল্লাহ ! এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক একজনকে যোগ্য ও দক্ষ কলমসৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার নিমিত্তে এখান থেকে প্রতি বছর বের করা হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক স্মারকগ্রন্থ। এর ধারাবাহিকতায় বিগত বৎসর আমাদের প্রকাশনা বিভাগ কওমী মাদরাসার পাঠ্যসূচির অর্ন্তভুক্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারগণের জীবনী "মুসান্নিফগণের জীবনী ১ম খণ্ড" প্রকাশ করেছে। মহান আল্লাহর শোকর, গ্রন্থটি সারা দেশে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে "মুসান্নিফগণের জীবনী ২য় খণ্ড" প্রকাশ করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও আনন্দের সংবাদ।

পরিশেষে দু'আ করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে দু'জাহানে কামিয়াব করেন। সাথে সাথে চলতি শিক্ষাবর্ষে যারা আমাদের মাদ্‌রাসা থেকে ফারিগ হয়ে যাচ্ছে তাদের সার্বিক মঙ্গল ও সু-স্বাস্থ্য কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে দীনের খিদমত করার ও দীনের সাথে লেগে থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন ॥

মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন নোমান

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা এর প্রিন্সিপাল
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ মূসা দা.বা. এর

বাণী

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ দীন। আর এই পূর্ণাঙ্গ দীন বা ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন বা ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা-ই একমাত্র আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ উপহার দিতে পারে। মূলতঃ দীনি মারাকিয বিশেষ করে কওমী মাদ্‌রাসাগুলো এ মহান দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসাটিও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মাদরাসাসমূহের মধ্যে একটি আদর্শ ও অন্যতম দীনি মাদ্‌রাসা। আল্লাহর শোকর, মুহ্‌তারাম মুতাওয়াল্লী সাহেব ও সকলের সহযোগিতা এবং দক্ষ আসাতিযায়ে কিরামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মাদ্‌রাসাটি দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসরমান। পূর্বসূরী আকাবির ও আসলাফকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মানসে এ বছর 'মুসান্নিফগণের জীবনী ২য় খণ্ড' স্মারকটি প্রকাশিত হল। উল্লেখ্য যে, আমাদের মাদরাসা থেকে এর পূর্বে গবেষণামূলক আরো ৭টি বৃহৎ কলেবরের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর যারা আমাদের এই মাদরাসা থেকে ফারিগ হয়ে যাচ্ছে, তারাসহ সকল ছাত্রকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। বিশেষ করে ফারিগ হওয়া ছাত্রদেরকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করার তাওফীক দিন। আর আমাদেরকে এবং আমাদের মাদরাসা সহ সকল মাদারিসকে সব ধরণের ফিতনা ফাসাদ থেকে হিফাযত করুন।
আমীন ॥

(মাওলানা) মুহাম্মাদ আবূ মূসা

সম্পাদকীয়

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলহামদুলিল্লাহ ! মুসান্নিফগণের জীবনী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মুখ দেখল। নির্ধারিত সময়ে স্মারকগ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। প্রথম খণ্ডে ইফতা, তাকমীল ও প্রাসঙ্গিক কিছু কিতাবের রচয়িতাগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে ফযীলত দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ইবতিদায়ী পর্যন্ত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কিতাবসমূহের রচয়িতাগণের জীবনী স্থান পেয়েছে।

প্রথম সংখ্যায় আসাতিযায়ে কিরামের সংকলনগুলো চলে আসায় এ সংখ্যায় তাঁদের রচনা নেই। বিদায়ী ছাত্রদের রচনা দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের স্মারকগ্রন্থ। তবে হযরত মুহতামিম সাহেবসহ আসাতিযায়ে কিরামের সুপরামর্শ স্মারকের পরিমার্জন, সংশোধন ও সম্পাদনার কাজে গতি সঞ্চার করেছে। এ জন্য তাঁদের সকলের প্রতিই আমরা কৃতজ্ঞ।

কয়েকটি কিতাবের রচয়িতার জীবনী সংগ্রহ করতে পারিনি। অবশ্য জীবিত কোন গ্রন্থকারের জীবনী দেওয়া হয়নি। কয়েকজন মুসান্নিফের একাধিক গ্রন্থও আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সে ক্ষেত্রে শুধু এক স্থানেই তাঁদের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা ও মসজিদ-ই-নূর এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক, শিক্ষানুরাগী জনাব মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন নোমান সাহেব এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি, তিনি আমাদেরকে উৎসাহ, সুপরামর্শ দিয়ে এবং সার্বিক তদারকি করে স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কোন সাধুবাদ জানিয়ে তাঁকে খাটো করতে চাই না।

Free @ www.eilm.weebly.com

অত্র মাদরাসার নাযিমে তা'লীমাত, উসতাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা হাফিয নূরুল হক দা.বা. স্মারকগ্রন্থটির আদ্যপান্ত ধৈর্যের সাথে দেখে দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।

গ্রন্থটি নির্ভুল ও সুপাঠ্য করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ কাজে দক্ষতার অভাব থাকলেও আন্তরিকতা অভাব ছিল না। তারপরও সুযত্ন নযরদারী এড়িয়ে ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিচারের ভার সুধী পাঠকবর্গের উপর।

যারা অর্থ, শ্রম ও পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটি দ্বারা কেউ সামান্য উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন ॥

ওয় সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

জাফর আহমদ আশরাফী
৪ জুলাই, '০৮ ঈসাব্দ
জুমাবার

সূচীপত্র

জামাআত ভিত্তিক

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ফযীলত ২য় বর্ষ

আবু মুহাম্মদ হোসাইন র.	১৭	মিশকাতুল মাসাবীহ
খতীবে তিবরীযী র.	২৩	মাসাবীহুস সুন্নাহ
কাযী আব্দুল্লাহ বায়যাবী র.	২৬	তাফসীরে বায়যাবী
আবূ হাফস উমর র.	৩০	আকাইদে নসফী
সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী র.	৩২	শরহে আকাইদ
ইবনে হাজ্‌র আসকালানী র.	৪৩	শরহে নুখবাতুল ফিকার

ফযীলত ১ম বর্ষ

জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র.	৫৪	জালালাইন ১ম
জালাল উদ্দীন মহল্লী র.	৬৪	জালালাইন ২য়
শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ র.	৭০	আল ফাউযুল কাবীর
বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র.	৭৩	হিদায়া
আবূ আব্দুল্লাহ হুসামী র.	৭৭	মুনতাখাবুল হুসামী
মুহিব্বুল্লাহ বিহারী র.	৭৯	মুসাল্লামুস সুবূত
আবূ জা'ফর আহমদ তাহাবী র.	৮২	আকীদাতুত তাহাবী
ইয়াহইয়া নববী র.	৯৩	রিয়াযুস সালিহীন
আহমদ হুসাইন মুতানাব্বী র.	৯৭	দিওয়ানে মুতানাব্বী
হাম্মাদ র.	৯৯	সাবয়ে মু'আল্লাকা
আছীর উদ্দীন র.	১০২	হিদায়াতুল হিকমাহ

সানাবিয়া উলইয়া

উবায়দুল্লাহ মাসঊদ র.	১০৫	শরহে বিকায়া
আহমদ মোল্লা জিউন র.	১১০	নূরুল আনওয়ার
কাসিম হারীরী র.	১১৩	মাকামাতে হারীরী
মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন র.	১২২	সিরাজী

সূচীপত্র

জামাআত ভিত্তিক

Free @ www.e-iqra.weebly.com

সানুভী ৪র্থ বর্ষ

জামাল উদ্দীন উসমান র.	১২৬	কাফিয়া
আব্দুর রহমান জামী র.	১২৯	শরহে জামী
আব্দুল্লাহ আবুল বারাকাত র.	১৩৩	কানযুদ দাকায়িক
আহমদ আবুল হুসাইন কুদূরী র.	১৩৬	মুখতাসারুল কুদূরী
নিযাম উদ্দীন শাশী র.	১৪০	উসূলুশ শাশী
ই'জায আলী র.	১৪২	নফহাতুল আরব
আবুল মাআলী র.	১৪৯	তালখীসুল মিফতাহ
হাফনী বেগ নাসিফ র.	১৫২	দুরূসুল বালাগাত
মনযূর নু'মানী র.	১৫৫	আলফিয়াতুল হাদীস
ফযলে ইমাম র.	১৫৮	মিরকাত
শায়খ আহমদ র.	১৬১	নফহাতুল ইয়ামান

সানুভী ৩য় বর্ষ

সিরাজ উদ্দীন র.	১৬৪	হিদায়াতুন নাহু
আবুল হাসান ইউসুফ র.	১৬৭	নূরুল ঈযাহ
এনায়েত আহমদ র.	১৬৯	ইলমুস সীগাহ
আকবর আলী র.	১৭৩	ফুসূলে আকবরী
আহমদ ইবনে সালামা র.	১৭৫	কালয়ূবী
আবুল হাসান আলী নদভী র.	১৭৭	কাসাসুন নাবিয়্যীন
আব্দুল্লাহ গাঙ্গূহী র.	১৮৫	তাইসীরুল মানতিক
যায়নুল আবেদীন মিরাঠী র.	১৮৮	তারীখে মিল্লাত
মুহাম্মদ বুরহানুল ইসলাম র.	১৯০	তালীমুল মুতাআল্লিম

সূচীপত্র

জামাআত ভিত্তিক

Free@www.e-iqra.bdbody.com

সানুভী ২য় বর্ষ

মীর সাইয়িদ শরীফ র.	১৯৩	নাহবেমীর
আব্দুল কাহির জুরজানী র.	১৯৮	মিয়াতে আমিল
সানাউল্লাহ পানিপথি র.	২০১	মালাবুদ্দা মিনহু
মুহাম্মদ শফী র.	২০৪	সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া
শেখ সাদী র.	২১১	গুলিস্তা

সানুভী ১ম বর্ষ

সিরাজ উদ্দীন উসমান র.	২১৬	মীযানুস্ সরফ
ফরীদ উদ্দীন আত্তার র.	২১৮	পান্দে নামা
আশরাফ আলী থানভী র.	২২১	বেহেশতী যেওর
মুহাম্মদ মিয়া হুসাইন র.	২২৬	তারীখুল ইসলাম
আব্দুর রহমান র.	২২৮	ফাওয়াইদে মাক্কিয়াহ

ইবতিদায়ী

মুহাম্মদ কিফায়েত উল্লাহ র.	২৩১	তালীমুল ইসলাম
ইসহাক ফরিদী র.	২৩৬	ইসমতে আম্বিয়া
মাদ্‌রাসা পরিচিতি	২৪২	
ফারিগীনদের পরিচিতি	২৫১	
নিসাব নামা	২৬২	

সূচীপত্র

বিষয় ভিত্তিক

Free @ www.e-iqra.weebly.com

ইলমুল আকাইদ

আকাইদে নসফী	আবূ হাফস উমর র.	৩০
শরহে আকাইদ	সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী র.	৩২
আকীদাতুত তাহাবী	আবূ জা'ফর আহমদ তাহাবী র.	৮২
ইসমতে আম্বিয়া	ইসহাক ফরিদী র.	২৩৬

ইলমুল হাদীস

মাসাবীহুস সুন্নাহ	খতীবে তিবরীযী র.	২৩
মিশকাতুল মাসাবীহ	আবু মুহাম্মদ হোসাইন র.	১৭
রিয়াযুস সালিহীন	ইয়াহইয়া নববী র.	৯৩
আলফিয়াতুল হাদীস	মনযূর নু'মানী র.	১৫৫

উসূলুল হাদীস

শরহে নুখবাতুল ফিকার	ইবনে হাজ্‌র আসকালানী র.	৪৩

ইলমুত্ তাফসীর

তাফসীরে বায়যাবী	কাযী আব্দুল্লাহ বায়যাবী র.	২৬
জালালাইন ১ম	জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র.	৫৪
জালালাইন ২য়	জালাল উদ্দীন মহল্লী র.	৬৪

উসূলুত্ তাফসীর

আল ফাউযুল কাবীর	শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ র.	৭০

ইলমুল ফিকহ্

হিদায়া	বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র.	৭৩
শরহে বিকায়া	উবায়দুল্লাহ মাসঊদ র.	১০৫
কানযুদ দাকায়িক	আব্দুল্লাহ আবুল বারাকাত র.	১৩৩
মুখতাসারুল কুদূরী	আহমদ আবুল হুসাইন কুদূরী র.	১৩৬
নূরুল ঈযাহ	আবুল হাসান ইউসুফ র.	১৬৭
মালাবুদ্দা মিনহু	সানাউল্লাহ পানিপথি র.	২০১
বেহেশতী যেওর	আশরাফ আলী থানভী র.	২২১
তালীমুল ইসলাম	মুহাম্মদ কিফায়েত উল্লাহ র.	২৩১

সূচীপত্র

বিষয় ভিত্তিক

Free @ www.e-iqra.weebly.com

উসূলুল ফিকহ্

মুসাল্লামুস সুবূত	মুহিব্বুল্লাহ বিহারী র.	৭৯
মুনতাখাবুল হুসামী	আবূ আব্দুল্লাহ হুসামী র.	৭৭
নূরুল আনওয়ার	আহমদ মোল্লা জিউন র.	১১০
উসূলুশ শাশী	নিযাম উদ্দীন শাশী র.	১৪০

ইলমুত্ তারীখ

তারীখে মিল্লাত	যায়নুল আবেদীন মিরাঠী র.	১৮৮
সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া	মুহাম্মদ শফী র.	২০৪
তারীখুল ইসলাম	মুহাম্মদ মিয়া হুসাইন র.	২২৬

ইলমুল কিরাআত

ফাওয়াইদে মাক্কিয়াহ	আব্দুর রহমান র.	২২৮

ইলমুল ফারায়িয

সিরাজী	মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন র.	১২২

ইলমুল আদব

দিওয়ানে মুতানাব্বী	আহমদ হুসাইন মুতানাব্বী র.	৯৭
সাবয়ে মু'আল্লাকা	হাম্মাদ র.	৯৯
মাকামাতে হারীরী	কাসিম হারীরী র.	১১৩
নফহাতুল আরব	ই'জায আলী র.	১৪২
নফহাতুল ইয়ামান	শায়খ আহমদ র.	১৬১
কালয়ূবী	আহমদ ইবনে সালামা র.	১৭৫
কাসাসুন নাবিয়্যীন	আবুল হাসান আলী নদভী র.	১৭৭
তালীমুল মুতাআল্লিম	মুহাম্মদ বুরহানুল ইসলাম র.	১৯০
গুলিস্তা	শেখ সাদী র.	২১১
পান্দে নামা	ফরীদ উদ্দীন আত্তার র.	২১৮

ইলমুল বালাগাহ্

তালখীসুল মিফতাহ	আবুল মাআলী র.	১৪৯
দুরূসুল বালাগাত	হাফনী বেগ নাসিফ র.	১৫২

সূচীপত্র

বিষয় ভিত্তিক

Free @ www.e-iqra.bd.ly.com

ইলমুল ফালসাফা ওয়াল মানতিক

হিদায়াতুল হিকমাহ	আছীর উদ্দীন র.	১০২
মিরকাত	ফযলে ইমাম র.	১৫৮
তাইসীরুল মানতিক	আব্দুল্লাহ গাঙ্গূহী র.	১৮৫

ইলমুন নাহু

কাফিয়া	জামাল উদ্দীন উসমান র.	১২৬
শরহে জামী	আব্দুর রহমান জামী র.	১২৯
হিদায়াতুন নাহু	সিরাজ উদ্দীন র.	১৬৪
নাহবেমীর	মীর সাইয়িদ শরীফ র.	১৯৩
মিয়াতে আমিল	আব্দুল কাহির জুরজানী র.	১৯৮

ইলমুস সরফ ওয়াল ইশতিকাক

ইলমুস সীগাহ	এনায়েত আহমদ র.	১৬৯
ফুসূলে আকবরী	আকবর আলী র.	১৭৩
মীযানুস্ সরফ	সিরাজ উদ্দীন উসমান র.	২১৬

মাদ্‌রাসা পরিচিতি ২৪২

ফারিগীনদের পরিচিতি ২৫১

নিসাব নামা ২৬২

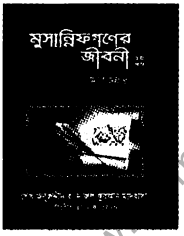

মুসান্নিফগণের জীবনী

ফযীলত ২য় বর্ষ

Free @ www.eqra.ahlehaq.weebly.com

আবু মুহাম্মদ হোসাইন র. ১৭
মিশকাতুল মাসাবীহ

খতীবে তিবরীযী র. ২৩
মাসাবীহুস সুন্নাহ

কাযী আব্দুল্লাহ বায়যাবী র. ২৬
তাফসীরে বায়যাবী

আবূ হাফস উমর র. ৩০
আকাইদে নসফী

সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী র. ৩২
শরহে আকাইদ

ইবনে হাজ্‌র আসকালানী র. ৪৩
শরহে নুখবাতুল ফিকার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থকার

আবূ মুহাম্মদ হুসাইন র.

হাদীস শাস্ত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের বিশ্বকোষ সমতুল্য। নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহের অনবদ্য সংকলন এটি। যা কওমী মাদরাসার নিসাবে দাওরায়ে হাদীসের পূর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। মিশকাতুল মাসাবীহটি মূলতঃ মাসাবীহুস সুন্নাহ এর সংস্করণকৃত রূপ। যেহেতু শুধু মাসাবীহ এর এখন আর আলাদা কোন গুরুত্ব নেই, এ জন্য মিশকাতের রচয়িতার জীবনী আলোচনাকেই আগে আনা হয়েছে।{সম্পাদক}

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : হুসাইন।

কুনিয়াত : আবূ মুহাম্মদ।

উপাধি : মুহিউস সুন্নাহ, রুকনুদ্দীন, ফার্‌রা।

নিসবত : বাগাভী।

পিতার নাম : মাসউদ।

দাদার নাম : মুহাম্মদ।

বংশ তালিকা

আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ আলফাররা, আল বাগাভী।

Free © www.e-iqra.weebly.com

فرا (ফাররা) বলার কারণ

فرا এটা فرو (ফারবুন) শব্দ থেকে চয়ন করা হয়েছে। অর্থ, পুস্তীন (লোমযুক্ত পশুচর্ম) সম্ভবত তাঁর পূর্ব পুরুষের মাঝে কেউ পুস্তীন সেলাই করে বিক্রি করতো ; তাই তাঁকে সে দিকে নিসবত করে 'ফাররা' বলা হয়।

بغوی (বাগাভী) বলার কারণ

بغ (বাগ) হলো তার গ্রামের নাম। সেদিকে নিসবত করে বাগাভী বলা হয়। بغوی শব্দটি মূলত بغشور (বাগসূর) ছিল। তা আবার بغ كور(বাগকূর)শব্দের আরবীকৃত। এটি هراة (হেরাত) ও مرو (মারও) নামক স্থানের মধ্যবর্তী একটি শহরের নাম। مزكب امتزاجی (মুরাক্কাবে ইমতেযাজী) দিকে নিসবত করে ডাকার সময় সাধারণত বাক্যের দ্বিতীয় অংশ নেয়া হয়। তবে কখনো এর বিপরীতও হয়।

জন্ম

আল্লামা ইয়াকূত হামাবী র. তাঁর রচিত কিতাব معجم البلدان নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আল্লামা বাগাভী র. ৪৩৩ হি: জুমাদাল ঊলা মাসের এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা তীবী র. এবং মোল্লা আলী কারী র.ও এই অভিমতই উল্লেখ করেছেন। তবে ظفر المحصلين এর মাঝে আল্লামা বাগাভী র. এর জন্ম ৪৩৫ হিজরী বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষাজীবন

তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে সমাপ্ত করে উচ্চতর জ্ঞান সাধনা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে সফর করেন এবং বড় বড় আলিমের সুহবত অর্জন করেন। অবশেষে مرو الروز (মারউর রোজ)ও সফর করেন এবং সেথায় অবস্থান করে বড় বড় আলিমের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীতে এই স্থানকে দ্বিতীয় বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করেন।

Free @www.eilm.weebly.com

উসতাদগণের তালিকা

আল্লামা বাগাভী র. ৪র্থ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরামের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো :

* কাযী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ র. । যিনি ফিক্হ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আল্লামা বাগাভীর উস্তাদ ছিলেন।
* আবুল হাসান আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ দাউদী র.।
* শায়খ আবূ বকর আহমদ ইবনে আবী নসর কূফী র.।
* আবূ সালেহ আহমদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে আলী ইবনে আহমদ নিশাপুরী র.। যিনি সেকালে খুরাসানের الثقة، الحافظ، محدث হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (ইনতিকাল-৪৭০ হি:)।
* কাযী আবূ আলী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আরুযী র.। যিনি খুরাসানে শাফী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন (ইনতিকাল : ৪৬৪ হি:)।
* ইমামুল ফকীহ আবুল হাসান দাউদী র.।
* শায়খ আবুল কাসেম নিশাপুরী (মৃত্যু : ৪৬৫ হি:)।
* আবূ উমর হারুভী (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.)।
* শায়খুল হিজায আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ আল জুয়ায়নী। ইমামুল হারামাইনের চাচা (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.)।
* ইমাম আবূ তাহের উমর আল মারুজী র.।
* আবূ বকর ইয়াকূব ইবনে আহমদ নিশাপুরী।
* ফকীহুশ শাফিঈ মুফতীয়ে নিশাপুর, আবূ তুরাব আব্দুল বাকী ইবনে ইউসুফ।
* আলী ইবনে সালেহ ইবনে আব্দুল মালিক আল মুরাগী র.।

আল্লামা বাগভী র. এর ছাত্রবৃন্দ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ইলমে নববীর পিপাসু অসংখ্য ছাত্র তাঁর পাশে ভীড় জমিয়েছিল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় ছাত্রের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

হাসান ইবনে মাসউদ আল বাগভী র।(মৃত্যু : ৫২৯ হি.)।

Free @ www.eilm.weebly.com

* ফকীহ আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে আবিল আব্বাস নুয়াইমী আল মাওকিফী র. (মৃত্যু : ৫৪২ হি.)।
* উমর ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন আর রাজী (ইমাম রাযী (র.) এর ছেলে (মৃত্যু ৬০৬ হি.)।
* আবূ মনসূর মুহাম্মদ ইবনে আসআদুল আত্তার নিশাপুরী র. (৫৭২ হি.)।
* মালকাদার (ملكـــدر) ইবনে আবী আমর আল কাযবীনি (শাফিঈ মাযহারের ইমাম ছিলেন)।

মনীষীগণের দৃষ্টিতে আল্লামা বাগাভী র.

আল্লামা বাগাভী র. ইলম এবং মা'রিফাতের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। যেমন, ইলমুত তাফাসীর, ইলমুল কিরাআত, ইলমে ফিকহ । উপরন্তু তিনি ইলম ও মা'রিফাতের ইমাম ছিলেন।

আল্লামা হাফিয যাহাবী র. (মৃ. ৭৪৮ হি.) আল্লামা বাগাভী র. সম্পর্কে বলেছেন,

بورك فى تصانيفه ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته وتنافس العلماء فى تحضيلها

অর্থ : তাঁর রচনাবলীতে বরকত দেওয়া হয়েছে ও তার উত্তম ইচ্ছা ও সঠিক নিয়্যতের দরুণ পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে। সেগুলোকে অর্জন করার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম আগ্রহী হয়েছেন।

ইবনে নুকতা র. আল্লামা বাগাভী র. সম্পর্কে তার কিতাব "ইসতিদরাক" এর মাঝে উল্লেখ করেন,

তিনি صالح (সালেহ) ثقة (বিশ্বস্ত) امام حافظ (ইমাম হাফিয) ছিলেন।

আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী র. বলেন,

كان اماما جليلا ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل ســـالكا سبيل السلف فى الفقه اليد الباســـطة অর্থ : তিনি বিজ্ঞ ইমাম, পরহেযগার, দুনিয়াবিরাগী, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ইলম এবং আমলের সমন্বয় সাধনকারী, পূর্বসুরীদের পদাংক অনুসরণকারী এবং ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তাঁর বড় অবদান রয়েছে।

Free@www.allin.weebly.com

হাফিয ইবনে কাসীর র. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

كان علامة زمانه فيها اى فى العلوم وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী র. বলেছেন,

তিনি তিন বিষয়ের সমন্বয়কারী এবং প্রত্যেক বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অবগত, অতুলনীয় মুহাদ্দিস, অভূতপূর্ব মুফাসসির ও ফকীহ ছিলেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী।

কর্মজীবন

আল্লামা বাগাভী র. সারা জীবন রচনা, সংকলন এবং হাদীস ও ফিকহের দরসের মাঝে লিপ্ত ছিলেন। সর্বদা উযূ অবস্থায় দরস দান করতেন। খোদাভীরুতা ও অল্পেতুষ্টতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ইফতারের সময় শুকনো রুটির টুকরা পানিতে ভিজিয়ে আহার করতেন। যখন লোকেরা এসে হযরতের কাছে জোরালো আবদার করল যে, হযরত শুকনো রুটির খাবারের দ্বারা মস্তিস্ক শুষ্ক হয়ে যায়, তখন থেকে তরকারী হিসাবে যাইতূনের তৈল দিয়ে খেতেন। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করার পর তিনি মীরাস হিসাবে তার থেকে কিছুই নেননি।

মুহিউস সুন্নাহ উপাধি লাভের কারণ

যখন তিনি হাদীসের ব্যাখ্যগ্রন্থ রচনা করেন তখন স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছেন, তুমি আমার হাদীসের শরাহ করে আমার সুন্নাতকে জীবিত করেছ। সেদিন থেকে তার উপাধি 'মুহিউস সুন্নাহ' (সুন্নত জীবিতকারী) দেওয়া হয়।

রচনাবলী

আল্লামা বাগাভী র. বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বিজ্ঞ ইমাম, সুদক্ষ ফকীহ ও গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলো উলামায়ে কিরামের নিকট গৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো মুসলিম জাতির জন্য পাথেয় হয়ে

Free @ www.eilm.weebly.com

আছে। তাইতো সেগুলোকে আরো সহজ-সরল করে জাতির সামনে পেশ করার লক্ষ্যে অনেক শরাহ হয়েছে।

তাঁর রচনাবলী ১৫ টির মত। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো :

* اربعون حديثا (চল্লিশ হাদীস সম্বলিত কিতাব)
* الانوار فى شمائل النبى المختار (আল আনওয়ার ফী-শামাইলিন নাবিয়্যিল মুখতার)।
* ترجمة الاحكام فى الفروع (তারজমাতুল আহকাম ফিল ফুরূয়ি)।
* التهذيب فى الفقه (আত তাহযীবু ফিল ফিকহ)।
* الجمع بين الصحيحين (আল জামউ বাইনাস সহীহাইন)।
* شرح الجامع للترمذى (শারহুল জামে লিততীরমিযী)।
* شرح السنة (শারহুস সুন্নাহ।
* فتاوى البغوى (ফাতাওয়া আল বাগাভী)।
* فتاوى المروزى (ফাতাওয়া আল মিরওয়াযী)।
* الكفاية فى الفروع (আলকেফায়া ফিল ফুরূয়ী)
* الكفاية فى القرائة (আল কেফায়াতু ফিল কিরাআত)।
* المدخل الى مصابيح النسة (আলমাদখাল ইলা মাছাবিহিস সুন্নাহ)।
* مصابيح السنة (মাসাবিহিস সুন্নাহ)।
* معالم التنزيل (মাআলিমুত তানযীল)।
* معجم الشيوخ (মুজামুশ শুয়ূখ)।

ইন্তিকাল

আল্লামা বাগাভী র. ৫১০ হি. সনে শাওয়াল মাসে مرو الروز (মারউর রোজ) নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। الطالقان (আততালিকান) নামক গোরস্তানে স্বীয় প্রাণপ্রিয় শায়খ কাযী হুসাইন র. এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হাফিয মুনযিরী র. বলেন, তিনি ৫১৬ হি. ইন্তিকাল করেন। (মিরকাত-১২পৃ.)

মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার
খতীবে তিবরীযী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম মুহাম্মদ বা মাহমূদ।

কুনিয়াত : আবূ আব্দুল্লাহ।

উপাধি : ওয়ালী।

পিতার নাম : আব্দুল্লাহ্। এটাই অধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইমাম সাহেব তাঁর সর্বশেষ রিসালা 'আল ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল' এ লিখেছেন, তাঁর পিতার নাম উবায়দুল্লাহ।

বংশ তালিকা নিম্নরূপ :

ওয়ালী উদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব আত তিবরীযী আল উমরী আশ শাফিঈ র.।

খতীবে তিবরীযী বলার কারণ

তিনি তিবরীয শহরের খতীব ছিলেন বিধায় তাকে খতীবে তিবরীযী বলা হয়।

উমরী বলার কারণ

তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র.এর সাথে মিলে যায়। তাই তাঁকে উমরী বলা হয়।

Free © www.eilm.weebly.com

জন্ম

তিনি তাতারীদের ফিৎনার সময় জন্মগ্রহণ করেছেন। বিধায় তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়নি। কারণ, ঐ সময় উলামায়েকিরাম ও ঐতিহাসিকগণ তাতারীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতেন। তবে এতটুকু বলা যায়, তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি তৎকালের মুহাদ্দিসগণের মাঝে খুবই সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন। ফসাহাত (বাগ্মিতা) ও বালাগাত (ভাষা অলংকার) শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। বিশেষভাবে তিনি আল্লামা আলী ইবনে মুবারক শাহ সাভীর (মৃত্যু : ৭০৯) একান্ত ছাত্র ছিলেন এবং আল্লামা শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ তীবীর (মৃত্যু : ৭৪৩)ও কাছের ছাত্র ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই তিনি মাসাবীহের প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে তাঁর নিকট পেশ করেন। তখন তিনি খুবই খুশী হন।

উস্‌তাদগণের তালিকা

* আল্লামা আলী ইবনে মুবারক শাহ সাভী র. (মৃ. ৭০৯ হি.)।
* আল্লামা শরফুদ্দীন হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ তীবী র. (মৃ. ৭৪৩ হি.) এ ছাড়াও তিনি আরো জগদ্বিখ্যাত অনেক উলামায়ে কিরাম থেকে ইলমে দীন অর্জন করেছেন, যাদের অনেকেরই নাম ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মনীষীগণেরদৃষ্টিতে

* মোল্লা আলী কারী র. মিরকাতুল মাফাতীহের ভূমিকায় খতীবে তিবরীযী র. সম্পর্কে বলেছেন,

مولانا الحبر ، العلامة ، البحر ، الفهامة ، ومظهر الحقائق وموضع الدقائق، الشيخ النقى التقى

* আল্লামা কাত্তানী র. বলেন,

بقية العلماء و قطب العلماء

Free@ www.e-iqra.weebly.com

কর্মজীবন

সারাজীবন তিনি ইলমে হাদীসের খিদমত করে গেছেন। যেমন খিদমত করেছেন দরস-তাদরীসের ক্ষেত্রে, তেমনি খিদমত করেছেন (লেখনী) تصنيفات এর ক্ষেত্রে। তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন, যেগুলো তাঁর কামালিয়্যাতের অন্যতম দলীল।

রচনাবলী

আল্লামা তিবরীযী র. অনেক কিতাব লিখেছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো :

* المصابيح (আল মাসাবীহ) যা সিহাহ সিত্তাহর বড় একটি অংশের সমন্বয়। যার মাঝে সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও অপরাপর কয়েকটি কিতাবের হাদীসও আনা হয়েছে। এটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কিতাব। একসময় যখন ইলমে হাদীসের চর্চা প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে যায় এবং ইলমে হাদীস ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাই বেশী হত। তখন মাসাবীহের দরস (পাঠ) সমাপণ করলেই তাকে মুহাদ্দিস বলা হত।

* الاكمال فى اسماء الرجال (আল ইকমাল ফী-আসমাইর রিজাল।

ইনতিকাল

নিশ্চিতভাবে তাঁর মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি, যেমনিভাবে তার জন্মের তারিখ জানা যায়নি। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, তিনি ৭৩৭ হি. এর পর ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন
তাকমীলে আদব

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাফসীরে বায়যাবী গ্রন্থকার

কাযী আব্দুল্লাহ বায়যাবী র.

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : আব্দুল্লাহ।
উপনাম : আবুল খায়ের ও আবূ সাঈদ।
উপাধি : নাসির উদ্দীন।
পিতার নাম : উমর র.।
দাদার নাম : মুহাম্মদ র.।
পরদাদার নাম : আলী র.।

বংশধারা নিম্নরূপ

কাযীউল কুযাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আস সিরাজী, আল বায়যাবী, আবুল খায়ের, নাসির উদ্দীন ।

জন্ম

আল্লামা বায়যাবী র .জন্ম গ্রহণ করেন বেলায়েতে ফারেসের বায়যা নামক গ্রামে। এ এলাকাটি ছিল অত্যন্ত শুষ্ক, চাকচিক্যময় ও মনোরম। যার মধ্যে সাপ-বিচ্ছু এমনকি ক্ষতিকারক কোন প্রাণী ছিল না, সেখানে এক একটি

আঙ্গুর হতো দশ দশ মিসকাল পরিমাণ এবং সে ফলগুলো হতো দুই কোষ পরিমাণ প্রশস্ত। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ কিছুই লিখেননি।

بيضاوى (বায়ইযাবী) শব্দের বিশ্লেষণ

* বায়যাবী শব্দটি دار اسفيد (দারে ইসফীদ) থেকে সংগৃহীত করে বাইযাবী করা হয়েছে, অর্থাৎ ফারসী ভাষায় دار اسفيد থেকে আরবী ভাষায় بيضاوى (বায়যাবী) করা হয়েছে।

* কেউ কেউ বলেছেন, সেখানে প্রসিদ্ধ উঁচু একটি দুর্গ ছিল, যার রং ছিল সাদা। দূর থেকে সাদা দেখা যেতো। উঁচু জিনিস যেমন দূর থেকে দৃষ্টগোচর হয়, ঠিক তেমনিভাবে সাদা জিনিসও দূর থেকে দেখা যায়, এই কারণে বাইযাবী বলে নাম করণ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লায এই শহরেরই অধিবাসী ছিলেন।

* কেউ কেউ বলেছেন, ঐ দুর্গ হযরত সুলাইমান আ. এর নির্দেশে জিন জাতি নির্মাণ করেছিল।

শিক্ষাজীবন

কাযী বায়যাবী র. মদীনা শহরের সিরাজ নামক গ্রামে তাঁর পিতা উমর ইবনে আলী র. এর নিকট শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। হাঁটিহাঁটি পা পা করে আল্লামা আব্দুল্লাহ আল কাযী বায়যাবী র. উলূমে দীনিয়া, ফুনূনে ইয়াকিনিয়া, দর্শন, মা'য়ানী, বয়ান, বাদী' ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং অগাধ পাণ্ডিত্ব অর্জন করেছিলেন। আল্লামা কাযী বায়যাবী প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন।

এখানে একটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধাণযোগ্য, কাযী বায়যাবী র. সিরাজ নামক নগর ত্যাগ করে তিবরীয শহরে গমন করে সেখানে একটি ইলমের মজলিসের পিছনে চুপচাপ বসে পড়লেন। মজলিসের কেউ তার আগমন আঁচ করতে পারেনি। শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন করলেন এবং সাথে সাথে এ ঘোষণাও দেন যে, কেউ এ প্রশ্নের জবাব জানলে সে যেন জবাব দেয়। আর জবাব দিতে না পারলে কমপক্ষে কৃত প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করে। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কাযী সাহেব দাঁড়িয়ে জবাব

Free @ www.eilm.weebly.com

দিতে আরম্ভ করেন। এতে শিক্ষক মহোদয় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আমার কৃত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না করা পর্যন্ত আমি তোমার উত্তর শুনব না।। তা শুনে কাযী সাহেব কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই প্রথমে শিক্ষকের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ও অবিকল শব্দে উল্লেখ করলেন এবং পরে সন্তোষজনক জবাব দিলেন, সাথে সাথে বললেন, আপনার প্রশ্নে এই ভুলগুলো ছিল।

ঐ মজলিসে তিবরীয শহরের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এই দৃশ্য অবলোকন করার পর নিজ আসন থেকে উঠে গিয়ে কাযী সাহেবকে এনে নিজের পাশে বসালেন। তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন।

Free © www.eilm.weebly.com

উস্‌তাদ ও ছাত্র

তাঁর উস্‌তাদের তালিকায় স্বীয় পিতা উমর বিন আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তৎকালীন যুগে বড় মুফতি ছিলেন। আর ছাত্রদের বিশেষ কোন নাম পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ মোল্লা হাকীম শিয়ালকোটির নাম উল্লেখ করেছেন।

কর্মজীবন

আল্লামা কাযী বায়যাবী র. ছিলেন আল্লাহ তা'আলার অনুগত, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, পরহেযগার এক বিরল ব্যক্তিত্ব। জীবনের শুরু ভাগে পড়ালেখা শেষ করে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। প্রথমেই সিরাজ নগরীর বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি কাযীর পদ থেকে অব্যহতি পাওয়ার পর সিরাজনগর ত্যাগ করে তিবরীয নামক শহরে গমন করেন।

সেখানে গিয়ে নিজেকে লেখালেখির কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন।

রচনাবলী

কাযী বায়যাবী র. এর অমর কৃতিত্ব হচ্ছে :

তাফসীরে বায়যাবী, যার নাম : انوار التنزيل واسرار التاويل

তাঁর ইলমী যোগ্যতা প্রমাণের জন্য এই কিতাবটিই যথেষ্ট, তবে এ গ্রন্থটি ছাড়া তিনি অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

Free @www.e-iqra.weebly.com

- شرح المصابيح (শরহুল মাসাবীহ)
- منهاج الوصول الى علم الاصول (মিনহাজুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল)
- طوالع الانوار (তাওয়ালিউল আনওয়ার)
- لب اللباب فى علم الاعراب (লুব্বুল লুবাব ফী ইলমিল ই'রাব)
- نظام التواريخ (নিযামুত তাওয়ারীখ)

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত

আল্লামা ইবনে কাযী শুহবা র.বলেন,

صاحب المصنفات، وعالم اذربيجان وشيخ تلك الناحية

আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী র. বলেন,

كان اماما مبرزا نظارا خيرا صالحا متعبدا

ইনতিকাল

হযরত বায়যাবী র. এর মৃত্যু তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে তিনি ৬৮২ হিজরীতে, কারো মতে, ৬৮৫ হিজরী মুতাবিক ১২৮৬ ঈ. সনে তিবরীয নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ ৬৯১ সনের কথা উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ আতাউল্লাহ ফাহীম
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আকাইদে নসফী গ্রন্থকার

আবূ হাফস উমর র.

ভূমিকা

দুনিয়ায় মানুষ প্রেরণের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অনেক নবী ও রাসূল। নবুওয়তের এ ধারার সমাপ্তি ঘটে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের মাধ্যমে। এরপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় উলামায়ে কিরামের ওপর। হযরত আল্লামা আবূ হাফস উমর র. তাঁদেরই একজন। বক্ষমান নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও জন্ম

নাম : উমর।
উপনাম : আবূ হাফস।
উপাধি : মুফতিউস সাকালাইন।
তিনি ৬৪১ হিজরী সনে মা ওয়ারাউন নাহরের নাফাস নামক নগরীর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন

তিনি শৈশব কালে নিজ শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সে যমানার শ্রেষ্ঠ আলিমেদীন উসূলে ফিকাহ ও আকাইদ বিশারদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, তাফসীরবিদ, হাদীস শাস্ত্রের সুপণ্ডিত, প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীস সদরুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ বাযদভী র. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট থেকে তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষ

পারদর্শিতা লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি আরো অনেক উস্তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

কর্ম জীবন

শিক্ষা অর্জনের পর তিনি কর্ম জীবনে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষায়তনে অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞান লাভ করার জন্য ভিড় জমাত। কথিক আছে যে, তাঁর ছাত্রদের মাঝে অনেক জিনও ছিল। তাই তাঁকে মুফতিউস সাকালাইন বলা হয়। যার অর্থ হলো, জিন ও মানুষের মুফতী।

ছাত্রদের তালিকা

তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। নিম্নে কয়েক জনের নাম দেওয়া হলো।

* তাঁর সাহেবযাদা আবুল লাইস র.।
* হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগিনানী র.।
* আল্লামা মুআফ্ফাকুদ্দীন র.।
* বুরহানুদ্দীন কাসানী র.।

গ্রন্থ রচনা

তিনি শিক্ষকতার সাথে তাসনীফাতের (লেখালেখি) ক্ষেত্রেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ফিকাহ, তাফসীর, ইতিহাস ও আকাইদ বিষয়ে তিনি শতাধিক কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

* التيسير فى علم التفسير (আত তাইসীর ফী ইলমিত তাফসীর)
* كتاب المواقيت (কিতাবুল মাওয়াকীত)
* تاريخ بخارى (তারীখে বুখারা)
* العقائد النسفية (আল আকাইদুন নাসাফিয়্যাহ)

ইন্তিকাল

এ মহান পুরুষ ৭১৭ হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসের কোন এক বৃহ:বার দিবাগত রাতে ৭৬ বছর বয়সে সমরকন্দ শহরে ইন্তিকাল করেন। ঐ শহরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ মুস্তাকীম বিল্লাহ
তাকমীল

Free © www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শরহে আকাইদ গ্রন্থকার

সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী র.

উল্লেখ্য যে, আল্লামা তাফতাযানী র. মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থেরও রচয়িতা। সেখানে আর তাঁর জীবনী আলোচিত হবে না। {সম্পাদক}

ভূমিকা

প্রতি যুগেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে একদল মর্দে মুমিনকে নির্বাচিত করেন। যাদের দ্বারা তিনি দীনের আলোকবর্তিকা তথা কুরআন ও হাদীসের খিদমত নেন। যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে আলোর দিশা দিয়ে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল রাখেন। যারা পিছিয়ে পড়া সমাজকে আলোর জ্যোতি দ্বারা অত্যুজ্জ্বল করেন। যারা বিভিন্ন বিষয়ে মেহনত করতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে ইতিহাসের সোনালী পাতায় স্থান করে নেন। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আল্লামা স'াদ উদ্দীন মাসউদ তাফতাযানী। নিচে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : মাসউদ।

উপাধি : সা'দ উদ্দীন।

Free@www.e-iqra.weebly.com

পিতার নাম : উমর।
উপাধি: কাযী ফখরুদ্দীন।
দাদার নাম : আব্দুল্লাহ।
উপাধি : বুরহানুদ্দীন।
বংশপরম্পরা নিম্নরূপ :
মাসউদ ইবনে কাযী ফখরুদ্দীন উমর ইবনে বুরহানুদ্দীন আব্দুল্লাহ আত তাফতাযানী আল খুরাসানী র.।
আল্লামা সুয়ূতী র. طبقات النحاة (তাবাকাতুন্নুহাত) এর মাঝে তাঁর নাম মাসউদ এবং পিতার নাম উমরই উল্লেখ করেছেন। এটিই প্রসিদ্ধ। তবে হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী র. الدرر الكامنة (আদদুরারুল কামিনাহ) এবং ابناء الغمر (আবনাউল গুমর) নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর নাম মাহমূদ বলে উল্লেখ করেছেন। আর মোল্লা আলী কারী র. তাঁর নাম উমর এবং পিতার নাম মাসউদ বলে উল্লেখ করেছেন।

জন্ম

আল্লামা মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে কাসিম রূমী র. روض الاخبار المستخرجة من ربيع الابرار নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা কাফাভী র. বর্ণনা করেন, তিনি ৭২২ হিজরীর সফর মাসে তাফতাযান নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাফতাযান খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর।
নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান র. তাঁকে নাসা এর দিকে নিসবত করে বলেন, তিনি নাসা এর অধিবাসী। এর স্বপক্ষে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন :
জনৈক ব্যক্তি আল্লামা তাফতাযানী র. কে জিজ্ঞেস করেন, شما از نسائيد আপনি কি নাসার অধিবাসী ? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, الرجال من النساء পুরুষতো মহিলা থেকেই হয়। নাসা সম্পর্কে বলেন, নাসা এর মাঝে বার হাজার প্রবাহমান ঝর্ণা ছিল। সেখানে উস্তাদ আবূ আলী দিকাকের দরবারের সামনে চার জন ওলীর মাজার রয়েছে। এ জন্য নাসাকে شام خرد বা আকলের সন্ধ্যা বলা হয়।

শিক্ষাজীবন

আল্লামা তাফতাযানী র. এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আলোচনা করলে বিশেষভাবে তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক অবস্থার কথা আলোচনা করতে হয়। বর্ণিত আছে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর

Free@www.eqimweebly.com

উস্তাদ আল্লামা আযদুদ্দীন র. এর দরবারে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল মেধাসম্পন্ন ছাত্র। কিন্তু নিয়মিত কিতাব অধ্যয়ন ও পড়াশুনার ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রমের দিক থেকে তাঁর সমপর্যায়ে কেউই ছিল না। প্রবাদ রয়েছে,

بقدر الكد تكتسب المعالى – ومن طلب العلى سهر الليالى

তিনি নিজে বর্ণনা করেন, একদা স্বপ্নে দেখলাম, আমি গভীর মুতালা'আতে মগ্ন। তখন দেখি অপরিচিত এক লোক আমাকে বললেন, হে সা'দ উদ্দীন চলো সামান্য ঘুরে আসি। আমি বললাম, আমাকে তো ঘুরে বেড়ানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমি সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও অন্যদের সমান কিতাব বুঝি না। আর যদি ঘুরে বেড়াই তবে আমার কী দশা হবে। এ কথা শুনে লোকটি চলে গেল। এভাবে দু' তিন বার আসা যাওয়ার পর এক পর্যায়ে লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে ডাকছেন। তিনি বলেন, আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নগ্ন পদে চলতে লাগলাম। দেখলাম শহরের বাইরে তরুলতায় আচ্ছন্ন এক মনোরম স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় সাহাবীসহ আগমন করেছেন। আমাকে দেখে সহাস্য বদনে বললেন, আমি তোমাকে কয়েকবার ডাকার পরও তুমি এলে না কেন? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবগত ছিলাম না যে, আপনি আমাকে তলব করছেন। অতঃপর আমি রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আমার মেধাহীনতার অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, মুখ খুল। সাথে সাথেই আমি আমার মুখ খুললাম। তিনি আমার মুখে তাঁর মুবারক লালা লাগিয়ে দিয়ে দু'আ করে দিয়ে বললেন, যাও বেটা ।

অতঃপর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে প্রতিদিনের মত আজও উসতাদে মুহতারাম হযরত আযদুদ্দীন র. এর দরসে উপস্থিত হই। তিনি দরসে পাঠ দান শুরু করলে উসতাদের উদ্দেশে কয়েকটি প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্ন শুনে সাথী সঙ্গীরা অন্যদিনের মত হাসাহাসি শুরু করল এবং ভাবল যে, এসব প্রশ্ন ভিত্তিহীন। কিন্তু উসতাদে মুহতারাম আমার প্রশ্ন শুনে ভীষণ আশ্চর্যন্বিত হয়ে বললেন, انك اليوم غير فيما مضى হে! সা'দ উদ্দীন আজ তো তুমি পূর্বের সা'দ নও।

বিদ্যার্জন

তিনি অনেক বড় বড় প্রবীণ আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে, আল্লামা আযদুদ্দীন র. এবং আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা সমাপণের পর পরই যুবক বয়সেই

তাঁকে সেকালের উল্লেখযোগ্য আলিমদের কাতারে গণ্য করা হতো। আল্লামা কাফাভী র. বলেন, তাঁর মত বড় মাপের আলিম আমার চোখে পড়েনি।

ছাত্রবৃন্দ

লেখা পড়ার সমাপ্তি ঘটা মাত্রই তাফতাযানী র. অধ্যাপনার গুরু দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। অসংখ্য অগণিত তালিবে ইলম তাঁর দরস থেকে জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিষ্যের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

* আব্দুল ওয়াইসী ইবনে খিযির র.।
* শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ হাযরামী র.। তিনি তাযকিরাতুন নাসীরিয়্যাহ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন।
* আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন হায়দারাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল হারাভী আল আযমী র.।
* জালালুদ্দীন ইউসুফ।
* সুলতান ফিরোজ শাহ।

গ্রন্থ রচনা ও সংকলন

আল্লামা তাফতাযানী র. জীবনের শুরু লগ্ন থেকেই তাসনীফাতের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাই শিক্ষা সমাপ্তির পর পরই অধ্যাপনার পাশাপাশি ইলমে সরফ, ইলমে নাহু, ইলমে মানতিক, ইলমে ফিকহ, উসূলে ফিকহ, তাফসীর, ইলমে মা'আনী, ইলমে আরূয, ইলমে বয়ান, ইলমে হাদীস, উসূলে হাদীস, ইলমে আকাইদ, এক কথায় প্রায় সকল বিষয়ের উপরই তিনি কিছু না কিছু গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী র. বলেন, তার প্রতিটি গ্রন্থই এ দাবী করে যে انه بحر بلا ساحل جل بلا مماثل (তিনি হলেন কুল বিহীন সমুদ্রের ন্যায় এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।)

ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন র. বলেন, আমি মিশরের একজন বিজ্ঞ আলিমের বিভিন্ন সংকলন সম্পর্কে অবগত হই। যিনি সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যার কিছু গ্রন্থ ইলমে কালাম সম্পর্কে, কিছু উসূলে ফিকহ সম্পর্কে, কিছু ইলমে বয়ান সম্পর্কে লিখিত

Free © www.e-ilm.weebly.com

Free © www.eilmweely.com

ছিল। এ সকল সংকলন এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি এ সকল বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সাথে সাথে ইলমে হিকমত এবং ইলমে আকলী ও নকলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে গর্বের বিষয় হল, তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ যুগ যুগ ধরে মাদারিসে কওমিয়াসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দরসের অর্ন্তভুক্ত। লাখো শিক্ষার্থী এ সকল কিতাব থেকে ইলম আহরণ করছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি হল :

* مختصر المعانى (মুখতাসারুল মা'আনী)। এটি مطول এর সার সংক্ষেপ। এ গ্রন্থটি তিনি ৭৫৬ হিজরীতে গাজদূন নামক স্থানে রচনা করেন।

* شرح تصريف زنجانى (শরহু তাসরীফে যানজানী) এটি তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ। যা তিনি ৭৩৮ হিজরী সনের শাবান মাসে ষোল বছর বয়সে তিরমিয নামক স্থানে সংকলন করেন।

* مطول شرح تلخيص المفتاح (মুতাওয়াল শরহে তালখীসুল মিফতাহ)। এ গ্রন্থটি তিনি ৭৪৮ হিজরীর সফর মাসে হেরাত নামক শহরে রচনা করেন।

* سعدية (সা'দিয়্যাহ)। এটি شمسيه এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি এটি ৭৫৭ হিজরী সনের জুমাদাল উখরা মাসে মাজারে জাম নামক স্থানে তাসনীফ করেন।

* تلويح (তালবীহ)। এই গ্রন্থটি ৭৫৮ হিজরীতে তুর্কিস্তানে অবস্থান কালে লিপিবদ্ধ করেন।

* شرح العقائد النسفيه (শরহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ)। গ্রন্থকার এই গ্রন্থটি ৭৬৮ হিজরীতে রচনা করেছেন।

* حاشية شرح مختصر الاصول (হাশিয়াতু শরহি মুখতাসারিল উসূল) এই গ্রন্থটি তিনি ৭৭০ হিজরীতে তাসনীফ করেছেন।

* الارشاد (আল ইরশাদ) এই রিসালাটি ৭৭৪ হিজরীতে খাওয়ারিযিমে অবস্থানকালে রচনা করেছেন।

* مقاصد (মাকাসিদ) এটি আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ।

*شرح المقاصد (শরহুল মাকাসিদ)। এটি مقاصد এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। উভয় কিতাবই তিনি ৭৮৪ হিজরী সনের জিলকদ মাসে সমরকন্দে অবস্থান কালে রচনা করেন।

* تهذيب المنطق والكلام (তাহযীবুল মানতিকি ওয়াল কালাম) এই গ্রন্থখানা তিনি ৭৮৯ হিজরী সনের রজব মাসে রচনা করেন।

* شرح مفاتح العلوم (শরহু মাফাতিহিল উলূম) এই গ্রন্থটি তিনি ৭৮৯ হিজরী সনে সমরকন্দে অবস্থান কালে রচনা করেন।

كشف الظنون এর রচয়িতা আল্লামা তাফতাযানী র. রচিত আরো ৬টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল :

شرح حديث الاربعينات

رسالة الاكراه

كشف الاسرار وعدة الابرار

شرح منتهى السوال والامل فى علمى الاصول والجدل(لابن حاجب)

نعم السوابغ فى شرح النوابغ

رسالة فى تحقيق الايمان

এ ছাড়াও আল্লামা তাফতাযানী র. ৭৬৯ হিজরী সনের ৯ জিলকদ হেরাত নামক স্থানে فتاوى حنفية লিপিবদ্ধ করেন। ৭৭২ হিজরী সনে তিনি مفتاح الفقه লিখেন।

আল্লামা তাফতাযানী র. ৭৮৯ হিজরী সনের ৮ রবীউস সানী মাসে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ حاشية كشاف এর রচনা শুরু করেন। কিন্তু তিনি তা পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেননি। এমনিভাবে হিদায়ার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করারও ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ইচ্ছা বাস্তবায়নের পূর্বেই ইনতিকাল করেন।

কাব্য জগতে

আল্লামা তাফতাযানী র. সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে কাব্যের প্রতিও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। মাঝে মধ্যে তিনি পংক্তি ও কবিতা আবৃত্তি করতেন। شذرات الذهب এর মাঝে তাঁর কিছু পংক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

اذا خاض فى بحر التفكر خاطرى * على درة من معضلات المطالب

Free © www.e-ilm.weebly.com

فلما تحصلت العلوم ونلتها تبين لى ان الفنون جنون

মুখতাসারুল মা'আনীর এক স্থানে لفظ غير নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্বরচিত পংক্তি উল্লেখ করেন। তা হল :

علا فاصبح يدعوه الورى ملكا * وريثما فحو عينا غدا ملكا

এই شعر এর মাঝে ملكا যে শব্দটি রয়েছে তা যদি عين كلمة তে كسرة দেওয়া হয় তা হলে অর্থ হবে, আমার প্রশংসিত ব্যক্তি আবুল হুসাইন মুহাম্মদ কারত উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। এমনকি লোকেরা তাঁকে বাদশাহ বলে আখ্যায়িত করত।

আর যদি عين كلمة তে فتحة দিয়ে ملكا পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে, আমার প্রশংসিত ব্যক্তি আবুল হুসাইন মুহাম্মদ কারত উঁচু মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। যদি অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখ তাহলে তাঁকে ফিরিশতা পাবে। সুতরাং তার এই সকল ইলমী কৃতিত্ব থেকে বুঝা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র একজন লিখকই ছিলেন না বরং একজন কাব্য রচয়িতাও ছিলেন।

তাঁর পাঠক প্রিয়তা

হাকায়েকে নু'মানিয়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, যখন আল্লামা তাফতাযানী র. এর গ্রন্থ রূমে পৌঁছল তখন তাঁর লেখা সেখানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এত বেশী গ্রহণযোগ্য হল যে, চড়া মূল্য দিয়েও তা ক্রয় করা দূরহ ছিল। বাজারজাত হওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যেত। তাই বাধ্য হয়েই শুক্রবার ও সোমবার সাধারণ ছুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদ্যা অন্বেষণকারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য সপ্তাহে তিন দিন লেখার জন্য ও চার দিন পড়ানোর জন্য নির্ধারণ করেন।

বাদশাহ তৈমুর এর দরবারে

শাহ সূজা ইবনে মুজাফ্ফর এর দরবারে তাঁর অনেক প্রভাব ছিল। পরবর্তীতে তৈমুর লং এর দরবারে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। শাহ তৈমুর লং তাঁকে অনেক বেশী ভালবাসতেন। অনেক সম্মান করতেন। যখন তিনি তালখীস এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়াল রচনা করেন তখন তা দেখে বাদশাহ এত বেশী আনন্দিত হয়েছেন যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হারাত নামক দুর্গের প্রধান ফটকে তা ঝুলিয়ে রাখেন এবং তাঁর ইলমী অবস্থান দেশবাসীর নিকট প্রচার করেন।

Free © www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাঁর উত্তরসূরীগণ

আল্লামা তাফতাযানী র. এর ইলমী ফুয়ূয ও বারাকাতসমূহের ধারা তাঁর ইনতিকালের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়নি বরং তাঁর ইনতিকালের পর তা তাঁর বংশের মাঝে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বাকী ছিল। তারা তা অন্বেষণকারীদের মাঝে বিলিয়ে দেন। তাঁর ছেলে মুহাম্মদ র. কে (মৃত্যু ৮৩৮ হি.) প্রবীণ ও বিজ্ঞ আলিমদের মাঝে শামিল করা হতো। আল্লামা তাফতাযানী র. তাঁর এই ছেলে মুহাম্মদের জন্যেই تهذيب المنطق والكلام নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তাঁর নাতী কুতুবুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মদ র. (মৃত্যু ৮৮৭ হি.) ইলম প্রসারের ক্ষেত্রে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। একজন দক্ষ আলিম হিসাবে তিনি সারা দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাহরুখ ইবন তৈমুরের শেষ সময় থেকে তিনি সুলতান হুসাইনের খেলাফতকাল পর্যন্ত مشيخة الاسلام বা "ধর্মমন্ত্রী" পদ অলংকৃত করে গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

আল্লামা তাফতাযানী র. এর প্রপুত্র শায়খুল ইসলাম সাইফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মদ র. (মৃত্যু ৯১৬ হি.) العلامة فى العالم নামক গ্রন্থে লিখেন যে "আল্লামা তাফতাযানী র. উলূমে আকলিয়্যাহ ও নকলিয়্যাহ এর প্রত্যেকটি বিষয়েই পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। খুরাসান শহরে ২০ বছর পর্যন্ত হাদীসের মসনদে আরোহিত ছিলেন। হাজার হাজার ছাত্র তাঁর নিকট হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে দরসে নিযামিয়ার শরহে বিকায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ, তাহযীবুল মানতিক ওয়াল কালামের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ফারাইযে সিরাজিয়া এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম।"

আল্লামা তাফতাযানী র. এর মাযহাব

আল্লামা তাফতাযানী র. কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 'বাহরুর রায়িক' এর রচয়িতা আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী র., মানারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল গাফ্ফারের মুকাদ্দামায় এবং সাইয়িদ আহমদ তাহতাবী র. দুররুল মুখতারের হাশিয়ার শেষপ্রান্তে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী

ছিলেন। মোল্লা আলী কারী র. তাবাকাতে হানাফিয়াতে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাশফুয যুনূনের রচয়িতা আল্লামা চালপী র., مطول এর متعلقات فعل এর আলোচনার টিকায় এবং আল্লামা কাফাভী র. ترجمة السيد الشريف এর মাঝে এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী র. بقية الوعاة এর মাঝে আল্লামা তাফতাযানী র. কে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা মুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ লাখনুবী র. মুতারজিমে ইকমাল নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল্লামা তাফতাযানী র. রচিত গ্রন্থের মাঝে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

মর্যাদা ও প্রভাব

একদা বাদশা তৈমুর লং বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর এক দূতকে কোন এক অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং তাকে বলে দেন তাড়াতাড়ি যাও সামনে যে ঘোড়া পাও তাতেই সওয়ার হয়ে দ্রুত চলে যাও। এক পর্যায়ে চলার পথে তার বাহনের প্রয়োজন দেখা দিল। ঘটনাক্রমে আল্লামা তাফতাযানী র. তাবু টানিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর তাবুর সামনে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। দূত সেখানে গিয়ে কোন রকম তোয়াক্কা না করে ঘোড়ার লাগাম খুলে সফর শুরু করার ইচ্ছা করল। তাফতাযানী র. এই অবস্থ্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, বিনা অনুমতিতে তাঁর ঘোড়া ব্যবহারের কারণে দূতকে পিটুনি দিয়ে বাদশাহর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সে বাদশাহ এর দরবারে এসে পুরো ঘটনা খুলে বলল এবং আল্লামা তাফতাযানী র. সম্পর্কে অভিযোগ করল। বাদশা তৈমুর এ ঘটনা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, যদি শাহজাদা শাহরুখ আজ তোমার সাথে এই আচরণ করত তাহলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিতাম। কিন্তু তোমাকে এমন এক ব্যক্তি প্রহার করেছেন যাকে আমি কিছুই বলতে পারব না। কেননা, আমার তরবারি দ্বারা এই পরিমাণ রাজ্য দখল হয়নি যে পরিমাণ তাঁর কলমের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। তাঁর কলমের তেজ আমার তরবারির চেয়ে অনেক বেশী ধারালো। এর দ্বারা স্পষ্টই বুঝে আসে বাদশাহর নিকট আল্লামা তাফতাযানী র. এর মর্যাদা কত বেশী ছিল।

Free@ www.eilm.weebly.com

মনীষীগণের দৃষ্টিতে

সাইয়িদ আহমদ তাহতাবী র. বলেন, আল্লামা তাফতাযানী র. তৎকালীন যুগে হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমগণের একজন ছিলেন। সে কালে হানাফী মাযহাবের আলোকবর্তিকা তাঁর হাতেই ছিল। তিনি সকল বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। আল্লামা কাফাভী র. বলেন, তিনি ছিলেন সে যুগের এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী যার উপমা পৃথিবী ব্যাপী খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি ছিলেন দীনের উজ্জ্বল এক আলোক বর্তিকা। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ইলমী যোগ্যতা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মীর সাইয়িদ শরীফ জুরজানী র. এর মত প্রতিভাবানরাও তাঁর কিতাব দ্বারা উপকৃত হতেন এবং তাঁর যোগ্যতার কাছে হার মানতেন। শাহ সুজার দরবারে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাজ দরবারের সকলেই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি তৈমুর লং এর দরবারে صدر الصدور পদে নির্বাচিত হন। সম্রাট তৈমুর তাঁর খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। সব সময় তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন।

মর্যাদা ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে আল্লামা তাফতাযানী র. ও জুরজানী র. এর মাঝে কে অগ্রগামী বিষয়টির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে এ কথা স্বীকৃত যে, উভয়েই আকাবিরে উলামার মাঝে গণ্য ছিলেন। তৎকালীন যামানায় একেকজন আলোর মশাল ছিলেন। যাদের ইলমের আলোকে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল। তাদের উভয়ই সর্বসম্মতিক্রমে উলামায়ে মুহাক্কিকীনদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একজন অপরজন থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। যেমন ইলমে মানতিক, ইলমে কালাম, উলূমে আদাবিয়্যাহ ও উলূমে ফিকহিয়্যার ক্ষেত্রে আল্লামা তাফতাযানী র. এর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অপর দিকে শব্দের সূক্ষ্ম তাহকীক ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল্লামা জুরজানী র. বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

আল্লামা কাফাভী র. লিখেন, মীর সাইয়িদ শরীফ জুরজানী র. তাঁর গ্রন্থ রচনার শুরুতে ও মাঝখানে আল্লামা তাফতাযানী র. এর তাহকীকের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকতেন এবং তাঁর বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম বিষয়াদির মুক্তা অন্বেষণ করতেন। আল্লামা তাফতাযানী র. উঁচু মর্যাদা, মহৎ গুণ এবং বিশেষ প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু একটি ইলমী বিষয় নিয়ে আল্লামা জুরজানী র. এর সাথে তাঁর মত বিরোধের সৃষ্টি হয়। যার ফলে তিনি

Free @www.e-iim.weebly.com

অত্যন্ত মর্মাহত হন। এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মাঝে দূরত্ব বেড়ে যায়। আল্লামা তাফতাযানী র. জুরজানী র. এর উস্তাদ ছিলেন ।

ইন্তিকাল

৭৯২ হিজরীর ২২ মুহাররম সোমবার দিন সমরকন্দে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। ৯জুমাদাল উলা বুধবার তাঁকে সমরকন্দ থেকে সারাখছ এ স্থানান্তর করা হয়।

কারো কারো মতে তিনি ৭৯১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন ৭৯৭ হিজরীর কথা। ১ম মতটিই বিশুদ্ধ।

মুহাম্মদ শামছুল আলম
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শরহে নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থকার

ইবনে হাজ্‌র আসকালানী র.

ভূমিকা

আল্লামা ইবনে হাজ্‌র আসকালানী র.। ইলমের ময়দানে যার পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। কি প্রাচ্য আর কি পশ্চাত্য। ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র তাঁর ইলমী অবদান সমানভাবে স্বীকৃত। ইলমের এমন কোন শাখা প্রশাখা নেই, যেখানে এই মনীষীর পদার্পণ হয়নি। ইলমের সকল শাখায় ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও বিরল পাণ্ডিত্য। তিনি ইলমে হাদীসের মহাসমুদ্র ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি এত বেশী জ্ঞানার্জন করেছিলেন যে, তাঁকে এ শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত বলা হতো।

বক্ষমান নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : আহমদ।

উপনাম : আবুল ফযল।

উপাধি : শিহাব উদ্দীন।

পিতার নাম : আলী।

নিসবত : আসকালানী।

পিতামহের নাম : মুহাম্মদ।

Free © www.e-ilm.weebly.com

বংশধারা নিম্নরূপ :

شهاب الدين، ابو الفضل، احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن محمود بن احمد بن احمد الشهيربابن حجر العسقلانى الكنانى

উপাধিসমূহ

হাফিয ইবনে হাজ্‌র আসকলানী র. এর উপাধি ছিল যথাক্রমে, শিহাব উদ্দীন কাযিউল কুযাত, হাফিযুল মাশরিক ওয়াল মাগরিব (প্রাচ্য–পাশ্চাতের হাফিয) আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ।

জন্ম

হাফিয ইবনে হাজ্‌র আসকলানী র. ফিলিস্তিনের আসকলান শহরে ৭৭৩ হি. ২২ শাবান বনী কেনান গোত্রের এক দীনদার পরিবারে জন্ম লাভ করেন।

পিতাকে নেক সন্তানের সুসংবাদ

কথিত আছে, ইবনে হাজর আসকলানী র. এর আগে তার পিতার কোন সন্তানইবেঁচে থাকত না । এ নিয়ে তার পিতার কষ্টের শেষ ছিল না। অবশেষে বিখ্যাত শায়খ ইয়াহইয়া আস সানাফীরী র. এর কাছে তাঁর কষ্টের কথা তুলে ধরেন এবং তাঁর কাছে দু'আ চান। শায়খ প্রভুর দরবারে তাঁর জন্য মন খুলে দুআ করে বললেন, আল্লাহ তোমাকে এমন নেক সন্তান দান করবেন, যে সারা পৃথিবীতে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিবে । আসকলানী র. সে শায়খেরই দু'আ ও ভবিষ্যতবাণীর নেক পুরুষ । কিন্তু দীর্ঘ আশার পর পাওয়া সন্তানের হাতে আলোর মশাল দেখার সৌভাগ্য তাঁর পিতার হয়নি। চার বৎসর বয়সেই তিনি পিতার স্নেহ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যান।

শিশুকাল

তাঁর পিতা নুরুদ্দীন নাজার নামক এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন । যিনি আবূ বকর ইবনুশ শামস মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম যুফতাবির মেয়ে ও

Free © www.eilm.weebly.com

সালাউদ্দীন যুফতাবির বোন ছিলেন। নুরুদ্দীনের ঘরে তিনি ৭৭৩ হি.সনের ১২ শাবান একজন পুত্র সন্তান জন্ম দেন । আর তিনিই হলেন আমাদের ইবনে হাজর আসকলানী র.। মাকে মা বলে চিনার এবং ডাকার আগেই তার গর্ভধারিনী মা দুনিয়া থেকে চলে যান। অল্প বয়সে পিতা মাতা হারা হয়ে অহসহায় অবস্থায়ই জীবন পথের যাত্রা শুরু করেন। কে জানত ? পিতৃহারা এ ছেলেটির সুনাম, সুখ্যাতি ও সফলতার কথা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর মানুষের মুখে মুখে।

শিক্ষাজীবন

পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি মকতবে ভর্তি হন । তিনি শামসুদ্দিন ইবনুল আলাক র. এবং শামসুদ্দীন আল আতরশের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন । মাত্র নয় বৎসর বয়সে সদরুদ্দীন মুহাম্মদের কাছে হিফয সমাপ্ত করেন । ১২ বৎসর বয়সে মসজিদে হারামে তারাবীর নামায পড়ানোর সুযোগ লাভ করেন। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। মক্কা নগরিতে তিনি ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বুখারী শরীফ পড়েন শায়খ আফীফ উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আন নাশায়িরী র. এর কাছে। কাযী জামাল উদ্দীন আবূ হুমাইদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুরাইজ আল মক্কী র. এর কাছে ফিকহের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন । তাঁর কাছেই 'উসদাতুল আহকাম' কিতাব পড়েন । ১২বৎসর বয়সে তিনি মিশরে আবূ বকর সাকী আল খারুবীর সংস্পর্শে আসেন । তাঁর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিতাব তিনি মুখস্থ করেন। পরে কোন এক সময় মক্কাতে তিনি হাদীসের শায়খ হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন । ৭৮৭হি. সনে যাকী আল খারুবী ইনতিকাল করেন। যিনি ইবনে হাজর আসকলানী র. এর সব বিষয়ের দেখাশুনা করতেন।

ফলে তার লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। লেখাপড়ার খরচ দিবেন তার এমন কেউই ছিল না। ফলে তিন বৎসর পর্যন্ত ঠিকভাবে লেখাপড়া করতে পারেননি।

অবশেষে নিজ উদ্যোগেই তিনি জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন । তাঁর বাবার ওসিয়তকৃত ব্যক্তি শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুল কাত্তানের দরসে উপস্থিত

Free © www.eilm.weebly.com

হন। তাঁর কাছে ইলমে ফিকহ, ইলমে উসূলে ফিকহ, উলূমে আরাবিয়্যাহ ও গণিত বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর ইতিহাস বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আরবী সাহিত্য বিষয়েও গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। সাহিত্যের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। কোন কবিতা শুনলে এ কবিতার লেখক ও তার কাব্য প্রতিভা সম্পর্ককে জানতে চেষ্টা করতেন। এক কথায় জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তিনি পূর্ণ মাত্রায় দক্ষতা আর্জন করেন । তবে ইলমে হাদীসের ময়দানে রয়েছে তারঁ অনন্য আবদান। তাই এ দিকটি স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরা হল।

হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী র. 'হাফিযুল হাদীস' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. বলেন, হাদীস শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। ইমাম শাওকানী র. বলেন, শত্রু - মিত্র সকলেই আসকালানী র. এর পাণ্ডিত্য, প্রখর মেধার কথা স্বীকার করতে বাধ্য ছিল। কথিত আছে, যমযম কুপের পানি পান করার সময় প্রভুর কাছে দু'আ করেছিলেন, তাকে যেন হাফিয যাহাবী র. এর মত স্মৃতি শক্তি দান করা হয়। পরে দেখা গেল তাঁর মেধা হাফিয যাহাবীকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ইলমী সফর

বুঝার বয়স হওয়ার পর থেকেই তিনি হাদীস চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ জন্য ইলমে হাদীসের বরকত ও ফয়েয লাভের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সফর করেন। সে সময়কার হাদীস চর্চার মূল কেন্দ্র মক্কা, মদিনা, ইয়ামান, সিরিয়া, হিজায, রামাল্লা, নাবলুস, আলেকজান্ডারিয়া ইত্যাদি এলাকা সফর করেন । অগণিত উসতাদের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। ৭৯৬ হি. সনে মিশরের রাজধানী কায়রোর হাফিয যায়নুদ্দীন আবুল ফযল র. থেকে ইলমে হাদীসের গভীর জ্ঞান লাভ করেন। ছাত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে হাদীস অধ্যাপনার আনুমতি দিয়ে দেন। মৃত্যুর পর আপনার যোগ্য উত্তরসূরী কাকে মনে করেন? আল্লামা ইরাকী র.কে এমন প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি আসকালানী র. এর নাম বলেন।

Free@www.e-iqra.weebly.com

উসতাদগণের তালিকা

অনেক উসতাদ থেকেই তিনি জ্ঞান অর্জন ও হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি তাঁর রচিত কিতাব المجمع المؤسس للمعجم المفهرس এর মাঝে ৭৩০ জন উসতাদের নাম উল্লেখ করেছেন। হাদীসের উসতাদগণকে তিনি দু ভাগে ভাগ করেছেন । তবে ইমাম সাখাবী র. তা তিন ভাগে ভাগ করেছেন। আল্লামা সাখাবী র. এর মত গ্রহণ করেই নিম্নে তাঁর উসতাদগণের স্তর বিন্যাস তুলে ধরা হলো।

প্রথম স্তর

আসকালানী র. যাদের থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন তাঁদের কয়েক জন হলেন :

* শায়খ ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল ওয়হিদ র.।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল হাদী র.।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে হাজর ইবনে ঈসা র.।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে দাউদ আল আমাদী র.।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ র.।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে আস সারমিদী র. ।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আর রাসসাম র.।

দ্বিতীয় স্তর

ইবনে হাজর র. যাদের থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন :

* শায়খ আহমদ ইবনে হামদান ইবনে আহমদ আল আযরাঈ র.।
* শায়খ আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আস সুয়াইরী র. ।
* শায়খ আহমদ ইবনে আইয়ূব ইবরাহীম র.।
* শায়খ আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল আনসারী র.।
* শায়খ আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবনুস সায়িগ র.।
* শায়খ আহমদ ইবন হামদান ইবন ইবরাহীম ইবনে ফাল্লাহ র.।

Free@www.eelm.weebly.com

তৃতীয় স্তর

যাদের থেকে মুযাকারার ভিত্তিতে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম তুলে ধরা হলো :

* শায়খ ইবরাহীম ইবনে আহমদ আল বাউনী র.।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল বালী র. ।
* শায়খ আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল মুরশিদী র.।
* শায়খ আহমদ ইবনে ইসমাঈল আল হারীরী র.।
* শায়খ আনাস ইবনে আল আনসারী র.।
* শায়খ ইসমাঈল ইবনে আবিল হাসান আল বারমভী র.।

কুরআন ও বিজ্ঞান বিষয়ে যাদের কাছে পড়েছেন

* শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাযযাক র. ।
* শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবনুল ফকীহ র.।
* শায়খ ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ র. ।

ইলমে ফিকাহ ও উসূলে ফিকহ এর উসতাদগণের অন্যতম কয়েকজন হলেন

* ইবরাহীম ইবনে মূসা ইবনে আইয়ূব র.।
* শায়খ উমর ইবনে আলী র.।
* শায়খ উমর ইবনে রিসলান র.।

ইলমে নাহু, লুগাত ও আদব যাদের কাছে পড়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন

* শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মদ র.।
* শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী র.।
* শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র.।

মনীষীগণেরদৃষ্টিতে আসকালানী র.

তিনি ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত সফল লেখক। বিশ্বের উলামা মাশায়িখ, দীনদার বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের কাছে তিনি

Free@www.e-ilm.weebly.com

ছিলেন প্রিয় ব্যক্তিত্ব । তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কয়েক জনের মুল্যায়ন তুলে ধরা হল ।

* আল্লামা ইরাকী র. বলেন :

هو الشيخ العالم الكامل الفاضل، المحدث المفيد الحافظ المتقن، جمع الرواة والشيوخ ميز بين الناسخ والمنسوخ وجمع الموافقات والابدال وميز بين الثقات والضعفاء من الرجال

তিনি একাধারে একজন হাফিয, আলিমে দীন, মুহাদ্দিস, হাদীসের রাবী ও শায়খদের একত্রকারী , নাসিখ ও ও মানসূখের মাঝে পার্থক্যকারী, ইলমে হাদীসের রিজালের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য আর অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে ব্যবধানকারী। সাথে সাথে তিনি ছিলেন প্রখর মেধারও অধিকারী।

* আল্লামা সুয়ূতী র. বলেন :

হাদীসের পাণ্ডিত্য তাঁর পর্যন্তই সমাপ্ত হয়ে গেছে।

* তাঁর প্রধান শিক্ষক শায়খ বুরহানউদ্দীন ইবরাহীম আনসারী র. বলেন,

هو الامام العلامة المحدث المتقن المحقق

হাদীস বিষয়ে তিনি একজন সফল গবেষক ও নির্ভরযোগ্য আলিম ছিলেন।

* তাঁর এক ছাত্রের দৃষ্টিতে তিনি হলেন :

হাফিযে হাদীস, যুগের একক ব্যক্তিত্ব ।

* আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালবী র. বলেন :

রিজালের ক্ষেত্রে তিনি হলেন আসাধারণ পণ্ডিত, ও চুলচেরা বিশ্লেষক।

ছাত্রবৃন্দ

অগণিত ছাত্রের মধ্য হতে কয়েকজনের নাম তুলে ধরা হল :

* ইবরাহীম ইবনে উমর ইবনে হাসান আররুমাত র.।
* ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ র.।
* ইবরাহীম ইবনে যাইনুদ্দীন আল খিযর র.।
* আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী র.।
* আহমদ ইবনে উসমান ইবনে মুহাম্মদ র.।
* আহমদ ইবনে আবূ বকর ইবনে ইসমাইল র.।
* আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আদ দিমাসকী র.।

Free@www.e-iqra.weebly.com

কর্মজীবন

জ্ঞানীর কাজ জ্ঞান বিতরণ করা। তিনিও এর বাইরে নন । তাই তিনিও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে লাগলেন । দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে থাকে । সে সময়কার মিশরীয় আলেমগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । আলোকিত হন জ্ঞানের আলোয়। জীবনে তিনি অসংখ্য দীনী দায়িত্ব পালন করেছেন। রামাল্লায় আল মাদরাসাতুল ইসলামিয়াতে তাফসীর বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। এক সময় আল আযহারে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান বিচারপতি হিসাবে মিশরে সুদীর্ঘ ছয়টি মেয়াদকাল দায়িত্ব পালন করেন।

রচনাবলী

ইসলাম ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তিনি মুসলিম উম্মাহের জন্য এক অপূর্ব ভাণ্ডার রেখে গেছেন। মুসলিম উম্মাহ যুগ যুগ ধরে উপকৃত হচ্ছে এবং হবে । উপমহাদেশসহ সারা বিশ্বের মাদরাসা, বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহে তাঁর লিখিত গ্রন্থ সিলেবাসভুক্ত রয়েছে বহু দিন যাবত।

নিম্নে বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি করে তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম তুলে ধরা হল।

কুরআন, হাদীস ও বিজ্ঞান বিষয়ে

* الاحكام لبيان ما وقع فى القرآن من الاوهام (আল আহকামু লি বায়ানি মা ওয়াকাআ ফিল কুরআনি মিনাল আওহামি।)

* الاتقان فى جمع احاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف(আল ইতকান ফি জাম'ই আহাদীসি ফযায়িলিল কুরআন মিনাল মারফুঈ ওয়াল মাওকূফ।)

*الايجاب ببيان الاسباب (আল ঈজাবু বি বায়ানলি আসবাব।)

*تجريد التفسير من صحيح البخارى (তাজরীদুত তাফসীরি মিন সহীহিল বুখারী।)

* الابدال الصفيات من الثقفيات(আল ইবদালুস সাফিয়্যাত মিনাস সাকাফিয়্যাত।)

* الابدال العوالى (আল ইবদালুল আওয়ালী।)

* الافراد والحسان من مسند الدارمى (আল ইফরাদু ওয়াল হিসানু মিন মুসনাদিদ দারামী।)

Free © www.eilm.weebly.com

রিজাল বিষয়ক

* الاعلام بمن ذكر في البخاري من الاعلام (আল 'ইলামু বিমান যাকারা ফিল বুখারী মিনাল আ'লাম)
* تحرير الميزان (তাহরীরুল মীযান)
* تقريب التهذيب (তাকরীবুত তাহযীব)
* تهذيب التهذيب (তাহযীবুত তাহযীব)
* زين الميزان (যাইনুল মীযান)
* رجال السنن الاربعة (রিজালুস. সুনানিল আরবা'আ)

ইতিহাস বিষয়ক

* الاصابة فى تمييز الصحابة (আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ)
* انباء الغمور فى انباء العمور (আম্বাউল গুমুর বি আম্বায়িল উমুর)
* الايناس بمناقب عباس (আল ঈনাসু বি মানাকিবি আব্বাস)
* تجريد تذكرة الحفاظ للذهبى (তাজরীদু তাযকিরাতিল হুফফায লিয যাহাবী)
* منتخب تاريخ قزوين (মুনতাখাবু তারীখে কাযবীন)

ফিকহ বিষয়ক

* الاصلح فى امامة غير الافصح (আল আসলাহ ফী ইমামাতি গাইরিল আফসাহ)
* التمتع على مذاهب الحنفية (আত তামাত্তয়ু আলা মাযাহিবিল হানাফিয়াহ)

সাহিত্য বিষয়ক

* بذل الماعون فى فضل الطاعون (বাযলুল মাউন বি ফাযলিত তাউন)
* الدرر فى نفقة قليلة (আদ দুরারু ফী নাফকাতিন কালীলাহ)
* ذكر الباقيات الصالحات (যিকরুল বাকিয়াতিস সালিহাত)

ইলমে লুগাত বিষয়ক

* التذكرة الادبية (আত তাযকিরাতুল আদাবিয়্যাহ)
* ديوان شعر الكبير (দিওয়ানু শে'রিল কাবীর)
* غراس الاساس (গিরাসুল আসাস)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

* ضوء الشبهات (যাওউশ শুবহাত)

ইনতিকাল

৮৫২হি .সনে ২৮ যিলহজ্ব শনিবার রাতে ইশার সময় তিনি ইনতিকাল করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর ৪ মাস ১০দিন। কথিত আছে, দেশের বাদশাহ ও হযরত খিযির আ. সহ হাজার হাজার আলিম উলামা তাঁর জানাযার নামাযে শরীক হয়েছিলেন।

কাফন দাফন

মিশরের বিখ্যাত গোরস্তান কিরাফতুস সুগরাতে ইমাম শাফিঈ র. এর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ আহমদ উল্লাহ
তাকমীল

Free e-ilm.weebly.com

জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র.	৫৪	জালালাইন ১ম
জালাল উদ্দীন মহল্লী র.	৬৪	জালালাইন ২য়
শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ র.	৭০	আল ফাউযুল কাবীর
বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র.	৭৩	হিদায়া
আবূ আব্দুল্লাহ হুসামী র.	৭৭	মুনতাখাবুল হুসামী
মুহিব্বুল্লাহ বিহারী র.	৭৯	মুসাল্লামুস সুবূত
আবূ জা'ফর আহমদ তাহাবী র.	৮২	আকীদাতুত তাহাবী
ইয়াহইয়া নববী র.	৯৩	রিয়াযুস সালিহীন
আহমদ হুসাইন মুতানাব্বী র.	৯৭	দিওয়ানে মুতানাব্বী
হাম্মাদ র.	৯৯	সাবয়ে মু'আল্লাকা
আছীর উদ্দীন র.	১০২	হিদায়াতুল হিকমাহ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জালালাইন প্রথম খণ্ড রচয়িতা

জালাল উদ্দীন সূয়ূতী র.

ভূমিকা

আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ূতী র. ঐ সকল মহামনীষী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতায় যাদের অবদান অফুরান। বিশেষ করে ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ এর চর্চায় বলতে গেলে নিজের পুরো জীবনই ব্যাপৃত রেখেছেন। নিম্নে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

জন্মক্ষণ

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র. বাহারিয়া সালতানাতের পতনের পর মিশরীয় খলীফা বারজিয়া বা জারাকিসার শাসন আমলে ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব মিশরের নীল নদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত খাজিরিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। (সূত্র : الاتقان فى علوم القران খণ্ড- ১ম, পৃষ্ঠা- ৩)

আল্লামা সুয়ূতীর জন্মসন নিয়ে কোন দ্বিমত পাওয়া না গেলেও জন্মমাস নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

الاتقان فى علوم القران এর ভূমিকায় রয়েছে, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র. ৮৪৯ হিজরী সনের ১লা রজব রবিবার দিন মাগরিবের নামাযের পর সূয়ূত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

Free@ www.eilm.weebly.com

* ইবনে আয়াস ও ইসমাঈল পাশা আল বাগদাদী র. বলেন, আল্লামা সুয়ূতী র. ৮৪৯ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।

এই দুটি মতের মাঝে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। আল্লামা সুয়ূতী র. এর রচিত আত্মজীবনীতেও এ মতের উল্লেখ রয়েছে। তিনি তাঁর আত্ম জীবনীতে উল্লেখ করেন, وكان مولودى بعد المغرب ليلة الاحد مستهل رجب سنة تسع واربعين وثمان مئة অর্থ্যাৎ, ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব রবিবার মাগরিবের পর আমার জন্ম হয়। (طبقات الحفاظ صـــ ٧)

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : আব্দুর রহমান।

উপনাম : আবুল ফযল।

উপাধি: জালাল উদ্দীন।

পিতা : আবূ বকর কামালুদ্দীন।

দাদার নাম : মুহাম্মদ।

আল্লামা সূয়ূতী র. নিজেই স্বরচিত কিতাব حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة এর মধ্যে নিজের বংশ পরম্পরা এভাবে বর্ণনা করেছেন।

عبد الرحمن بن الكمال ابى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد ابن سيف الدين خضر بن نجم الدين ابى الصالح ايوب بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الدين الهمام الخضرى السيوطى

তবে معجم المؤلفين এর রচয়িতা উমর রেযা র.আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র. এর বংশ পরম্পরায় উপরে বর্ণিত অংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন। বর্ধিত অংশটা হল, الصلولى المصرى الشافعى ।

অন্যরকম উপাধি

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র. এর ابن الكتب নামে একটি উপাধি পাওয়া যায়, যার অর্থ হল, 'পুস্তকের সন্তান'। এ নামে নামকরণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া যায়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জ্ঞান পিপাসু

ব্যক্তি। জ্ঞান অর্জনই ছিল তাঁর সাধনা। গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন মনীষীর লেখা বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করতেন। তাঁর সংগ্রহেও ছিল অনেক কিতাব। একদিন তিনি তার স্ত্রীকে একটি কিতাব আনতে বললেন। তাঁর স্ত্রী গ্রন্থাগারে কিতাব আনতে গেলে সেখানে তার প্রসব বেদনা শুরু হয়। এবং কালের গর্ব জালাল উদ্দীন সুয়ূতী এর জন্ম হয়। সে থেকে তাঁকে ابن الكتب বলা হয়।

Free@ www.eelm.weebly.com

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন পরম সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্য আর প্রতিভা নিয়েই যেন তার জন্ম। জন্মের পরই তাঁর পিতা তাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন তৎকালীন যুগের যুগশ্রেষ্ঠ ওলী শায়খ মুহাম্মদ মাজযূব র. এর দরবারে। তিনি স্বস্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করেন।

সবার প্রিয় হয়েই বেড়ে উঠেছিলেন। বড়দের দু'আ বুযুর্গদের সান্নিধ্য আর মনীষীগণের সুদৃষ্টিই যেন তাঁর বড় হওয়ার মাধ্যম। অল্প বয়সেই তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে উলামায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত হতেন। তাঁদের দু'আ নিতেন। এ সময় তিনি যাদের সান্নিধ্যে এসে ধন্য হন তন্মধ্যে হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী র. অন্যতম।

সুখেই কাটছিল বাল্যজীবন। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের উদয় হয়। নিভে যায় তার সুখ প্রদীপ। ইয়াতীম হয়ে যান চির জীবনের জন্য। যার আশ্রয়ে তিনি লালিত পালিত, যার ভালবাসায় তিনি অনুপ্রাণিত। সেই পিতা আজ দুনিয়াতে নেই। চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন পরপারে। ৮৫৫ হিজরীর সফর মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁছ বছর সাত মাস। অন্য বর্ণনায় ছয় বছর।

কিন্তু ভাগ্য যার সুপ্রসন্ন বিপদ তাঁর বাধ সাধতে পারে না। ধৈর্য যার অসীম, সসীম বিষয়ে তিনি ভেঙ্গে পড়েন না। তিনি কর্তব্য স্থির করলেন। পিতার কৃত ওসিয়ত মুতাবিক বেশ কয়েকজন বুযুর্গের হাতে আশ্রিত হলেন। ধীরে ধীরে তাদের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠলেন। তাদের মধ্যে কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম অন্যতম।

এ সকল বুযুর্গ তাঁর প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত ও দেখাশুনা করার কারণে মাত্র আট বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে সক্ষম হন।

তিনি ছিলেন চাতক পাখি। জ্ঞান অর্জনই যার কাম্য। দক্ষ শিকারী, মূল টার্গেটই যার লক্ষ্য। জ্ঞান পিপাসার চরম তৃষ্ণাই তাঁকে বড় বড় কিতাব মুখস্থ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। যার ফলে এই বয়সেই তিনি 'আলফিয়াতু ইবনুল মালিক', 'মিনহাজুল ফিকহে ওয়াল উসূল' ও উমদার মত বড় বড় কিতাব মুখস্ত করে ফেলেন।

Free © www.eilm.weebly.com

জ্ঞানার্জন

৬৬ হিজরীর শুরুর কথা। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। ইলম অর্জনের প্রতি পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় এলাকার বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলিমদের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইলম অর্জন করেন। যাদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ।

ইলমুল ফিক্হ

ইলমুল ফিকহ হল ফিকহের জ্ঞান। কুরআন হাদীস থেকে গবেষণা করে এ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী র. এ জ্ঞান অর্জন করেন তদানীন্তন বড় বড় আলিম থেকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

- আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী র.।
- আশারফ আল মুনাভী র.।
- আযযাইন আল আকাবী র.।
- আল্লামা বালকীনী র.।

ইলমে নাহু

আরবী ভাষায় ইলমে নাহুর গুরুত্ব অপরিসীম। যা না হলে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অসম্ভব। একটি প্রবাদ রয়েছে, النحو فى الكلام كالملح فى الطعام খাবারে লবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ আরবীতে ইলমে নাহু তেমন। ইলমে নাহুর গুরুত্ব অনুধাবন করেই তিনি তখনকার প্রাজ্ঞ নাহুবিদ থেকে ইলমে নাহু হাসিল করেন। তন্মধ্যে الشمس السيرامى এবং التقى الشمنى অন্যতম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইলমুল ফারায়িয

فرائض এর মত গুরুত্বপূর্ণ ইলম তিনি অর্জন করেন তৎকালীন যুগের দেশ বরেণ্য আলেম الشهاب الشارمساحى এর কাছ থেকে।

ইলমে তাফসীর

আল্লামা মুহিউদ্দীন কাফিযী র. এর খিদমতে ১৪ বছর অবস্থান করে তিনি তাফসীর, উসূল ও معانى এর মত গুরুত্বপূর্ণ ইলম অর্জন করেন। এ বিষয়ে তিনি কিতাব রচনারও অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

ইলমুল বালাগাত

ইলমুল বালাগাতও তিনি আলাদাভাবে অনেকের কাছ থেকে অর্জন করেন। তন্মধ্যে الشيخ سيف الدين الحنفى অন্যতম।

ইলমুল হাদীস

ইলমে হাদীসে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অনেক উস্তাদ থেকে তিনি ইলমে হাদীস অর্জন করেন। যাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। এ ছাড়াও তিনি শায়খুল ইসলাম ইলমুদ্দীন, আল্লামা বালকীনী এবং আল্লামা শরফুদ্দীন র. এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে বহু বিষয়ের ইলম অর্জন করেন।

এক কথায়, ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা তাকে বহু শায়খ গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। শত শত শায়খের সান্নিধ্যে এসে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।। এ বিষয়ে তাঁর নিজ ভাষ্য হল, اخذت العلم عن ستة مأة نفس আমি ছয়শত জন থেকে ইলম অর্জন করেছি।

ইলম অর্জনে ছুটে চলা

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. ছিলেন সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসু। জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য স্পৃহা। ছিল চরম ভক্তি, গভীর অধ্যাবসায় ও হৃদয়াগ্রাহিতা। সর্বোপরি ইলম অর্জনের প্রবল আকাংখা গুণীজনের

Free © www.eilm.weebly.com

সান্নিধ্যের প্রবল বাসনা নিজেকে আদর্শিক রূপে গড়ে তোলার আকাংখা নিয়ে তিনি পাড়ি জমান দেশ থেকে দেশান্তরে। প্রান্তর থেকে তেপান্তরে। জ্ঞানের মালা গলায় জড়িয়ে সল্প বয়সেই তিনি পূর্ণতা ও যোগ্যতার উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছিলেন। নিবারিত করেছিলেন জ্ঞানপিপাসা। দিমইয়াত, মহল্লা, ফয়ূয নামক শহরে সফর করে আহরণ করেছিলেন তথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইলমের মনি মুক্তা। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববাসী বরণ করে নিয়েছিল তাঁকে। আসন দিয়েছিল মনের মনিকোঠায়।

উল্লেখিত স্থান ছাড়াও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন। রচনা সংক্ষিপ্ত করার তাগিদে নিম্নে শুধু স্থানগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

১. শাম
২. হেজায
৩. ইয়ামান
৪. হিন্দ
৫. মাগরিব
৬. তাকরূর

মনীষীগণের দৃষ্টিতে

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. সমকালীন যুগের প্রচলিত বিদ্যার সকল অঙ্গনেই তার পদচারণা ছিল। সকল ক্ষেত্রে, সকল বিষয়ে তার দূরদর্শিতার মালা নিয়েই যেন তাঁর জন্ম। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا (যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হলো তাকে প্রভূত কল্যান দেওয়া হল) এর মিসদাক। সত্যিই প্রভুত কল্যান, অসাধারণ জ্ঞান, আর বহুমুখী প্রজ্ঞা লাভে তিনি ছিলেন একক ও অদ্বিতীয়। সকল জ্ঞানের শাখা প্রশাখার বিচরণে তিনি ছিলেন বে - নযীর। যার সত্যতা প্রাচীন যুগের মনীষীই নয় বর্তমান যুগের আলিমদের মুখেও ফুটে উঠেছে। আল্লামা তকী উসমানী দা.বা. তাঁর সম্পর্কে বলেন :

" আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. বিশিষ্ট আলিমদের একজন। দীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যাতে তাঁর কলম ওঠেনি। ইলমুত তাফসীর, ইলমুল ফিকহ, বালাগাত, নাহু এবং হিসাব বিজ্ঞানসহ বহু বিষয়ে তার তাসনীফাত বিদ্যমান।

Free@www.e-ilm.weebly.com

ড. ইয়াহইয়া হিলাল আস সিরহান বলেন,

وظل يحرس على الطلب ويستزيد حتى بلغ منزلة عالية فى العلم ورزق التبحر فى علوم عديدة وفاق اقرانه واشتهر ذكره

অর্থাৎ, ইলম অন্বেষণে তাঁর ছিল প্রবল আকাংখা, পরম কামনা। অনন্তর তিনি পৌঁছে গেলেন ইলমের শীর্ষ চূড়ায়। খোদায়ী ভাবে দেওয়া হলো বিভিন্ন ইলমের গভীরতা, ফলে অল্প বয়সেই তিনি ছাড়িয়ে গেলেন সমকালীন সকলকে। দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর প্রসিদ্ধি। তিনি আরো বলেন,

واكملت الة الاجتهاد عنه حتى وصف بمجدد التاسعة

অর্থাৎ, ইজতিহাদ ও গবেষণার সকল উপকরণই তাঁর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। যার ফলশ্রুতিতে তাঁকে ৯ম শতকের মুজাদ্দিদ বলা হয়।

সত্যিই আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী র. একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। ইলমের ময়দানে যার পদচারণা বর্ণনাতীত। দুর্দান্ত শাহসওয়ার। যার লাগাম ধরা কল্পনাতীত। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান সাগরতুল্য। যার তলা সুগভীর।

আল্লামা সুয়ূতীর নিজের ভাষায় :

ورزقت التبحر فى سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعانى والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم والفلسفة

সাত বিষয় তথা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, নাহু, মা'আনী, ও ইলমে বদী এ সকল বিষয়ে আমাকে জ্ঞানের গভীরতা দান করা হয়েছে। আর অবশ্যই তা আরব ও তার সাহিত্যিকদের ধারা অনুসারে, অনারব বা দার্শনিকদের অনুসারে নয়।

এই সাত বিষয়ে আল্লাহ তাকে এমন ইলম দান করেছেন যা তার সময়ের আর কাউকে দেওয়া হয়নি। তিনি প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখার বিচরণ করত: প্রভূত জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার ধারণ করেছিলেন নিজের হাতের মুঠোয়। এ যেন তাঁর একক কৃতিত্ব। মালিকাধীন বিচরণ ক্ষেত্র। যাতে অন্য কারো প্রবেশ সম্ভব নয়। তিনি বলেন,

ان الذى وصلت اليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول لم يصل اليه ولا وقف عليه احد من اشياخى

Free ©www.e-ilm.weebly.com

' এ সাত বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানে আমি এতটা মাকাম অর্জন করেছি যার পরিধি পর্যন্ত পৌঁছা এবং তৎ বিষয়ে অবগতি লাভ করা আমার শায়খদের পক্ষেও সম্ভব নয়। (طبقات، الاتقان فى علوم القران)

তাফসীর শাস্ত্রে আল্লামা সুয়ূতী র.

তাফসীর শাস্ত্রে আল্লামা সুয়ূতী র. এর অবদান অনস্বীকার্য। খিদমত বর্ণনাতীত। পবিত্র কুরআনের সাবলীল তরজমা, ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও তথ্য বহুল আলোচনায় আল্লামা সুয়ূতী র. একজন সফল ব্যক্তিত্ব। তাফসীরে জালালাইন অধ্যয়নে তাঁর মেধা, বর্ণনাভঙ্গি, বাচনভঙ্গির সৌন্দর্যতার পরিচয় মিলে। আর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর অনবদ্য রচনা مجمع البحرين শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এই কিতাব রচনায় সুয়ূতীর তাফসীর যোগ্যতার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেন,

" আমি তাফসীরের এমন এক কিতাব রচনার কাজ শুরু করেছি যাতে তাফসীর বিষয়ক সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় مواد গুলো সমবেত থাকবে। যুক্তিভিত্তিক দর্শন, চমকপ্রদ সূক্ষ্ম তথ্য, জটিল জটিল বাক্যের তারকীব ও তার প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতবহ বিষয়াদি।

অবশ্যই তা তাফসীর জগতে এক স্বয়ংসম্পন্ন কিতাব।

হাদীস শাস্ত্রে আল্লামা সুয়ূতী র.

এ ক্ষেত্রে আল্লামা সুয়ূতী র. এর অর্জন বর্ণনাতীত। বলা চলে তিনি ইলমে হাদীসে সর্বোচ্চ সোপানে আরোহী ব্যক্তি। তিনি বলেন, দু লাখ হাদীস আমার মুখস্থ রয়েছে। আরো হাদীস পেলে তাও মুখস্থ করে নিব। হাদীসের প্রত্যেকটি শাখায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছেন। তৎকালীন যুগের বিজ্ঞ, দক্ষ, সৎ, ন্যায় ও নিষ্ঠাবান এবং হাদীসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও মযবূত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও পারঙ্গমতার পরিচয় মিলে তাঁর অন্যতম রচনা তরজমানুল কুরআনের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, আমি অত্র কিতাবে কয়েক হাজার হাদীস একত্রিত করেছি। যাতে مرفوع، موقوف সব

ধরণের হাদীসই বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এ কিতাবে মতনে হাদীস উল্লেখ করার সাথে সাথে সনদে হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

Free © www.eilm.weebly.com

দরস ও তাদরীস

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. দরস ও তাদরীসের ক্ষেত্রেও দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানীতির মূল ও বুনিয়াদী বিষয়গুলো সামনে রেখেই দরস দিতেন তিনি। তাঁর অধ্যাপনার কাজ শুরু হয় মূলত ৮৬৬ হিজরীতে। এ বছরেই তিনি তাদরীসের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। ৮৭১ হিজরীতে ফতোয়ার ও ৮৭২ হিজরীতে কিতাব লিখার কাজ শুরু করেন।

তাসাওউফের ময়দানে আল্লামা সুয়ূতী র.

৮৮৯ হিজরী সনে আল্লামা সুয়ূতী র. চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। আত্মিক সংশোধন, খোদাভীতি, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভক্তিতে তার হৃদয় পূর্ণ ছিল। যার ফলে ৪০ বছর বয়সেই তিনি সকল ব্যস্ততা ছেড়ে দেন। দরস- তাদরীস, ফাতওয়া ও বিচার (قضاء) এর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুজাহাদা ও আধ্যাত্মিকতায় লিপ্ত করে নেন। ইবাদত, রিয়াযত ও হিদায়াতের সাগরে ডুব দিয়ে পান করতে লাগলেন আল্লাহ প্রেমের অমিয় সুধা। আমীর উমারা ও ধনী লোকেরা তাঁর নিকট হাদিয়া তোহফা নিয়ে আসতো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। সুলতান ঘোরি একবার তাঁর দরবারে একটি গোলাম ও এক হাজার আশরাফী হাদিয়ারূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সাথে সাথে আশরাফীগুলো ফেরত দিয়ে দেন এবং গোলামটিকে আযাদ করে দিয়ে হুজরায়ে ননবীর খাদেম বানিয়ে বলে দেন, আমার নিকট যেন কোন হাদিয়া তোহফা না আসে। আল্লাহ আমাকে এ সকল মাল সম্পদ থেকে বে- নিয়ায করেছেন।

বাদশা বহুবার তাঁকে নিজ দরবারে ডেকে পাঠিয়েছে, কিন্তু তিনি যাননি। ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী র. বলেন, ৪০ বছর বয়সে আল্লামা সুয়ূতী র. ইবাদতের জন্য একাগ্রতাকে বেছে নেন। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ রূপে ঝুঁকে

Free @ www.eilmeebly.com

পড়েন। দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মনে হয় তিনি দুনিয়ার কাউকে চিনেন না। তিনি মিকয়াছে অবস্থান নেন।

ইন্তিকাল

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. ১৯ শে জুমাদাল উলা ৯১১ হিজরী মুতাবিক ১৫০৫ ঈ. এর ১৮ অক্টোবর ৬১ বছর দশমাস দশদিন হায়াত পেয়ে এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেন। কায়রোর باب القرافة এর বাইরে কুসূন খানকার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ জাকির হুসাইন
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জালালাইন দ্বিতীয় খণ্ড রচয়িতা

জালাল উদ্দীন মহল্লী র.

ভূমিকা

যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে এমন সব মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের পরশে এ ধরা হয়েছে ধন্য, আলোকিত। যাদের জ্ঞানের আলো থেকে আলোর পথ খুঁজে পেয়েছে পথহারা অগণিত মানুষ। তারা তাদের কর্মময় জীবনের আলোকে অমর হয়ে আছেন ।

যাদের মুখ দর্শনে পাপীর পাষাণ মনেও খোদা প্রেমের আলো জ্বলে ওঠত । আধাঁর ছেড়ে ফিরে আসত আলোর পথে। এমনই একজন মহামানব হলেন আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী র. । তার সোনালী জীবনের যৎসামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

জন্ম ও বংশ

নাম : মুহাম্মদ।

উপাধি: জালাল উদ্দীন।

পিতা : আহমদ।

দাদা :মুহাম্মদ।

মিশরের রাজধানী কায়রোতে ৭৯১ হি. শাওয়াল মাসে তিনি জন্ম লাভ করেন।

Free@www.eilm.weebly.com

বংশধারা

জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে হাশেম আল জালাল আবূ আবদুল্লাহ ইবনে আশ শিহাব আবুল আব্বাস ইবনে আল কামাল আল আনছারী আল মহল্লী।

মহল্লী নামকরণ

পশ্চিম মিশরের মহল্লাতুল কুবরা নামক শহরের দিকে নিসবত করে তাঁকে মহল্লী বলা হয়।

শিক্ষাজীবন

পবিত্র কুরআনে কারীম এর হিফযের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন সূচিত হয়। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। আল্লামা বায়জুরী র., আল্লামা জালাল বালকিনী র., আল্লামা শামস বারমাবী র. ও আল্লামা ওলী ইরাকী র. থেকে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। আল্লামা ইয্ ইবনে জামা'আহ র.থেকে উসূল এবং আল্লামা শিহাব আজমী ও আল্লামা শামস শাতওনী র. থেকে নাহুর জ্ঞান অর্জন করেন । আল্লামা নাসির উদ্দীন আনাস মিশরী হানাফী র. থেকে ফারাইয ও গণিত বিদ্যা লাভ করেন । এছাড়াও তিনি মানতিক, ইলমে মায়ানী, ইলমে বয়ান, ইলমুল আরূজের বিদ্যা হাসিল করেন আল্লামা বদর মাহমূদ আকসারায়ী র. থেকে । আর তাফসীর ও উলূমে দীন এর শিক্ষা নেন শায়খ শামস বাসাতী র. থেকে।

কর্মজীবন

প্রথমে তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কিছুদিন পর নিজ ব্যবসায় অপর একজনকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি দরস ও তাদরীসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । অসংখ্য ছাত্র তাঁর থেকে ইলম হাসিল করেন। অনেকে আবার তার জীবদ্দশাতেই শিক্ষকতা শুরু করেন।

৮৪৪ হি . সনে তিনি কিছুদিন শিহাব কাওরানীর স্থলে বারকুকিয়া নামক স্থানে দরসী খেদমত আঞ্জাম দেন । তখনকার রাজা তাঁকে বিচারপতি পদে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি রাযী হননি।

(সূত্র : যাফারুল মুহাসসিলীন - পৃ. ৪১)

Free @ www.e-iqra.weebly.com

রচনাবলী

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । এর মধ্যে নামকরা কয়েকটি গ্রন্থ হল :

شرح جمع الجوامع فى الاصول (শরহু জমউল জাওয়ামি ফিল উসূল)

شرح المنهاج فى الفقه الشافعية (শরহুল মিনহাজ ফিল ফিকহিশ শাফিইয়্যাহ)

شرح الورقات فى الاصول (শরহুল ওরাকাত ফিল উসূল)

برده (বুরদাহ)

এছাড়াও হজ্বের বিধান সম্পর্কিত কতিপয় বই তিনি রচনা করেন ।

তিনি পবিত্র কুরআনের শেষ পনের পারা তাফসীর লিখেন। এরপর প্রথম পনের পারা শুরু করার ইচ্ছায় সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখতে শুরু করেন। কিন্তু মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠায় তিনি এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তাঁরই ছাত্র আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ূতী র. পরবর্তীতে এই অসমাপ্ত কাজ পূরণ করেন। অনুরূপ ভাবে শরহে আ'রাফ ও শরহে শামসিয়াহ নামক দুটি কিতাবও তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

(সূত্র : তারীখে তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরীন, পৃ. ২৮৮)

উস্তাদগণ

অনেক উস্তাদ থেকেই তিনি ইলম অর্জন করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম তুলে ধরা হল।

* আল্লমা জালাল উদ্দীন বালকিনী র.।
* আল্লামা বায়জুরী র.।
* আল্লামা ওলী ইরাকী র.।
* আল্লামা শিহাব উদ্দীন আজমী র. ।
* আল্লামা শামস উদ্দীন শাতওনী র.।
* শায়খ নাসির উদ্দীন মিশরী র.।

শায়খ বদর মাহমূদ আক সারায়ী র.।

শায়খ শামস উদ্দীন বাসাতী র.।

আল্লামা শিহাব ইবনে আল ইমাদ র. প্রমুখ।

(সূত্র : যাফারুল মুহাসসিলীন, পৃ. ৪১)

Free ® www.eqilm.weebly.com

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

দুনিয়ার ধন সম্পদের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না । বড় বড় আমীর ও ধনী ব্যক্তিরা তাঁর দরবারে অনেক হাদিয়া পেশ করতেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না । এমনকি সে দেশের বাদশাহ তাকে বিচারপতির পদে নিয়োগ দিতে চাইলে তিনি তাতে রাজি হননি ।

চরিত্র মাধুরী

তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত সহনশীলও। কারো মন্দ ব্যবহারে সহজেই রাগ হতেন না। কারো অসদাচারণ এর জবাব দিতেন সদাচারণের মাধ্যমে। কাউকে ভরা মজলিসে লজ্জা দিতেন না। সকলের ইয্যত সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন ।

তাকওয়া

ইলম ও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি যেমন উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন তেমনিভাবে তাকওয়ার ক্ষেত্রেও শীর্ষ চূড়ায় অরোহী ছিলেন । পার্থিব জগতের মোহ - মায়া থেকে বেঁচে থাকতেন। জীবন যাপনে ছিলেন একদম সাদাসিদা। তিনি একাধিকভার বাইতুল্লাহ যিয়ারতের সৌভাগ্য আর্জন করেন ।

(সূত্র : মিফতাহুল উলূম, পৃ. ৪৯)

বিশেষ কিছু গুণাবলী

সালাফী মতাদর্শে তিনি ছিলেন অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্ব । 'সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ' এর প্রতীক ছিলেন । রাজার দরবার বা কোন মহলেই সত্য উচ্চারণে কারো পরোয়া করতেন না। যালিম বাদশাহের নিকটও হক কথা শুনানোর ক্ষেত্রে ভয় করতেন না। যখন রাজা বাদশাদের নিকট থেকে তাঁর কাছে কোন লোক আসত তখন তাদেরকে তিনি আলাদা কোন গুরত্ব দিতেন না। ক্ষেত্র বিশেষ তাদেরকে তাঁর দরবারে আসতেও দিতেন না। (সূত্র : তারীখে তাফসীর ওয়া মুফাসসিরীন, পৃ. ২৮৮)

জালালাইন শরীফ

Free © www.eilm.weebly.com

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী র.এর এক অমর কীর্তি হল তাফসীরে জালালাইন। এটি তাফসীরের একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব। এই কিতাবকে পবিত্র কুরআনের আরবী তরজমা বললেও অত্যুক্তি হবে না। এতে কঠিন কঠিন শব্দ ও তরকীবের সহজ সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কখনো আয়াতের অর্থকে পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য আয়াতের শেষে ছোট বাক্য যুক্ত করেছেন। কখনো প্রয়োজনীয় কোন ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এই কিতাবটি দরসে নিযামীর অর্ন্তভুক্ত বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মাদরাসাতেই পড়ানো হয়। এই কিতাবটি পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল, শিক্ষা সমাপ্তির পর যেন উস্তাদের সহযোগিতা ছাড়াই এর সাথে সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ের হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।
(সূত্র : জামালাইন, পৃ. ২৯)

কিতাবের নামকরণ

এই কিতাব সংকলন করেছেন দুই প্রখ্যাত বুযূর্গ । আর তাঁদের উভয় জনের উপাধি ছিল জালাল উদ্দীন। তাই দুই জালালের দিকে নিসবত করে 'জালালাইন' নামে এই কিতাবের নাম করণ করা হয়েছে । কোন খণ্ডের রচয়িতা কে ? এ নিয়ে অনেক সময় পাঠক মহলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই এ বিষয়ের সুন্দর সমাধান হলো, প্রথম খণ্ডের লেখক হলেন আল্লামা সূয়ূতী র. । তাঁর নামের আদ্যাক্ষর হল 'সীন'। আর অপর জন হলেন আল্লামা মহল্লী র., তাঁর নামের আদ্যাক্ষর হল 'মীম'। আর আরবী হরফের বিন্যাস অনুসারে 'সীন' আগে । তাই যার নামের শুরুতে সীন তার রচিত অংশটি আগে এবং যার নামের শুরুতে মীম তার অংশটি হবে পরে ।
(সূত্র : জামালাইন, পৃ. ২৯)

জালালাইন শরীফের উৎস

শায়খ মুয়াককিফ উদ্দীন আহমদ ইবনে হাসান ইবনে রাফে কাওয়াসী দুটি তাফসীর গ্রন্থ লিখেছেন। একটি تفسير كبير (তাফসীরে কাবীর) যাকে تبصره(তাবসেরাহ) বলা হয়। আপরটি হলো, تفسير صغير (তাফসীরে সগীর) যাকে تلخيص (তালখীস) বলা হয়। আর জালালাইনের উভয়

লেখকেই তাফসীরে সগীর সামনে রেখেছেন। এ ছাড়াও তাফসীরে বায়যাবী, ইবনে কাসীর, তাফসীরে ওজীযও সামনে ছিল ।

জালালাইন শরীফের হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ

জালালাইনের অনেক ব্যখ্যাগ্রন্থ রয়েছে । উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল

১। جمالين (জামালাইন) {মোল্লা আলী কারী র. লিখিত}

* مجمع البحرين ومطلع البدرين (মাজমাউল বাহরাইন ও মাতলাউল বাদরাইন) আল্লামা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ কারখী র. লিখিত।

* كمالين(কামালাইন)

* حاشية الصاوى (হাশিয়তুস সাবী।) আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আনসারী র. রচিত।

* جمل على الجلالين (জুমাল আলাল জালালাইন) আল্লামা জামীলুল আত্তার র. রচিত।

ইনতিকাল

তিনি ৮৬৪ হি . সনের ১৫ রমযান ইন্তিকাল করেন । কায়রোয় তাঁদের পারিবারিক কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয় ।

মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
তাকমীল

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল ফাউযুল কাবীর গ্রন্থকার

শাহ ওয়ালী উল্লাহ র.

ভুমিকা

হযরত শাহ ওয়াহী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. এর আদর্শ ও চিন্তা চেতনার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী ও তাঁর মানসপুত্র। দেশের মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের বেড়াজাল ও চিন্তা চেতনার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের আলোকজ্জ্বল পথে টেনে আনা এবং তাদের মাঝে আদর্শিক চেতনার নতুন প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসমান্য। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা হলো।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : ওয়ালী উল্লাহ।

উপাধি : আবুল ফাইয়ায।

ঐতিহাসিক নাম : আযীম উদ্দীন।

পিতার নাম : শায়খ আব্দুর রহীম।

ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. ১১১৪ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল মুতাবিক ১৩০৩ ঈ. বৃহ:বার সূর্যোদয়ের সময় উত্তর ভারতের মুযাফ্ফর নগর জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বংশগত দিক থেকে হযরত উসমান র. এর বংশধর। মতান্তরে হযরত উমর এর বংশধর এবং তাঁর মাতা ইমাম মূসা কাযীমের বংশধর।

Free © www.eilmweb.com

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

জন্মের পূর্বে পিতামাতা ও মুরুব্বীগণ তাঁর সম্পর্কে বহু শুভ সংবাদ জ্ঞাপক স্বপ্ন দেখেছেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য মকতবে পাঠানো হয়। সাত বছরে বয়সে উপনীত হলে শ্রদ্ধেয় পিতা নামায, রোযা শুরু করান। ঐ বছরই খতনার কাজ সমাপ্ত হয়। একই বছর হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। তিনি দশম বছরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই শরহে জামী কিতাব পড়ে ফেলেন। তখন থেকেই তাঁর নিজে নিজে অধ্যয়নের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। পনের বছর বয়সে পিতার হাতে বাইয়াত হন। এই বছরই বায়যাবী শরীফ অধ্যয়নের মাধ্যমে সেকালের প্রচলিত সিলেবাস অনুসারে তার শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

এরপর তিনি ছয় বছর মাদরাসায়ে রাহীমিয়াতে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ছয় বছর শিক্ষকতার পর মদীনায় গিয়ে হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রি হাসিল করেন। এ ছাড়াও তিনি তৎকালীন যুগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে যুক্তি বিদ্যা, তত্ত্বদর্শন, ইলম বির রিওয়ায়াহ এর উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীসের সনদ লাভ করার করার পর উসতাদ তাঁর সনদে লিখে দেন هو يسند مني اللفظ وانا اصحح منه المعنى (সে {শাহ ওয়ালী উল্লাহ} আমার থেকে হাদীসের সনদ নিয়েছে আর আমি তার থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝেছি)

উস্তাদগণের তালিকা

তাঁর উল্লেখযোগ্য উসতাদগণের মধ্যে রয়েছে :

* স্বীয় পিতা আব্দুর রহীম র.।
* শয়খ ইবরাহীম আল কুরদী র.।
* শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল কুশাশী র.।

শিষ্যদের তালিকা

তিনি অসংখ্য লোকদের শিক্ষা দান করেছেন। তার মধ্য হতে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

* শাহ আব্দুল আযীয র.।
* শাহ মুহাম্মদ ইসহাক র.।
* সাইয়িদ আহমদ শহীদ র.।
* শাহ ইসমাইল শহীদ র.।

Free @ www.eilm.weebly.com

রচনাবলী

বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁর রচনা দুইশতেরও বেশী। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, রাষ্ট্রনীতি, তাসাউফসহ অনেক বিষয়েই তাঁর অবদান রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি রচনার নাম উল্লেখ করা হল।

* الفوز الكبير (আল ফাউযুল কাবীর)।

* حجة الله البالغة (হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ)।

* الدرر الثمين فى مبشرات النبى الامين (আদদুরাররুস সামীন ফী মুবাশ্শারাতিন নাবিয়্যিল আমীন)।

* ازالة الخفاء (ইযালাতুল খিফা)।

* فتح الرحمن فى ترجمة القران (ফতহুর রহমান ফী তরজামাতিল কুরআন)।

* النوادر من احاديث سيد الاوائل والاواخر (আন্নাওয়াদির মিন আহাদীসিল আওয়ায়িলি ওয়াল আওয়াখির)।

* التفهيمات الالهية (আত্তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ)।

ইনতিকাল

১১৭৬ হিজরী সনের ২৯ মহররম যুহর নামাযের সময় ৬১ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হিদায়া গ্রন্থকার

বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র.

ভূমিকা

যুগের চাকায় আবর্তিত পৃথিবী। যুগের বিবর্তনে পরিবর্তন হয় মানব জাতি। পাল্টে যায় চিন্তা-চেতনা। বুঝতে চায় নিজ অনুভূতিতে। সকল অনুভূতি যেহেতু শত পার্সেন্ট সঠিক নয়, তাই প্রয়োজন হয় বিশুদ্ধ চিন্তাধারার। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেন যুগে যুগে সত্যের নাবিকগণকে। ফিক্হ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়া এর গ্রন্থকার আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র. তাদেরই একজন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আলী।

উপনাম : আবুল হাসান।

উপাধি : বুরহান উদ্দীন।

পিতার নাম : আবূ বকর।

বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ :

ابو الحسن علی بن ابو بکر ابن عبد الجلیل ابن خلیل

তিনি হযরত আবূ বকর রা. এর বংশধর ছিলেন। (اشرف الهداية)

আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র. ৮ রজব সোমবার, আসর নামাযের পর ৫১১ হি. সনে মুরগিনান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

Free @www.eilm.weebly.com

শিক্ষাজীবন

এই মহান ব্যক্তি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন নিজ গ্রাম মুরগিনানে-ই আরম্ভ করেন। ছোট বেলা থেকেই ছিল তাঁর ইলমের প্রতি বিশেষ অনুরাগ। ইলম সম্পর্কিত কোন কিছু শুনার সাথে সাথেই তা মুখস্থ করে নিতেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন আপন নানাজানের কাছ থেকে। এ ছাড়াও তিনি বহুসংখ্যক খ্যাতনামা ফকীহ ও মুহাদ্দিস থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইলম হাসিল করেন।

উস্‌তাদগণের তালিকা

তাঁর উস্‌তাদগণের সংখ্যা অনেক। বিশেষ কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ :

* মুফতিউস সাকালাইন নাজমুদ্দীন আবূ হাফস উমর আন্নাসাফী র.। যিনি ইলমে আকাইদের বিখ্যাত গ্রন্থ আকাইদে নাসাফিয়্যার প্রণেতা।
* ইমাম সদরুশ শহীদ হিসামুদ্দীন উমর ইবনে আব্দুল আযীয র.।
* ইমাম যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন র.।
* ইমাম কিওয়াম উদ্দীন আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ আল-বুখারী র.।
* আবুল লায়স আহমদ ইবনে উমর র.।
* আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান র.।
* মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে মাসউদ র.।
* উসমান ইবনে ইবরাহীম র.।
* শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন র.।
* মিনহাজুশ শরীআহ মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন র. প্রমুখ।

মনিষীদের দৃষ্টিতে

"জাওয়াহিরে মুযিয়্যাহ" গ্রন্থকার হিদায়া গ্রন্থকারের প্রশংসায় বলেন,

كان اماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاهدا ورعا بارعا فاضلا ماهرا اصوليا ادبيا شاعرا لم تر العيون مثله فى العلم والادب :

আব্দুল কাদির কুরাশী র. বলেন,

اقر له اهل مصره بالفضل والتقدم

এ ছাড়াও তাঁর সমসাময়িক ইমাম ফখরুদ্দীন কাযীখান র., আল্লামা মাহমূদ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল আযীয র., শায়খ যাইনুদ্দীন আবূ নসর

Free © www.e-ilm.weebly.com

আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর আতবী র. এবং মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ বুখারীসহ অনেকেই হিদায়া গ্রন্থকারের প্রশংসা করেছেন।

শিষ্যদের তালিকা

আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র. থেকে যারা ইলম হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দীন র.।

শায়খুল ইসলাম ইমামুদ্দীন র.।

ক্বাযিউল কুযাত মুহাম্মাদ ইবনে আলী র.।

শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সাত্তার কুরদী র. প্রমূখ।

ইন্তিকাল

আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র. ৫৯৩ হিজরী মতান্তরে ৫৯৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন এবং সমরকন্দে তাঁকে দাফন করা হয়।

রচনাবলী

আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র. অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করে গেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,

مجموع النوازل (মাজমূউন নাওয়াযিল)।

منتقى (মুনতাকা)।

تجنيس (তাজনীস)।

مزيد (মাযীদ)।

مناسك الحج (মানাসিকুল হজ্ব)।

نشر المذهب (নাশরুল মাযহাব)।

كتاب الفرائض (কিতাবুল ফারায়িয)।

مختارات النوازل (মুখতারাতুন নাওয়াযিল)।

بداية المبتدى (বিদায়াতুল মুবতাদী)।

كفاية المنتهى (কিফায়াতুল মুনতাহী)।

الهداية (হিদায়া)। (فتاوى ومسائل)

Free © www.eilm.weebly.com

হিদায়া গ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদা

হিদায়া গ্রন্থটি আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র. এর অনবদ্য একটি গ্রন্থ। যা ফিকহ জগতে বিশেষ করে ফিকহে হানাফীর পরিমণ্ডলে একটি মৌলিক কিতাব। যাকে ফিকহে হানাফীর বিশ্বকোষ বলা হয়। বস্তুতঃ এ গ্রন্থটি সুদীর্ঘ আট শতাব্দী পর্যন্ত ফিকহ জগতে হানাফী মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এমনকি পাক-ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসন আমলেও বিচার বিভাগে হিদায়া গ্রন্থটিকে সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিদায়া গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ খুব গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাঠ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। এ গ্রন্থটির যত ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে তা অন্য কোন ফিকহী গ্রন্থের হয়নি। (فتاوى ومسائل)

আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী র. নিজেই বলেন, তিনি ফিকহ বিষয়ে একটি কিতাব লেখার ইচ্ছা করেন। ইতিমধ্যে কুদূরী ও জামে সগীর গ্রন্থদ্বয় তাঁর হাতে আসে। তিনি জামে সগীরের পন্থাবলম্বনে বিদায়াতুল মুবতাদী নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। পরে এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে কিফায়াতুল মুনতাহী নামক গ্রন্থটি রচনা করেন প্রায় ৮০ ভলিউমে। মিফতাহুস সা'আদাহ গ্রন্থকার বলেন, কিফায়াতুল মুনতাহী নামক গ্রন্থটি অধিক বড় হয়ে যাওয়ায় আল্লামা মুরগিনানী র. একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব লেখার ইচ্ছা করেন। এরপর তিনি হিদায়া নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। ৫৭৩ হিজরী সনে গ্রন্থটির রচনা কাজ শুরু করেন এবং ১৩ বছরে লেখা শেষ করেন।

হিদায়া সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র. বলেন, আমাকে যদি ফাতহুল কাদীরের মত গ্রন্থ রচনা করতে বলা হয়, তাহলে তা আমার পক্ষে সম্ভব হবে, কিন্তু আমাকে যদি হিদায়ার মত গ্রন্থ রচনা করতে বলা হয় তাহলে তা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। (حياة المصنفين)

মুহাম্মদ আবু বকর সোহেল
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুন্তাখাবুল হুসামী গ্রন্থকার

আবূ আব্দুল্লাহ হুসামী র.

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : মুহাম্মদ।

কুনিয়াত : আবু আব্দুল্লাহ।

উপাধি: হুসাম উদ্দীন।

পিতার নাম : মুহাম্মাদ।

দাদার নাম : উমর।

তিনি তৎকালীন যুগের একজন খ্যাতনামা আলেম এবং ইলমে উসূলে ফিকহের বড় পণ্ডিত ছিলেন ।

জন্ম

তাঁর জন্ম সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর অনেক ছাত্র রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য দু'জন হলেন,

- মুহাম্মদ ইবনে উমর র.।
- মুহাম্মদ ইবনে বুখারী র. প্রমুখ।

Free @ www.eilm.weebly.com

ইন্তিকাল

৬৪৪ হি .এর ২২ কিংবা ২৩ জিলকদ তিনি মৃত্যু বরণ করেন । কাযী খানের কাছে কযাত নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

রচনাবলী

মুনতাখাবুল হুসামী। উসূলে ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের অন্যতম একটি হলো হুসামী । এ কিতাব টি তাঁর ই লিখিত । তা ছাড়া তিনি ইমাম গাযালী র. লিখিত মানহুল এর জবাবে ছয় অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ একটি কিতাব লিখেন। যাতে ইমাম গাযালী র. এর প্রতিটি দলীলকে পৃথক পৃথক ভাবে খন্ডন করেছেন। সেখানে তিনি ইমাম আযম র. বিশেষ বিশেষ গুনাবলীও লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল ওয়াফী শরহে মুন্তাখাব হুসামী ,আত তাহকীক শরহে মুন্তখাব কিতাব গুলোও তাঁর লিখিত ।

ইকবাল করীম আশরাফ

তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুসাল্লামুস সুবূত রচয়িতা

মুহিব্বুল্লাহ বিহারী র.

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ইতিহাস হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পৃথিবীর এ অংশে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য অগণিত মহামানব ও মনীষীগণ। এ দেশ লাখো ওলী আওলিয়ার দেশ। লাখো মনীষীর পদধুলীতে ধন্য হয়েছে এখানকার মাটি ও মানুষ। যেখানে জন্ম নিয়েছেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ আব্দুল আযীয, কাসিম নানতুবী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, আশরাফ আলী থানভী, আনোয়ার শাহ কাশ্মেরী এবং হুসাইন আহমদ মাদানী র. এর মত মহামনীষীগণ। এ ধারারই একজন আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী র.। বক্ষমান নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

জন্ম ও পরিচয়

নাম : মুহিব্বুল্লাহ ।

উপাধি: কাযী ।

পিতা : আব্দুশ শাকূর।

বিহারের অধিবাসী ছিলেন বিধায় তাঁকে বিহারী বলা হয়। তিনি বিহারের মুহিব আলী পুর জিলায় একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর জন্ম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য মেলেনি।

Free@www.eilm.weebly.com

বাল্যকাল

বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর আচার ব্যবহার অন্যান্যদের থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। খোদাভীরুতা ও তাকওয়া পরহেযগারী তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হত। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন দীনী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী।

জ্ঞানার্জন

তিনি অল্প বয়সেই পড়াশোনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি ইউরোপের দিকে গমন করেন। সেখানে শীর্ষস্থানীয় উলামায়েকিরামের মধ্য থেকে শায়খ কুতুবুদ্দীন ইবন আব্দুল হালীম র., আল্লামা সাহালোহী র. এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর আল্লামা শয়খ কুতুবুদ্দীন হুসাইনী র. এর দরবারে গমন করেন।

মাওলানা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী " আযাদনামা" গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী র. তাকমীলাতের ক্লাসসমূহ শেষ করার পর মোল্লা আবুল ওয়ায়েয ইবনে কাযী সদরুদ্দীনের দরসে বসার আশা পোষণ করতেন। কিন্ত সময় সংকীর্ণতার দরুণ তিনি তাঁর দরবারে না গিয়ে সাহেলী গমন করেন এবং মোল্লা ইবনে শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কর্মজীবন

কাযী মুহিব্বুল্লাহ বিহারী র. যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই দীনী ভাবে সম্মানিত হওয়ার পাশাপাশি পার্থিব যথাযোগ্য মর্যাদাও লাভ করেছেন।

তিনি শিক্ষা সমাপণ তথা উলূম ও ফূনূন হাসীলের পর দাকান (دکن) অভিমুখে যান। সেখানে বাদশা আলমগীরের পক্ষ থেকে তাঁকে কাযীর পদে বসানো হয়। কিছুদিন সে পদে থেকে অব্যহতি দিয়ে পুনরায় চলে আসেন দাকানে। অতপর তিনি হায়দারাবাদে কাযীর পদে নিয়োগ লাভ করেন। বিশেষ কারণ বশত: এখান থেকেও তিনি অব্যহতি নেন। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি প্রধান কাযী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

মনীষীগণের দৃষ্টিতে

ভারতবর্ষের অন্যতম মোঘল সম্রাট ও মুসলিম জাতির গৌরব বাদশাহ আলমগীর র. এর কন্যা জেবুন্নেসা (যিনি বড় আলেমা ও খোদাভীরু রমনী

ছিলেন) আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহরী র. সম্পর্কে বলেন, তিনি পরবর্তী সময়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চাল চলন আচার ব্যবহার ও কথাবার্তার ধরণ ছিল পূর্ববর্তী মনীষীগণেরন্যায় উচ্চ পর্যায়ের। মা'সিরুল কিরামের গ্রন্থ প্রণেতা তাঁর সম্পর্কে উক্তি পেশ করে বলেন, তিনি হলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের সমুদ্র এবং আকাশে উদিত অসংখ্য তারকারাজির মাঝে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়।

Free @ www.eilm.weebly.com

শিষ্যগণের তালিকা

তাঁর ছাত্র সংখ্যা কত তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে যাফারুল মুহাসসিলীন গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে বাদশাহ আলমগীরের নাতী রাফীউল কদর ছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য।

ইনতিকাল

এই মহামানব ১১১৯ হিজরী সনে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন ॥

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ হাসান ফয়সাল
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আকীদাতুত তাহাবী গ্রন্থকার

আবূ জা'ফর আহমদ তাহাবী র.

প্রারম্ভিকা

বর্তমান মুসলিম জাহানের শিক্ষিত সমাজকে ইমাম তাহাবী র. সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর জীবন এতটাই বিস্তৃত ও বর্ণীল ছিল যে, অনেকেই তাঁর জীবনীর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ৩য় শতকের খ্যাতনামা মনীষীগণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম তাহাবী র.। ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ছিল সামন পাণ্ডিত্য। তিনি ইসলামী আলমের একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে ছিল ব্যতিক্রমি বৈশিষ্ট্য। হানাফী মতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও সকল মযহাবের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। এ জন্যেই তাঁকে মাযহাব চতুষ্টয়ের বিশ্বকোষ বলা হয়। আর হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার খেতাব পেয়েছেন শীর্ষ স্থানীয় উলামাগণের পক্ষ থেকে। ২য় ও ৩য় শতক ছিল ইলমে ফিকহ ও ইলমে হাদীস চর্চার স্বর্ণ যুগ। এই দুই শতকে আল্লাহ তা'আলা এমন অনেক মহামনীষীকে এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন বিস্ময়কর প্রতিভা দিয়ে। এদেরই একজন ইমাম তাহাবী র.। তিনি যে সময়কালে পৃথিবীতে এসেছেন সে সময়ে ফিকহশাস্ত্র অনেকটা পূর্ণতা পেয়েছিল। তৎকালীন উলামায়ে কিরাম বিশেষতই হাদীস সংকলনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ইমাম আহমদ র., ইমাম বুখারী র., ইমাম মুসলিম র., ইমাম আবূ দাঊদ র., ইমাম নাসাঈ র. এবং ইমাম ইবনে মাজাহ র.-এর মত খ্যাতনামা মনীষীদের। বিশেষ করে ইলমে

হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। শরহু মা'আনিল আসার তার জ্বলন্ত সাক্ষী। এ ছাড়াও আকীদাতুত তাহাবী তাঁর অনবদ্য কীর্তি। এতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আদের আকীদাসমূহ সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও যুগোপযুগী করে তুলে ধরা হয়েছে এবং বাতিল সম্প্রদায়গুলোর বক্তব্যের জবাব সুক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে। ফলে পাঠক সমাজে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বহুদিন যাবত মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিশ্বের খ্যাতনামা বড় বড় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্য তালিকায় তার অর্ন্তভুক্তিই এর সাক্ষ্য বহন করে। এ ছাড়াও ইমাম তাহাবী র. এর আরো অনেক রচনাবলী বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

Free © www.eilm.weebly.com

নাম ও বংশ

নাম : আহমদ।

উপনাম : আবূ জা'ফর।

পিতার নাম : মুহাম্মদ।

বংশ তালিকা নিম্নরূপ

ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمة بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن الحرب الازدى الحجرى المصرى الطحاوى

ইয়ামানের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম আযদ। এর একটি শাখার নাম হল হাজর। আযদ এর অপর এক শাখা থেকে পার্থক্য করার জন্য বলা হয় 'আযদে হাজর'। এই শাখার সাথেই ইমাম তাহাবী র. সম্পর্কিত। নীল নদের তীরে অবস্থিত 'তাহা' নামক স্থানে তিনি বসবাস করতেন। এ জন্য তাঁকে তাহাবীও বলা হয়। আর এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত।

জন্ম

ইমাম তাহবী র. ১১ রবীউল আউয়াল রবিবার রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে ইউনুস এর সূত্রে ইতিহাসবিদ ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, ইমাম তাহাবী র. এর জন্ম ২২৯ হিজরী। মিশরীয় ব্যক্তিদের নিকট ইবনে ইউনুসের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত। ইবনে নুকতা র.ও এই সনের

Free@www.e-ilm.weebly.com

কথাই উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আব্দুল কাদির কুরাশী র. الجواهر المضيئه গ্রন্থে এবং আল্লামা ইয়াকূত হামাবী র. معجم البلدان গ্রন্থে ইমাম তাহাবীর. এর আলোচনায় ইবনে ইউনুসের বর্ণনাই গ্রহণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী র. المنتظم গ্রন্থে, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী لسان الميزان গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূতী র. حسن المحاضرة ও ইবনে ইউনুসের সূত্রে ইমাম তাহাবীর. এর এই জন্ম তারিখটিই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তাহবী র. এর জন্ম তারিখ নিয়ে আরো তিনটি মত পাওয়া যায়। কিন্তু চুলচেরা বিশ্লেষণে কোনটিই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

শিক্ষাজীবন

তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভাবান বালক ইমাম তাহাবী র. স্বীয় এলাকায় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মামা জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস স্বনামধন্য মুফাসসির ইমাম শাফেয়ী র. এর অন্যতম ছাত্র ইমাম ইসমাঈল মুযানী র. থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। মামা শাফি'ঈ মতাবলম্বী হওয়ার কারণে ইমাম তাহাবী র. এর শৈশবকালের শিক্ষা জীবন থেকেই শাফে'ঈ মাযহাব মতে গড়ে উঠেন। তবে পরবর্তীতে শাফে'ঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। তিনি আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আমরূসের নিকট কুরআন মজীদ হিফয করেন। ইমাম আহমদ ইবনে আবী ইমরান, জা'ফর ইবনে আবূ ইমরান, কাযী আব্দুল হামীদ ইবনে জা'ফর, কাযী বাকার ইবনে কুতাইবা ও আবূ আযীমসহ প্রমূখ মনীষীগণের নিকট তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ, যুক্তি বিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

উসতাদগণের তালিকা

ইমাম তাহাবী র. এর উসতাদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর যে সকল উসতাদের সূত্রে তিনি শরহু মাআনিল আসার গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাই ১১৪ জন। এর দ্বারাই অনুমান করা যায়, তাঁর উসতাদের প্রকৃত সংখ্যা কত। নিম্নে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল।

Free © www.eilm.weebly.com

* হারূন ইবনে সাঈদ আইলী র.।
* রবী' ইবনে সুলাইমান জিযী র.।
* আবূ ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী র.।
* ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা সাদাফী মিসরী র.।
* আলী ইবনে মা'বাদ ইবনে নূহ র.।
* ঈসা ইবনে ইবরাহীম গাফিকী র.।
* সুলাইমান ইবনে শুআইব কায়সানী র.।
* আবূ কোবরা মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ রুআইনী র.।
* মালিক ইবনে আব্দুল্লাহ তুজাইবী র.।
* ইবরাহীম ইবনে মারযূক র.।

শিক্ষা সফরে ইমাম তাহাবী র.

ইমাম তাহাবী র. তদানীন্তনকালে মিশরের সর্বাপেক্ষা বড় আলিম ও বিশিষ্ট হাদীস বিশারদগণের নিকট জ্ঞান অর্জন করার পর উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে ২৬৮ হিজরীতে তৎকালীন শাম (বর্তমানে সিরিয়া, জর্দান ও তুরস্কের বৃহৎ অংশ) চলে আসেন। জেরুযালেম, গাজা এবং আসকালানসহ বিভিন্ন শহর সফর করে সেখনকার উলামায়ে কিরামের নিকট থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ২৬৯ হিজরীতে দেশে ফিরেন। উল্লেখ্য যে, মিশর ও শাম ব্যতীত অন্যান্য দেশ যেমন ইয়ামান, বসরা, হিজায, কূফা ও খুরাসান ইত্যাদি দেশের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের কাছেও তিনি ইলমে দীন শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ইমাম তাহাবী র. এর মাযহাব পরিবর্তন

বিশ বৎসর বয়সে ইমাম তাহাবীর. শাফেঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। তাঁর এই মাযহাব পরিবর্তনের কারণ কী ? এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।

তবে অধিকতম বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, ইমাম তাহাবী র. প্রথমত তাঁর মামা মুযানী র. এর নিকট শাফে'ঈ মাযহাবের শিক্ষা গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর হানাফী মাযহাবের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরিশেষে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়ে যান। তাঁর মামা ইমাম শাফেঈ র. এর

একজন বিশিষ্ট ছাত্র এবং অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও আপন ভাগিনার ইলমী পিপাসা নিবারণ করতে পারছিলেন না। ফিকহের ময়দানে তাহাবী র. এর কদম যতই আগে বাড়ছিল, উসূল ও মূলনীতির পটভূমি এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের সমাধান উদঘাটনের ক্ষেত্রে ততই তিনি দ্বিধাদ্বন্দে ভুগছিলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসা নিবৃত করা মামার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এ পরিস্থিতিতে ইমাম তাহাবী র. খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তাঁর মামা মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের সমাধানের ক্ষেত্রে ফিকহে হানাফীন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে থাকেন এবং সে আলোকে সমাধান প্রদান করেন। এই রহস্য উদ্ঘাটন হওয়ার পর ইমাম তাহাবী র. সরাসরি ফিকহে হানাফী অধ্যয়ন করতে শুরু করেন এবং তিনি নিজেই বলেন, আমার মামাকে সর্বদা হানাফী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে দেখে আমিও অধিক পরিমাণে হানাফী রচনাবলী অধ্যয়ন করতে শুরু করি। তখন আমি বুঝতে পারি যে, তুলনামূলক ভাবে শাফি'ঈ মাযহাবের দলীল প্রমাণের চেয়ে হানাফী মাযহাবের দলীল প্রমাণ অনেক বেশী শক্তিশালী ও অকাট্য। ফলে তা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। মামা যখন জানতে পারলেন ভাগিনা পরম উৎসাহে ফিকহে হানাফী অধ্যয়ন করছে তখন তাঁর প্রতি রুষ্ট হন এবং বলেন, والله لا يجيئ منك شئ আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা কোন কাজই হবে না। এরপর তিনি মামার সঙ্গ ত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম কাযী আহমদ ইবনে আবী ইমরান বাগদাদীর নিকট গভীরভাবে ফিকহে হানাফী অর্জন করতে শুরু করেন। কাযী সাহেবের ফিকহী হানীফীতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কাযীর দায়িত্বে আসীন হয়ে ইরাক থেকে মিশর এসেছিলেন। পরিশেষে ইমাম সাহেব র. ফিকহে হানাফীর প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হন এবং শাফিঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাব এর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হয়ে যান। এ বিষয়ে আল্লামা যাহিদ কাওসারী র. আল-হাবী গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মাযহাব পরিবর্তনে অসত্য বিবরণ ও তার অসারতা

ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ আশশুরুতী র. বলেন, আমি ইমাম তাহাবী র. থেকে এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাবে বলেন, আমার মামা আবূ ইবরাহীম ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযানী র. হানাফী মাযহাবের অনেক কিতাব মুতালা'আ করতেন এবং তার থেকে অনেক অনেক ফায়দা হাসিল করতেন। সুতরাং আমার ভিতরেও হানাফী

Free@www.eqbalweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাযহাবের কিতাব মুতালা'আ করার আগ্রহ সৃষ্টি হল। আর এই মুতালা'আ আমার ভিতর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে আমি আবূ হানীফা র.এর মাযহাব গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় কারণ হল এই যে, কাযী বাক্কার ইবন উতবাহ আল-হানাফী র. ইমাম মুযানী র. এর তানকীদ বা সমালোচনা করেন। আর ইমাম তাহাবী র. এই সমালোচনাগুলো অধ্যয়ন করেন এবং এতে খুবই প্রভাবান্বিত হন। আর এই প্রভাবই হানাফী মাযহাবের দিকে পরিবর্তনের কারণ হয়ে যায়।

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী র. তাঁর কিতাব আল-লিসান এর মধ্যে আরো একটি কারণ উল্লেখ করেন। তা হল, ইমাম মুযানী র. ইমাম তাহাবী র. এর সামনে একটি সুক্ষ্ম মাসআলাকে বার বার আলোচনা করতে ছিলেন। কিন্তু এতবার বলার পরও ইমাম তাহাবী র. এর তা বুঝে আসে না। এতে ইমাম মুযানী র. খুব রাগ করেন। আর ইমাম তাহাবী র. কে খুব ভর্ৎসনা করেন। এতে ইমাম তাহাবীর. মনক্ষুণ্ন হন। এর পরই তিনি মুযানীর মাযহাব ত্যাগ করেন এবং মিশরের প্রধান কাযী আহমদ এর নিকট চলে যান। অতঃপর হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। প্রথম বিবরণটি যেহেতু স্বয়ং ইমাম তাহাবী র. থেকে বর্নিত। তাই তা গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবরণ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয় নয়। কারণ, হাফিয যাহাবী র. উল্লেখ করেন যে, আহমদ বিন আবূ ইমরান কাযী বাক্কার-এর মৃত্যুর পর কাযীর দায়িত্ব নেন। আর কাযী বাক্কার এর মৃত্যু ২৭০ হিজরীতে হয়। আর মুযানী র. এর মৃত্যু ২৭০ হিজরীর পূর্বেই ২৬৪ হিজরীতে হয়েছে। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, ইমাম তাহাবীর. ইমাম মুযানীর ভর্ৎসনা শুনে মিশরের কাযী বাক্কার-এর নিকট চলে গেলেন। এটা ভুল হওয়ার আরেকটি কারণ হল এই যে, ইমাম তাহাবী র. অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, একটি মাসআলাকে বার বার বুঝানোর পরও তিনি বুঝতে পারেন না। এছাড়াও ইমাম মুযানী র. ছিলেন ইমাম তাহাবীর. এর মামা। তিনি তার ভাগ্নের উপর অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। এছাড়াও ইমাম তাহাবী র. এর মাযহাব পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভিত্তিহীন কাহিনী ও মিথ্যা অপবাদমূলক বক্তব্য পাওয়া যায়। যার কোন প্রকার নির্ভরযোগ্য দলীল ও প্রমাণ নেই। সুতরাং কিছুতেই সেগুলো যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

Free © www.eilm.weebly.com

শিষ্যবৃন্দের তালিকা

ইমাম তাহাবী র. শুধু একজন মুহাদ্দিসই ছিলেন না বরং তিনি একজন যুগ শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর সু-খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। তাঁর ইলমী মজলিসে হাজারও ছাত্রের সমাগম ছিল। তাই তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের সংখ্যাও অনেক । এমনি যুগ বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

* হাফিয আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহমদ তাবারানী র.।
*হাফেয আবূ সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে ইউনুস মিশরী ।
* হাফিয আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর বাগদাদী র.।
* ইমাম তাহাবীর. -এর পুত্র হাফেয আলী ইবনে আহমদ মিশরী র.।
* মাসলামা ইবনে কাসেম কুরতুবী র.।
* মায়মুন বিন হামযাহ র. প্রমুখ।

কর্মজীবন

ইমাম তাহাবী র. ছাত্র জীবন শেষে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পুরো মন মানসিকতা এই শিক্ষকতার পিছনে ঢেলে দেন। তাই তো সকলের নিকট তিনি একজন সফল শিক্ষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ইলমী মজলিসে দূর দূরান্ত হতে হাজার হাজার ইলম পিপাসু ছাত্রদের আগমন ও তাঁর নিজ হাতে গড়া যুগ বিখ্যাত ও খ্যাতিমান ছাত্রদের দ্বারা তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এই শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনায়ও মনোনিবেশ করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে করেছেন ব্যাপক উপকৃত। এর দ্বারাই বুঝা যায়, তাঁর কর্মময় জীবনের পরিধি অনেক বিশাল ছিল।

মনীষীগণের দৃষ্টিতে

মানুষ যখন বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে যায়, তখন তার অনেক সমালোচনাকারীও জন্ম লাভ করে। যারা বিভিন্নভাবে তার সমালোচনা করতে থাকে। সেই সাথে যারা ব্যক্তিত্বে অনেক বড় হয়ে উঠে, তাঁদের সমকালে এমন একদল লোকও সমাজে পরিদৃষ্ট হয়, যারা তার প্রতি হিংসা পোষণ করে দগ্ধ হতে থাকে। ইমাম তাহাবী র.-এর বেলায়ও এমনটি

Free © www.eilm.weebly.com

ঘটেছিল। তবে তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী যুগের অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত উলামায়ে কিরাম সর্বদা তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করেছেন। নমুনা হিসাবে কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা হল :

* আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন, ইমাম তাহাবী র. নির্ভরযোগ্যতা, দিয়ানতদারী, আমানতদারী এবং হাদীস ও হাদীসের সনদের ত্রুটি ও নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন বলে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। তারপরে আর এই স্থান কেউ পূর্ণ করতে পারেননি।

* ইবনে ইউনুস র. বলেন, ইমাম তাহাবী র. নির্ভরশীল, আস্থাযোগ্য ও সমঝদার ফকীহ ছিলেন, তারপর তাঁর মতো আর কেউ আসেনি।

* ইবনে আব্দুল বার মালিকী র. বলেছেন, ইমাম তাহাবী র. হানাফী মাসলাক হওয়া সত্ত্বেও সকল ফিকহী মাসলাক সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন।

* আবুল মাহাসিন আননজূমুয যারিয়াহ গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম তাহাবী র. ফিকহ, হাদীস, ইখতিলাফে উলামা, ফিকহী আহকাম, ভাষা ও ব্যাকরণে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। বহু উত্তম রচনা তাঁর ইলমী কীর্তি। তিনি হানাফী মাযাহাবের মর্যাদাসম্পন্ন একজন ফকীহ ছিলেন।

* আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসা বাণী বর্ণনা করার পর লিখেছেন, ইমাম তাবারানী, আবূ বকর খতীব, আবূ আব্দুল্লাহ হুসাইনী ও হাফিয ইবনে আসাকির প্রমুখ পূর্ববর্তীগণ ইমাম তাহাবী র. এর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

* ইমাম সাহেবের সে সব সংকলিক গ্রন্থ থেকেও এই কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যে গুলো তিনি উলূমে আকলিয়া ও নকলিয়ার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর হাদীসের রিজাল সম্পর্কে জ্ঞান ও উসতাদের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্যকার বিবেচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, নির্ভরশীলতা ও আস্থাযোগ্যতা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. প্রমুখ সিহাহ ও সুনানের সংকলকদের সমপর্যায়ের ছিল।

* আল্লামা মুহাম্মদ যাহিদ কাওসারী র. বলেন, ইমাম সাহেব র. ফিকহের বিশিষ্ট মুজতাহিদের অর্ন্তভুক্ত। তিনি রেওয়ায়েত ও দিরায়েত উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত উপকারী অনেক কিতাব অনবদ্য কীর্তি হিসাবে রেখে

Free © www.eilm.weebly.com

গেছেন। তাঁর একই সময়ে এমন দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যার তুলনা সে সময়ের উলামায়ে কিরামের কাফেলায় সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না।

* ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেন, ইমাম তাহাবী র. ছিলেন হানাফী মাযহাব সম্পর্কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। শুধু তাই নয় বরং তিনি সকল মাযহাব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি শারহু মাআনিল আসারে ইমাম শাফি'ঈ থেকে এক ওয়াসেতায়, ইমাম মালিক থেকে দুই ওয়াসেতায়, ইমাম আযম থেকে তিন ওয়াসেতায় এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে এক ওয়াসেতায় হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

(মাআরিফুস সুনান, খ. ১, পৃ. ১১৪)

* আল্লামা কাশ্মীরী র. বলেন, তিনি ছিলেন মুজতাহিদ। আর ইবনুল আসীর জাযারীর মত অনুসারে তিনি মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি হাদীসের বিশ্লেষণ, যথাযথ তাৎপর্য উন্মোচন, জটিল বিষয়ের সমাধান এবং গবেষণা ও পর্যালোচনা বিচারে মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি তাঁর অভিনব বর্ণনা ভঙ্গির নিজেই উদ্ভাবক। কেননা, তাঁর পূর্বে মুহাদ্দিসীনেকিরাম শুধু হাদীসের রেওয়ায়াতের বর্ণনা করতেন। হাদীস নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করতেন না।

* আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী র. বলেন, ইমাম তাহাবী র. এর উচ্চ মর্যাদা স্মৃতিশক্তি, রিজাল শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা, ইলমে হাদীসে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং ফুকাহায়ে উম্মত এর মাযহাব সংক্রান্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান নিয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। চার মাযহাব সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা, মাসআলার তাহকীক, শরী'আতের গভীর জ্ঞান ও সুক্ষ্ম প্রমাণাদি জানা ইত্যকার বিষয়ে তাঁর মুকাবিলা করার মত আর কেই নেই।

(মাআরিফুস সুনান, খ.১, পৃ.১১৫)

* আল্লামা ইবরাহীম বিলয়াভী র. বলতেন, ইমাম তাহাবী র. তো হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার ছিলেন।

রচনাবলী

অধিক উপকারী, চতুর্মুখী ও গবেষণার ফসল হিসাবে ইমাম তাহাবী র. এর রচনাবলী এক সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। উলামায়ে উম্মত সর্বদা এগুলোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত কিতাবসমূহ এই :

شرح معانى الآثار (শরহু মা'আনিল আসার)।

بيان مشكل القرآن (বায়ানু মুশকিলিল কুরআন)।

عقيدة الطحاوى (আকীদাতুত তাহাভী)।

نقض كتاب المدلسين (নাকযু কিতাবিল মুদাল্লিসীন)।

التسوية بين حدثنا وأخبرنا (আততাসবিয়াতু বায়না হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা)।

اختلاف العلماء (ইখতিলাফুল উলামা)।

احكام القرآن (আহকামুল কুরআন)। ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম তাহাবী র. এর সমকাল

তাঁর সমকাল ছিল ইতিহাসের এক সোনালী যুগ। ইলমে ফিকহ ও ইলমে হাদীসের যুগবিখ্যাত মনীষীগণ তখন জীবিত ছিলেন। ইমাম বুখারীর ওফাত হয় ২৫৬ হিজরীতে। সে সময় ইমাম তাহাবীর বয়স ছিল ১৭ বছর। ইমাম মুসলিম এর ওফাত ২৬১ হিজরীতে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। ইমাম আবূ দাঊদের ওফাত হয় ২৭৫ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর। ইমাম নাসাঈর ওফাত হয় ৩০৩ হিজরী সনে। তখন ইমাম সাহেব এর বয়স ছিল ৬৪ বছর। ইমাম ইবনে মাজার ওফাত হয় ২৭৩ হিজরীতে তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। ইমাম তিরমিযীর ওফাত হয় হিজরী ২৭৯ সনে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর ওফাত হয় ২৪১ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল দুই বছর। ইমাম দারামীর ওফাত হয় ২৫৫ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। ইমাম ইবনে খুযায়মার ওফাত হয় ৩১১ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। তিনি ইমাম মুসলিম ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনে মাজার সঙ্গে প্রায় ত্রিশজন উস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে শরীক রয়েছেন। (মা'আনিল আসার : খ.১, পৃ. ১২২)

মর্যাদা ও ইলমী মাকাম

হাদীস মুখস্থ করার সাথে সাথে ফিকহ ও ইজতিহাদেও তাঁর স্থান অনেক ওপরে ছিল। তাঁকে অতি উঁচু পর্যায়ের মুজতাহিদগণের মধ্যে ধরা হয়। শাহ আব্দুল আযীয র. বলেন, ইমাম তাহাবী র. এর রচনাবলী দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন মুজতাহিদে মুনতাসিব ছিলেন। শুধুমাত্র

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম আবূ হানীফা র. এর মুকাল্লিদ-ই ছিলেন না; বরং অনেক মাসআলার মধ্যে তিনি ইমাম আবূ হানীফা র. এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ কারণে মাওলানা আব্দুল হাই র. তাঁকে ইমাম আবূ ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মাদ র. এর স্তরে গণনা করেছেন এবং আরো বলেন, ইমাম তাহাবী র. এর মর্যাদা এই দুই ইমাম এর চেয়ে কম নয়।

তত্ত্বকথা

ইমাম তাহাবী র.-এর জন্ম মৃত্যু ও বয়সকালের কথা এভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে যে, আরবী অক্ষরের গণনা হিসাবে তাঁর জন্ম তারিখ হল, مصطفى (মুস্তফা/ ২২৯ হিজরী, বয়সকাল محمد (মুহাম্মাদ/৯২) এবং মৃত্যু তারিখ, محمد مصطفى (মুহাম্মাদ মুস্তফা/ ৩২১) হিজরী।

মুহাম্মদ নূরুল আলম ইসহাকী
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রিয়াযুস সালেহীনের গ্রন্থকার

মুহাম্মদ ইয়াহইয়া নববী র.

ভূমিকা

যদি আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী চাই, একটি আদর্শ রাষ্ট্র চাই, একটি আদর্শ সমাজ চাই, সর্বোপরি একজন আদর্শ ব্যক্তি চাই তাহলে সকল ক্ষেত্রে নিরংকুশ হাদীস চর্চাই এর একমাত্র সমাধান। এ ময়দানের একজন দুর্বার সাহসী ব্যক্তি আল্লামা নববী র.। বক্ষমান নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

নাম ও বংশধারা

নাম : মুহাম্মদ ইয়াহইয়া।
উপনাম : আবূ যাকারিয়া।
উপাধি : মহিউদ্দীন।
পিতার নাম : শারাফ।
দাদার নাম : মারী ।

জন্ম ও শৈশব

রাজধানী দামেস্কের পার্শ্ববর্তী নাবওয়া এলাকায় ৫ মুহাররম ৬৩১ হিজরীতে তিনি জন্মলাভ করেন। জন্মস্থানের দিকে নিসবত করেই তাঁকে নববী

Free @ www.eilm weekly.com

বলা হয়। শিশুকালে তিনি খুব শান্ত স্বভাবের ছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হয়ে উঠেন। তাঁর সম্পর্কে শায়খ ইয়াসীন র. বলেন, দশ বছর বয়সে তাঁকে যখন নাবওয়ায় দেখি তখনি বুঝতে পারি ভবিষ্যতে আল্লাহ তার দ্বারা এই উম্মতের জন্য খিদমত নিবেন। তার উসতাদকে বললাম সে এ যুগের বড় আলিম হবে এবং জাতি তার দ্বারা উপকৃত হবে।

শিক্ষাজীবন

তিনি নিজ এলাকাতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর তাঁর পিতা তাঁকে নিজের ব্যবসায় যোগ দিতে বলেন। কিন্তু ব্যবসায় অমনযোগিতা ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখে তিনি ছেলের উচ্চ শিক্ষার জন্য সপরিবারে দামেস্ক চলে আসেন। তখনকার নামকরা আলিম কামাল ইবনে আহমদের তত্ত্বধানে বাহওয়া মাদরাসায় ছেলের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। খাবার দাবারের ব্যবস্থা মাদরাসা থেকেই করা হত। সেখানে দু' বছর অধ্যয়ন করেন।

জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ উসতাদগণকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। শায়খ আতাউদ্দীন ইবনে আতা র. বর্ণনা করেন, আল্লামা নববী র. আমাকে বলেছেন, তিনি উসতাদের নিকট দৈনিক ১২টি বিষয়ে ক্লাশ করতেন। তন্মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো ছিল, আল জামিউ বাইনাস সহীহাইন, সহীহ মুসলিম, নাহু, সরফ, মানতিক বা তর্ক শাস্ত্র, উসূলে ফিকহ, আসমাউর রিজাল প্রভৃতি।

তাঁর স্মৃতি শক্তিও ছিল প্রখর। কোন বিষয়ে একবার পাঠ করলে তা তাঁর স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকত। হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞানানুশীলনে তিনি আত্মার তৃপ্তি অনুভব করতেন। ৬৫০ হিজরীতে হজ্ব পালন করতে তাঁর পিতার সাথে মক্কা ও মদীনায় যান। এ সময় তিনি দেড় মাস মদীনায় অবস্থান করে বড় বড় আলিমগণের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন এবং হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীনে কিরাম থেকে হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

উসতাদগণের তালিকা

ইমাম নববী র. এর উসতাদের সংখ্যা অনেক। নিম্নে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল।

* আবূ ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ উসমান আল মাগরিবী র.।
* আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামাতুল মাকদিসী হাম্বলী র.।
* আবূ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে নূহ আল মাকদিসী র.।
* আবূ হাফস উমর ইবনে আসআদ ইবনে আবী গালিব আর রাবঈ র.।
* আবুল হাসান সালাহ ইবনুল হাসান র.।
* আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে উমর আল ওয়াসিতী র.।
* আবুল বাকা খালিদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আন নাব্বাসী র.।
* আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ঈসা আল মুরাদী আল উন্দুলূসী র.।
* জিয়া ইবনে তাম্মাম আল হানাফী র.।
* শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে সালাম আল মিসরী র.।
* আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক র.।
* আল্লামা কাযী আবুল ফাতাহ উমর ইবনে বুন্দার ইবনে উমর ইবনে আলী আত্তাফসিলী আশ শাফিঈ র.।
* আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আদদায়িম আল মাকদিসী র.।

কর্মজীবন

আল্লামা নববী র. হাদীসের দরস প্রদানকে আদর্শ বানিয়ে ছিলেন। ইবনুল আত্তারের এক ছাত্র বলেন, আলামা নববী র. সর্বদা শিক্ষাদানের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দিন- রাত সবখানেই ছাত্ররা তাঁর সাথে থাকত। শায়খ কুতুব উদ্দীন র. তাঁর রচিত গ্রন্থে লিখেন, ইমাম নববী র. বিদ্যা, খোদাভীতি, ইবাদত, কম খাওয়া ও সাধারণ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। (রিয়াযুস সালেহীন, খ-১, পৃ. ৫)

হাফিয ইবনে কাসীর র. বলেন, ইমাম নববী র. ছিলেন, হাদীসের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী। কারণ, তিনি হাদীসের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি তিনি বিবাহ পর্যন্ত করেননি।

আদর্শ ছাত্রের নমুনা

আল্লামা নববী র. এর পাঠ্য জীবন কিয়ামত পর্যন্ত সকল ছাত্রের জন্য নমুনা। ইমাম নববী র. তাঁর ছাত্র জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমি দৈনিক ১২টি বিষয়ের সবক পড়তাম। কঠিন সবক নোট করে

রাখতাম। শাব্দিক বিশ্লেষণের সাথে সাথে সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতাম। আর এর দ্বারাই সকল জটিল বিষয়ের অবসান হয়ে যেত।

তিনি আরো বলেন, আমার একবার মনে হল যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আল-কানূন নামক গ্রন্থটি পড়া উচিৎ, তাই আমি ক্রয় করে বইটি পড়তে লাগলাম। কিন্তু কিছুদিন পাঠ করার পর আমার মনে হল, এত আমার মূল বিদ্যার্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, তখন আমি বইটি বিক্রি করে দিলাম।

আল্লামা নববী র. ছিলেন নির্ভীক। সদা সত্য কথা বলতেন। নির্ভয়ে বলতেন। সাহসের সাথে বলতেন। জীবনে কোন দিন রাজা বাদশাহর দরবারে অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেননি।

Free@www.eimdadly.com

রচনাবলী

তিনি হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
* رياض الصالحين
* الاربعين
* الارشاد فى اصول الحديث
* تهذيب الاسماء والصفات
* كتاب المبهمات
* جامع السنة
* الفتاوى
* طبقات فقهاء الشافعية
* شرح سنن ابى داود

ইনতিকাল

আল্লামা নববী ২৪ রজব ৬৭৮ হিজরী বুধবার রাতে ইনতিকাল করেন।

মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দিওয়ানে মুতানাব্বী রচয়িতা

আহমদ হুসাইন মুতানাব্বী র.

ভূমিকা

কবিরা নাকি সব সময়ই একটু বিচিত্র হন। কবি হলে নাকি খাপ ছাড়া অনেক কিছুই করতে হয়। ভেক ধরতে হয়। সমাজের সুখ দুঃখের চিত্রটা ফুটিয়ে তোলার সাথে সাথে অদ্ভুত সব স্বপ্নের কথাও লিখে যান কবিরা। এমনটা সব যুগের সব সমাজের কবিরাই করে থাকেন ? হয়ত না। কিন্তু অনেকেই যে এমন হয়ে থাকেন এর প্রমাণ মিলবে মুতানাব্বী নামক প্রসিদ্ধ আরব কবির জীবনী আলোচনা দ্বারা।

জন্ম

তার আসল নাম আহমদ ইবন হুসাইন হলেও মুতানাব্বী উপাধিতেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছেন। আর আবুত তাইয়্যিব হল তার উপনাম। কুফা নগরীর কান্দা এলাকায় জু'ফী গোত্রে ৩০৩ হিজরী সনে তার জন্ম।

শিক্ষাজীবন

বাল্য বয়সেই তিনি ইলমে আদব শিক্ষা করার জন্য সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এমনকি তখনকার সময়ে

তিনি শ্রেষ্ঠ আদীব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সে সময়কার সেরা আরবী পণ্ডিত আখফাস, আবূ আলী ফারসী, যুজাজ প্রমুখদের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তাদের থেকে তিনি নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। একবার ইমামুল লুগাহ আসমা'আর ত্রিশ পাতার কিতাব শুধু একবার দেখেই মুখস্থ শুনিয়ে দেন।

বিদ্যা অর্জনের পর তিনি নিজ গোত্রে ফিরেই প্রথমে নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন। এরপর তো নিজেকে নবী হিসেবেই দাবী করে বসেন। এ কারণে তিনি গ্রেফতার হন। পরে তওবা করলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

Free @ www.eqra.weebly.com

রাজাদের দরবারে

পুরস্কার লাভের আশায় তিনি সুন্দর সুন্দর প্রশংসামূলক কবিতা লিখে রাজাদের দরবারে পাঠ করতেন। এই করে তিনি হলবের বাদশাহ থেকে একবার বিপুল পরিমাণ হাদিয়া লাভ করেন। পরে মনোমালিন্য হলে সেখান থেকে মিশর চলে যান। মিশরের বাদশা কাফুর তাকে গর্ভনর হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মুতানাব্বী খুব অহংকারী ছিলেন বিধায় তাকে আর এ পদ দেননি। মিশর অধিপতি কাফুর বলেন, যে ব্যক্তি নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করতে পারে সে তো স্বতন্ত্র রাজ্যেরও দাবী করে বসবে। পরে কাফুরের নিন্দা ও তিরষ্কার করে পারস্যে চলে যান।

ইনতিকাল

ওসেদ নামক স্থান থেকে নিজ সন্তান ও গোলামসহ কোথাও যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে সাফিয়া নামক স্থানে ৩৫৪ হিজরীর রমযান মাসে সপরিবারে আততায়ীর হাতে খুন হন।

সম্পাদনা পরিষদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাবয়ে মুয়াল্লাকা রচয়িতা

হাম্মাদ র.

জন্ম ও বংশ

নাম : হাম্মাদ।

উপনাম : আবুল কাসিম।

উপাধিঃ রাবিয়া।

পিতার নাম : সাবূর অথবা মুইয়াস্ সারারহ ।

উপনাম : আবূ লাইলা।

দাদার নাম : মুবারক।

প্রপিতামহের নাম : উবাইদা।

তিনি ৯০ হিজরীতে কূফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তবে হাসান সানদূবী এর মতানুযায়ী তাঁর জন্ম ৭৫ হিজরীতে।

পরিচিতি

মুসান্নিফ হাম্মাদ শে'র আশ'আর, মারিফাত, আদব, লুগাত ও আরব্য ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ভ্রমণে তিনি খুবই আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। তাই তিনি বহু গ্রাম-গঞ্জ, শহর ও বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন।

ইবনে নাযার বর্ণনা করেন, হাম্মাদ প্রাথমিক জীবনে বেপরোয়া ভাবের ছিলেন। অধিকাংশ সময় চোর-ডাকাতদের সাথে কাটাতেন। সেই

Free@www.e-ilm.weebly.com

ফলশ্রুতিতে একবার তিনি কারো বাড়িতে হানা দেন এবং বাড়ির সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে যান। পরে তিনি অপহরণকৃত সম্পদের মধ্যে আনসারগণের শে'র সম্বলিত একটি কাগজের টুকরা পেলেন। কবি হাম্মাদ চিরকুটের কবিতা পড়ে অভিভূত হন এবং টুকরাটি সংরক্ষণ করে রাখেন। এরপরই তিনি আদব, শে'র, লুগাত ও আরব্য ঘটনাবলীর অনুসন্ধান ও গবেষণায় লেগে পড়েন। এভাবে তিনি এ বিষয়ে এমন পূর্ণতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন যার তুলনা বিরল।

راوية উপাধি লাভের কারণ

খলীফা ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ উমাবী একদা কবি হাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি راوية উপাধি কিভাবে লাভ করলে ? কবি উত্তরে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি নতুন-পুরাতন যে সকল কবিদের নাম জানেন বা শুনেছেন, সকলের শে'রগুলো আমার মুখস্থ রয়েছে এবং আমি এগুলোকে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনাও করে থাকি। তাই লোকেরা আমাকে راوية বলে থাকে।

কর্মজীবন

তাঁর কবিতায় তৎকালীন খলীফা ও রাজণ্যবর্গ যারপরনাই মুগ্ধ হতেন। তাই তারা তাকে স্বীয় দরবারে ডেকে নিয়ে কবিতা শুনতেন। তিনি খলীফা ওয়ালীদের দরবারে কবিতা আবৃত্তি করতেন। এছাড়াও তিনি আমীরুল মুমিনীন হিশাম এর দরবারে কবিতা পাঠ করেও প্রচুর ইনয়া'ম-পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

ধী-শক্তি

খলীফা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কতগুলো শে'র মুখস্থ আছে? হাম্মাদ বললেন, আমি হুরূফে মু'জাম এর প্রতিটি হরফ এর ওপর একশটি করে কাসীদা পড়তে পারব। আর এগুলো হবে জাহিলী শা'য়েরদের মুকাততায়া'ত - শের'গুলো ছাড়াই।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

খলীফা ওয়ালীদ তখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে হাম্মাদকে শে'র শুনানোর নির্দেশ দিলেন। কবি হাম্মাদ শুরু করলেন, শুনাতে শুনাতে শুধুমাত্র আরব জাহিলিয়্যাতের-ই তিন হাজার শে'র শুনিয়ে ফেললেন, এদিকে খলীফা ওয়ালীদ শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কবির কবিতা পাঠের অন্ত না দেখে নিজেই বললেন, এবার থাম, যথেষ্ট হয়েছে। এবং তাকে এক লাখ দিরহাম দেওয়ারও নির্দেশ প্রদান করেন।

মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ শহীদ
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হিদায়াতুল হিকমা গ্রন্থকার

আছীর উদ্দীন র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আছীর উদ্দীন।

উপাধি : মাওলানা যাদাহ উরফ।

পিতার নাম : উমর।

তিনি আবহার অধিবাসী ছিলেন, যা রোমের এক এলাকার নাম। এদিকে নিসবত করে তাকে আবহারী বলা হয়।

শৈশবকাল

তিনি এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। যে বংশের সমূহ লোক ধারাবাহিক পরম্পরায় জ্ঞানী ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও সর্বদিকে পরিপাটি ছিলেন। আর শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ একাগ্রতা ও আগ্রহ শৈশবকালেই তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাসীনতা কিংবা শিক্ষার প্রতি অনীহা ভাব কখনই তাঁর মধ্যে ছিল না এবং স্পর্শও করতে পারেনি। এভাবেই এক সময় শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করলেন এই বিশ্ব নন্দিত আলিম।

শিক্ষাজীবন

আল্লামা ইবনে আছীর র. শিশুকাল অতিক্রম করে যখন শিক্ষা-দীক্ষার বয়সে পা রাখলেন তখন তিনি তৎকালীন যুগের বিশ্ব নন্দিত আলিম ও উচুঁ মাপের মুহাক্কিক এবং শান্তিকামীয় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি মুহাক্কিক এবং শান্তিকামীয় হন তাঁর সাহচর্যে গিয়ে।

Free@ www.eelm.weebly.com

উস্‌তাদগণের তালিকা

তিনি এমন সব আলিম ও পণ্ডিতগণের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন যারা ছিলেন সৎচরিত্রবান, সদাচরণ ছিল যাদের ভূষণ। আবেদ হওয়া, জাহেদ হওয়া ছিল যাদের বাসনা। যে সকল মনীষীগণের পরশে তিনি ধন্য হলেন, কলি ফুটে পুষ্প হলেন সে সকল মনীষী উস্‌তাদগণের মধ্য হতে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী এর নাম পাওয়া যায়।

রচনাবলী

তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। তিনি অনেক মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য কিতাব লিখেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

* هداية الحكمة (হিদায়াতুল হিকমা) ।
* الاشارات(আল ইশারাত) ।
* زبده (জুবদা)।
* كشكول(কাশকুল)।
* المحصول (আল মাহসূল)।
* المغنى (আল মুগনী) ।
* تنزيل الافكار فى تعديل الاسرار (তানজীলুল আফকার ফি তা'দিলিল আসরার)

তাঁর এ সকল কিতাবাদির মাঝে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এবং পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হল হিদায়াতুল হিকমা ও ইশা গুজী।

ইন্‌তিকাল

কাশফুয যুনূন এর মাঝে হিদায়াতুল হিকমা গ্রন্থকারের মৃত্যু তারিখ ৭ শত হিজরী উল্লেখ করেছেন।

এবং ফিহরিস্ত কুতুবখানা মিশরীর মাঝে ৭শত হিজরীর কথা উল্লেখ রয়েছে।

কারো মতে তিনি ৬৬৩ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

এক বর্ণনা মতে, ৬৭১ হিজরীতে, معجم গ্রন্থকারের মতে, ৬৬০ হিজরীতে এবং এটাই প্রাধান্য ।

মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম
তাকমীলে আদব

Free e-ilm.weebly.com

উবায়দুল্লাহ মাসউদ র. ১০৫
শরহে বিকায়া

আহমদ মোল্লা জিউন র. ১১০
নূরুল আনওয়ার

কাসিম হারীরী র. ১১৩
মাকামাতে হারীরী

মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন র. ১২২
সিরাজী.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শরহে বিকায়াহ গ্রন্থকার

উবায়দুল্লাহ মাসঊদ র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : উবায়দুল্লাহ।
উপাধি : সদরুশ শরীআহ আল আসগার।
পিতার নাম : মাসঊদ।
দাদার নাম : মাহমূদ।
উপাধি : তাজুশ শরীআহ।
পরদাদার নাম : আহমদ।
উপাধি : সদরুশ শরীআহ আল আকবার।
আল্লামা দীময়াতী র. তাঁর কিতাব "তায়ালীকুল আনওয়ার আলা দুররিল মুখতার" এর মাঝে, বুখারার ঐতিহাসিক শায়খ মুর্তাজা হুসাইনের মতে, আল্লামা কুফুবী রুমী "ইলামুল আখয়ার ফি তাবাকাতে ফুকাহায়ে মাজহাবুন নু'মানিল মুখতার" এর মাঝে এবং আল্লামা আযিকী র. মাদীনাতুল উলূম এর মাঝে উপরোক্ত ধারাবাহিকতাটাই বর্ণনা করেছেন।
উল্লেখ্য, তাঁর জন্ম তারিখ পাওয়া যায়নি।

বংশ ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ

সদরুশ শরীআহ আল আসগার উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুশ শরীআহ মাহমুদ ইবনে সদরুশ শরীআহ আল আকবার আহমদ ইবনে জামালুদ্দীন আবূ মাকারিম উবায়দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ

ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর ইবনে খাল্‌ক ইবনে হারুন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহবূব ইবনে ওয়ালীদ ইবনে উবাদাহ আল আনসারী আল মাহবূবী র.। এ পর্যন্ত এসে তাঁর বংশধারা হযরত উবাদাহ রা. এর বংশের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি সদরুশ শরীয়াহ হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আল্লামা কাহাস্থানী র. "জামেউর রুমূয" গ্রন্থের মাঝে এবং মোল্লা লুৎফুল্লাহ হাওয়াশী র. তাঁর দাদার নাম উমর উল্লেখ করেছেন।

Free © www.eilm.weebly.com

শৈশবকাল

শৈশবে তাঁর আচার - আচরণ ছিল অত্যন্ত মার্জিত। বাল্যকালেই তিনি পিতাকে হারান। এরপর দাদা তাজুশ শরী'আহ এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা দাদার নিকটই শুরু হয়। পিতৃহারা শিশু দাদার আদর্শ ও ইলমের ছোঁয়া পেয়ে ছোটকাল থেকেই তার আচার -- আচরণে দরদী, স্নেহময়তা ও প্রীতির ছাপ প্রকাশিত হচ্ছিল। অতি অল্প বয়সে ইলমে হাদীস শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। যার ফলে লেখাপড়ার শুরু তথা মকতব থেকে শুরু করে লেখা-পড়ার শেষ পর্যন্ত প্রায় সকল ক্লাশে ১ম স্থান অধিকার করতেন। এক পর্যায় লেখা পড়া শেষ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি সে যুগের ইমামে কামিল প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং অদ্বিতীয় ফিকাহবিদ, ইলমে তাফসীর, ইলমে খিলাফ, ইলমে জাদল, ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে লুগাত, ইলমে আদব, ইলমে কালাম ও ইলমে ফিক্‌হ এবং ইলমে মান্তিক ইত্যাদি বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর দাদা তাজুশ শরীআহসহ অন্যান্য বড় বড় উলামায়ে কিরাম থেকে ইলম শিক্ষা করেন। তাঁর বংশ পরম্পরায় সকলে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। এমনকি তিনি স্বীয় দাদা তাজুশ শরীআহ আল আকবর' এর থেকে বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাইতো তাঁকে সদরুশ শরীআহ আল আসগার বলা হয়।

Free © www.eilm.weebly.com

শিষ্যগণ

তাঁর ছিল অগণিত ছাত্র। যারা ইলম এর প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে নিজের জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। যাদের মেহনত-মুজাহাদার ফল গ্রন্থকার ও তাঁর কিতাব মাকবূলিয়্যাতে আম্মা - ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

* হাফিয আবূ তাহির মুহাম্মদ ইবনে আলী তাহেরী।
* মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ বুখারী র.।

এছাড়াও তাঁর আরো অনেক একনিষ্ঠ ছাত্র রয়েছে।

ইলমের গভীরতা

আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী ছিলেন গ্রন্থকারের সমসাময়িকদের একজন। তিনি ইলমে মা'কুলাত (যুক্তি বিদ্যায়) কালজয়ী মহানায়ক ছিলেন। তিনি গ্রন্থকারের সংগে বাহস করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী বাহস ও মুবাহাসার জন্য তথ্য উদঘাটনের লক্ষ্যে প্রথমে তাঁর পরদাদার গোলাম এবং বিশেষ ছাত্র মৌলভী মুবারক শাহকে তাঁর ক্লাশে পাঠান। কুতুবুদ্দীন রাযী তখন আরবে ছিলেন, আর গ্রন্থকার হারাতে। অতঃপর মুবারক শাহ্ সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সদরুশ শরীআহ ইবনে সিনার কিতাব "আল ইরশাদাত" এমন সুন্দরভাবে পড়াচ্ছেন, যা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। এমন কি ইবনে সীনা বা কোন শরাহ গ্রন্থের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করছেন না। তখন মুবারক শাহ্ ক্লাশের এ অবস্থা দেখে কুতুবুদ্দীন রাযীর কাছে পত্র লিখলেন যে, এই ব্যক্তিতো অগ্নিশিখা। আপনি তাঁর সঙ্গে বিতর্কের জন্য কখনই আসবেন না। নচেত লজ্জিত হবেন। কুতুবুদ্দীন রাযী মৌলভী মুবারক শাহ এর এ কথা শ্রবণের সাথে সাথে বাহস করার ইচ্ছা ছেড়ে দেন।

উসতাদগণ

গ্রন্থকারের উস্তাদ এর সংখ্যা সম্পর্কে কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। তবে অনেক তালাশের পর একজনের নাম পাওয়া যায়। যিনি হচ্ছেন তাঁর দাদা তাজুশ শরীআহ। যার তত্ত্বাবধানে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন।

Free © www.eilm.weebly.com

কর্মজীবন

তিনি ইলমী খিদমত ও দীনের মেহনত-মুজাহাদা করে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত করেছেন। লিখনীর চারণ ভূমিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন ও বহু গ্রন্থাবলি লিখে গেছেন। ইলমে ফিক্‌হ এর প্রচার প্রসারের অগ্রনায়ক ছিলেন। লিখনীর জগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে শরহে বিকায়া, যা কওমী শিক্ষা মহলে ফিক্‌হের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্থান পেয়েছে।

রচনাবলী

তিনি তাঁর দাদা তাজুশ শরীয়াহ এর প্রসিদ্ধ ফিকহগ্রন্থ "বিকায়া' এর অত্যন্ত উন্নতমানের শরাহ লিখেছেন (শরহে বিকায়া) যা সর্বজন স্বীকৃত ও বিস্তৃত এবং কওমী মহলে পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত। অতঃপর দাদা নিজ গ্রন্থ 'বিকায়া' এর ইবারত সংক্ষেপ করে 'নিকায়াহ' লিখেছেন। যাকে 'উমদাতুর রেওয়ায়াহ'ও বলা হয়। গ্রন্থকার উবাইদুল্লাহ ইলমে নাহু, আকলিয়্যা, মায়ানী ও ফিকাহ্‌সহ প্রায় সকল বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর লিখিত কিছু কিতাবের নাম প্রদত্ত্ব হল।

* المقدمات الاربعة (আল মুকাদ্দমাতুল আরবায়াহ)।
* تعديل العلوم (তা'দীলুল উলূম) {ইলমে আকলিয়্যাহ} ।
* شرح اصول الخمسين (শরহে উসূলিল খামছীন) {নাহু}।
* كتاب الشروط (কিতাবুশ শুরূত)।
*كتاب المهاجرة (কিতাবুল মুহাজারাহ)।
* شرح الوقاية (শরহে বিকায়া) {ফিক্‌হ}
*تنقيح (তানকীহ)।
* توضيح (তাওজীহ) {শরহে তানকীহ} যার ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখছেন আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী র. 'তালবীহ' নামে।

এইগুলো ছাড়াও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের কঠিন মাসআলা-মাসায়েল সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ও আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ ছিলেন।

Free @www.e-ilm.weebly.com

ইন্‌তিকাল

জ্ঞান জগতের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র নির্বাপিত হওয়ার ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

* কাশ্‌ফুয যুনূন প্রণেতা, আল্লামা কুফুবী র. এবং খতীব আব্দুল বাকী র. 'কিতাবুত তবকাতের' মাঝে তাঁর মুত্যু ৭৪৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেন।

* মোল্লা আলী কারী র. তাঁর মৃত্যু সন ৬৮০ হিজরী নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেন।

* কাশফুয যুনূন প্রণেতা 'বিকায়াহ, নিকায়াহ ও শরহে উসূলে খামসীন' ইত্যাদি কিতাবের পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থকারের মৃত্যু ৭৪৫ হিজরী বলে উল্লেখ করেন। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো তিনি ৭৪৭ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন।

মুহাম্মদ মা'সূম হাসান
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার

আহমদ মোল্লা জিউন র.

নাম ও বংশ

নাম : আহমদ।

পিতার নাম : আবূ সাঈদ ।

দাদার নাম : আব্দুল্লাহ।

বংশ ধারা

আহমদ ইবনে শায়েখ আবূ সাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শায়েখ আব্দুর রায্যাক ইবনে শাহ মাখদূম (মাখদূম খাসসা পর্যন্ত বংশ ধারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক র. পর্যন্ত মিলে গেছে। তিনি মোল্লা জিউন নামে প্রসিদ্ধ।

জন্ম

মোল্লা জিউন র. এর পর দাদা শাহ মাখদূম খাসসা শায়েখ সালাহ উদ্দীন দেহলবীর সন্তান । তিনি আমিবী শহরের কাসবা নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ বুযুর্গদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিল্লী শহর থেকে কাসবা আমিবীতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। মোল্লা জিউন র. ১০৪৮ হিজরীতে এই আমিবীতেই জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

মোল্লা জিউন র. মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআন কারীম হিফয করেন। হিফয সমাপ্তির পর অন্যান্য শিক্ষা লাভের জন্য ভারতের বিভিন্ন জেলায়

Free@www.e-ilm.weebly.com

ভ্রমণ করে সকল জ্ঞানী-গুণী ও প্রজ্ঞাবান আলিমদের নিকট থেকে জ্ঞানাহরণ করেন। অতঃপর কর্মজীবনের শুরুতে নিজের জন্মভূমিতে অধ্যাপনা শুরু করেন।

স্মৃতিশক্তি ও স্বভাব প্রকৃতি

তিনি অনন্য সাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ব্যবহার উঠা-বসা, চলাফেরা, কথাবার্তা ছিল অতুলনীয় মধুর। তিনি মিশুক, সাদালাপী, নম্র ও ভদ্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। কারো প্রতি তিনি কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। তিনি পাঠ্যভুক্ত বই পাতার পর পাতা এবং দীর্ঘ কবিতা ইত্যাদি একবার দেখা বা শুনার দ্বারা হুবহু মুখস্থ বলতে পারতেন।

মোল্লা জিউন ও বাদশাহ আলমগীর

মোল্লা জিউন র. ৪০ বছর বয়সে আজমীর শরীফ সফর শেষে দিল্লী শহরে আগমন করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন এবং জ্ঞান চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। ক্রমান্বয়ে বাদশাহর দরবারে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাদশাহ তাঁকে স্বীয় পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি নিজেও তাঁর নিকট ছাত্রের ন্যায় বিনয়ী হয়ে থাকতেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। মোল্লা জিউনও বাদশাহ এবং তাঁর পুত্রকে ভালবাসতেন। অনুরূপভাবে বাদশাহ আলমগীর এর পরবর্তীতে শাহ আলমও তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করতেন।

রচনাবলী

মোল্লা জিউন র. সারা জীবন দরস - তাদরীস, তাসনীফ - তালীফ এর কাজে নিজেকে লাগিয়ে রাখেন। উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে নূরুল আনওয়ার তার জীবন্ত প্রমাণ। এটি মক্কায় হজ্জের সফরে মাত্র দুই মাসে রচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি প্রথমে উপমহাদেশে আহকামে কুরআনের ওপর তাফসীরাতে আহমাদিয়্যাহ রচনা করেন। এতে আহকাম সম্পর্কিত ৫০০ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

Free @www.e-ilm.weebly.com

* مناقب الاولياء (মানাকিবুল আউলিয়া)।

*آداب احمدی (আদাবে আহমাদী)।

* السوانح (আস সাওয়ানেহ)।

ইন্তিকাল

১১৩০ হিজরীতে বুযুর্গ হযরত মোল্লা জিউন র. পরকালের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। আমিঠি নামক স্থানে তাঁরই মাদরাসার এক পাশে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ হুমায়ূন সাঈদ
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাকামাতে হারীরী গ্রন্থকার

কাসিম হারীরী র.

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : কাসিম।

উপনাম : আবূ মুহাম্মদ।

পিতার নাম : আলী।

পিতামহের নাম : মুহাম্মদ।

প্রপিতামহের নাম : উসমান।

তাঁর পূর্ব পুরুষগণ হারীর অর্থাৎ রেশমের চাষ বা ব্যবসা করতেন বলে তাদেরকে হারীরী বলা হত। সে সূত্রে তাঁকেও হারীরী বা ইবনুল হারীরী বলা হয়। তিনি বনূ হারাম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ কারণে তাঁকে হারামীও বলা হয়ে থাকে।

জন্ম

তিনি ছাব্বিশতম আব্বাসী খলীফা আল কায়েম বি-আমবিল্লাহ শাসনামল (৪২২-৪৬৭ হি.)-এ ইরাকের বসরা শহরের নিকটবর্তী মাশান নামক জনপদে ৪৪৬ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বসরার বনূ হারাম মহল্লায় বসবাস করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি বসরাতেই জন্মগ্রহণ করেন। যাফারুল মুহাসসিলীনের লেখক উল্লেখ করছেন যে, তিনি খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে জন্মগ্রহণ

করেছেন। এ মতটি সঠিক নয়, বরং তিনি তাঁর আমলে মৃত্যুবরণ করেছেন।

Free @ www.eqra.weebly.com

নম্রতা, সহনশীলতা ও সত্য স্বীকারের প্রবণতা

আল্লামা হারীরী অত্যন্ত সহনশীল, সৎস্বভাব ও সত্য প্রিয় মানুষ ছিলেন। কেউ তাঁকে তাঁর কোন ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের ভুল স্বীকার করে নিতেন এবং যে তাঁর ভুল - ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করত তাকে তিনি সম্মান করতেন। একবার জাবির ইবনে হিবাতুল্লাহ মাকামাত পড়ার সময় এক জায়গায় شعثا مغبرا এর পরিবর্তে شعثا معتـــرا পড়ায় তিনি বলেন, তুমি বড়ই সুন্দর পরিবর্তন করলে। আমি যদি নিজ হাতে মাকামাতের সাতশ কপি না লিখে থাকতাম, যা আমার সামনে পঠিত হয়েছে তবে আমি আমার শব্দটি পরিবর্তন করে এ শব্দটি লিখে দিতাম।

রসিকতা

তিনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সহাস্যবদন ও রসিক স্বভাবের ছিলেন। চুটকি ও রসাত্মক কথাবার্তা পছন্দ করতেন এবং এর দ্বারা বাহবা কুড়াতে সক্ষম ছিলেন।

একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে অপ্রসন্ন হয়। কিন্তু হারীরী বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অতঃপর যখন লোকটি তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখে নেওয়ার আবেদন করল তখন তিনি লোকটিকে নিম্নের এ দুটি শ্লোক লিখে দেন :

ما انت اول سار غرة القمر * ورائد اعجبته حضرة الدمن

فاختر لنفسك غيرى انى رجل * مثل المعيدى فاسمع بى ولا ترنى

"তুমিই প্রথম নৈশ পথিক নও, যাকে আবর্জনার উপর উৎপন্ন শ্যামলতা বিমুগ্ধ করেছে"

"সুতরাং তুমি আমি ব্যতীত অন্য কাউকে তোমার জন্য (শিক্ষকরূপে) গ্রহণ কর। কেননা, আমি মুআয়দীর (এরূপ এক গাল্পিক চরিত্র, যার যথেষ্ট গুণ-গরিমা রয়েছে, কিন্তু তার চেহারা দেখতে অসুন্দর) মত। অতএব, তুমি আমার কথা শুন, কিন্তু আমার চেহারা দেখো না"।

Free@www.eelm.weebly.com

তাকওয়া ও পরহেযগারী

তিনি ছিলেন একজন দুনিয়া-বিমুখ, পরহেযগার ও সচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। আব্বাসী শাসনামলে যদিও আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তবুও তিনি এ থেকে অনেক দূরে থাকতেন। মদ্যপায়ীদের তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। জাবির ইবনে যুহায়র বলেন, আমি একবার 'মাশান' নামক জনপদে তাঁর কাছে মাকামাত পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আবূ যায়দ মুতাহ্হার ইবনে সান্নারের (মতান্তরে সান্নামের) শরাব পানের কথা শুনে তাকে শাসিয়ে একটি কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাটি তার কাছে পৌঁছার পর সে খালি পায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয় এবং আর কখনও মদ্যপান করবে না বলে শপথ ব্যক্ত করে। তখন তিনি তাকে বললেন, বরং তুমি মদ্যপায়ীদের কাছেও যেয়ো না।

আল্লামা হারীরী ব্যক্তিগত জীবনে আদব-আখলাকের প্রতি এত বেশী যত্নবান ছিলেন যে, তিনি নির্জন স্থানেও পা প্রসারিত করে বসতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব প্রদর্শন অধিক শ্রেয়।

শিক্ষা-দীক্ষা

আল্লামা হারীরী নিজেদের রেশমের ব্যবসাকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন না। জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অত্যধিক ঝোঁকই ছিল এর একমাত্র কারণ। ফলে তিনি রেশমের ব্যবসার পরিবর্তে জ্ঞানী-গুণীদের আসর ও ইলমের মজলিসকেই নিজের জন্য বেছে নেন। তাঁদের সান্নিধ্যকে নিজের জীবনের জন্য অমৃত তুল্য মনে করেন। তাই তিনি নিরলস শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সমকালীন আলিমদের কাছ থেকে ইলম ও আদব (জ্ঞান ও সাহিত্য) অর্জন করেন।

তিনি (আবুল কাসিম) আল-ফযল ইবনে মুহাম্মদ আল কাসবানী ও আল হাসান আলী ইবনে ফায়যাল আল-মুজাশিঈর নিকট আরবী সাহিত্য, আবূ নাসর আব্দুস সায়্যিদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুস সাব্বাগ ও আবু ইসহাক শীরাযীর নিকট ফিক্হ, আবুল হাকীম আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-খাব্রীর নিকট ফরাইয ও অংক এবং আবূ তামাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (মতান্তরে ইবনুল হুসাইন) আল-মুকরী আল-কাসিম, আবুল-ফাযল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-নাহবী, আবুল কাসিম আল-হুসাইন আল-বাকিল্লানী প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। (সূত্র : তারিখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট -১৯ খণ্ড, পৃ.২১৯)।

Free @ www.eilm.weebly.com

সাহিত্য চর্চা

তাঁর রচিত মাকামাত পাঠে বুঝে আসে যে, আরবী ব্যাকরণ, ভাষা ও শব্দ ভাণ্ডার পরিপূর্ণভাবে তাঁর আয়ত্তে ছিল। এ কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সমসাময়িকদের উপর প্রাধান্য পেয়েছেন। যেহেতু তিনি আরবদের কাব্য, ইতিহাস ও ভাষা-লালিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন তাই বিদগ্ধ মহলে তাঁর সুখ্যাতি অর্জিত হয়, এভাবে তিনি জ্ঞান সাধক মনীষীগণেরমধ্যে গণ্য হতে থাকেন।

গদ্য চর্চা

আল্লামা হারীরী র.কে আরবী গদ্যের ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তিধর হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মানে সফলভাবে উত্তীর্ণ। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন ছন্দের পোশাক ও অলংকারে সুসজ্জিত। তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে প্রভাতের মৃদু মন্দ বায়ূর প্রভাব, তেমনি তাঁর শব্দে রয়েছে স্ফূলিঙ্গের ন্যায় আবেগ ও উত্তেজনা।

ভাষার ক্ষমতার কারণে যদি কোন প্রস্তর বিগলিত হওয়া বা অগ্নি নির্বাপিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তা একমাত্র আল্লামা হারীরীর ভাষা দ্বারাই সম্ভব।

আল্লামা হারীরীর গদ্য সাহিত্যে দুটো অনুপম নির্দশন রয়েছে। তার একটি হল আর রিসালাতুস-সীনিয়্যাহ এতে তিনি প্রতিটি শব্দে س (সীন) হরফটি ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয়টি হলো, আর-রিসালাতুশ-শীনিয়্যাহ, এর প্রতিটি শব্দে তিনি ش (শীন) হরফটি ব্যবহার করেছেন।

নিম্নে এর কিছু নমুনা প্রদত্ত হল।

الرسالة السينية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم السميع القدوس، أستفتح وبإسعاده استنجح سيرة سيدنا الاسفهاء السيد النفيس سيد الرؤساء سيف السلاطين حرست نفسه واستنارت شمسه وإستق انسه وبسق غرسه استمالة الجليس و مساهمة الانيس ومساعدة الكسير السليب ومواساة السحيق والنسيب والسيادة تستدعى استدامة السنن وهو حراسة الرسم الحسن وسمعت الامس تدارس الألسن سلافة خندريسه فى سلسال كوسه ومحاسن مجلس مسرته واحسان سمعة سيادته فاستعلفت السراء وتوسمت الاستدعاء وسوفت

Free @ www.eilm.weebly.com

نفسى بالاحتساء ومؤانسة الجلساء وجلست استقرى السيل واستبعد تناسى اسمى واساور الوسواس لاستحالت رسمى

شعر

سيف السلاطين مستأثر * بأنس السماع حسو الكوس* سلان وليس لبوس السلو
يناسب حسن سمات النفيس* وسن تلناس جلاسه * واسر السجايا تناسى الجليس
وسر حسودى بطمس الرسوم* وطمس الرسوم كرمس النفوس* وساقى الحسام بكأس السلاف
واسهمنى بعبوس ولبوس *واسكرنى حسرة واستعاظ * لقسوته سكرة الخندريس
ساكوه لبسة مستعتب* وامسك امساك سال بؤس* اسطر سيناته سيرة
تسير اساطيرها كالبسوس

الرسالة الشينية

بارشاد المنشى انشى شغفى باشيخ شمس الشعراء ريش معاشه * ومشارياسته واشرق شمابه* وأعشو شبت شعابه * يأكل شغف المنشى بالنشوى * المسترشى بالرشوى * والشادن بشرخ الشباب * والعطشان بشم الشواب * وشكرى لتجشمه ومشقته * وشواهد شفقته * يشاكل شكر الناشد للمنشى * والمسترشد للمرشد * والمستشعر للمبشر وشعارى انشاد شعره * واشجاء الكاشح * والمكاشر بنشره * وشعلى اشاعة وشائعه * وتشيد شفائعه والاشادة بشذوره وشنوفه والمشورة بتشفيعه وتشريفه * واشهد شهادة المشنع للكاشف والمنشر المكاشف* لانشاده يدهش الشائب والناشى ويلاشى شعر الناشى * ولمشاهدته كاشتيار الشهد وتباشير الرشد و لمشاحنته تشفى المحاسن ولمشاجرته تنشر المشاين ولمشاغبته تشظى الاشطان وتشيط الشيطان فشرفا للشيخ شرفا * وشغفا بشنشنته شغفا *

কাব্য চর্চা

গদ্য সাহিত্যের ন্যায় কাব্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তিনি জাহেলী কবিদের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি অধিকাংশ কবিতা ইমরাউল কায়স, যুহায়র, আমর ইবনে কুলসুম প্রমুখের অনুসরণে বাহরে কামিল ও বাহরে তাবীল অনুযায়ী রচনা করেন। তাঁর কাব্যাবলী সংকলিত একটি দীওয়ান (কাব্যসমগ্র)ও রয়েছে। মাকামাতে উল্লেখিত

কাব্যাবলীর মধ্যে মোট ছয়টি বাই'য়াত (দুটি মুকাদ্দিমায়, দুটি দ্বিতীয় মাকামায় এবং দুটি পঁচিশতম মাকামায়) ব্যতীত সবই তাঁর নিজের রচিত।

Free@www.eb-ilm.weebly.com

গুণ-গরিমা

আল্লামা হারীরী প্রখর মেধাবী, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল, ভাষা ও সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বি এক ব্যক্তিত্ব। শব্দ জ্ঞান, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, আরবী ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

উসতাদগণের তালিকা

আল্লামা হারীরী র. এর অসংখ্য উস্তাদ ছিলেন। যাদের থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো।

* আবুল কাসেম র.। যিনি আল-ফযল ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসবানী নামে অধিক পরিচিতি।
* আল হাসান আলী ইবনে ফায্যাল আল-মুজাশির র.। এদের নিকট আল্লামা হারীরী আরবী সাহিত্য শিক্ষা করেন।
* আবূ নাসর আব্দুস সায়্যিদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুস সাব্বাগ র.।
* আবূ ইসহাক সিরাজী র.। এদের নিকট তিনি ইলমে ফিকাহ্ অর্জন করেছেন।
* আবূ হাকীম আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-খাবরীর র.। তাঁর নিকট তিনি ফারাইয ও অংক বিদ্যা অর্জন করেন।
* আবু তাম্মাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান র., মতান্তরে ইবনুল হুসাইন আল-মুকরী।
* আল কাসিম আবুল ফযল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আন-নাহবী র.।
* আবুল কাসিম আল-হুসাইন আল-বাকিল্লানী র.।

(সূত্র : তারিখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খণ্ড-পৃ.২১৯)।

শিষ্যদের তালিকা

আল্লামা তাশকুবরা যাদাহ ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইবনে খল্লিকান র. লিখেন যে, আল্লামা হারীরী নিজ হাতেই মাকামাতের সাতশত কপি লিখেছিলেন। এসব কপিই তাঁর সামনে পঠিত হয়েছিল। এতে বুঝা যায়, কত সাহিত্য

Free@www.eqrawebdy.com

রসিক তাঁর কাছে এ মাকামাত পড়েছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন।

* তিন পুত্র * নাজমুদ্দীন আব্দুল্লাহ * যিয়াউল ইসলাম উবায়দুল্লাহ।
* আবুল আব্বাস মুহাম্মদ।

এ ব্যতীত আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

* শরফুদ্দীন আলী ইবনে তিরাদ আয-যায়নাবী র.।
* কিওয়ামুদ্দীন আলী ইবনে সাদাকা র.।
* জাবির ইবনে যুহায়র র.।
* শরীফ আবু আলী আল-হাসান্ ইবনে জা'ফর ইবনে আব্দুস সামাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ র.।
* আবুল ফযল ইবনে নাসির আল-হাফিজ।
* আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনুন-নুকূর।
* মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামদান আল-হিল্লী।

আল্লামা হারীরীর কর্মজীবন

আল্লামা হারীরী র. আরবী সাহিত্য, ইলমে ফিকহ, ইলমে ফারাইয ও ইলমে হাদীস অর্জন করার পর ৩২ বছর বয়সে মাকামাত রচনার সূচনা করেন। আল্লামা হারীরী নিজেই বলেন, আমি দুঃখ-বেদনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করলাম। ৪১ বছর বয়সে মাকামাত রচনা সমাপ্ত করেন। মাকামাত রচনার পর হারীরীর সাহিত্য প্রতিভার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে বহু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর নিকট মাকামাত পড়তে ভিড় জমায়। এ কারণে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিজ হাতে মাকামাতের কপি করে ৭০০ (সাতশত) কপির মত বিতরণ করতে হয়েছে এবং সে কপিগুলো তাঁর সামনে পঠিতও হয়েছে।

রচনাবলী

আল্লামা হারীরী র. বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রহণযোগ্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলো তার অনন্য প্রতিভার প্রমাণ স্বরূপ। যেমন :

(১) درة الغواص فى اوهام الخـــواص এতে তিনি তার সমকালীন লেখকদের শব্দ ও বাক্যের অপপ্রয়োগের সমালোচনা করে সঠিক ব্যবহারের প্রতি দিক নির্দেশনা করেছেন। এটি তিনি ৫০৪ হিজরীতে রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৩৭৩

Free@ www.eilm.weebly.com

হিজরীতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা শিহাব উদ্দীন খাফাযী র. এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন, যা ১২৯৯ হিজরীতে কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়।

(২) ملحة الإعراب এটি ৫০৪ হিজরীর পরে রচনা করেন। এতে তিনি প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য নাহবের মাসআলাকে আরবী পদ্যে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাযরামী এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ লেখেন, যা ১৩০৬ হিজরীতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা হারীরী নিজেও এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ফ্রান্স ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে, যা ১৮৮৫ হিজরীতে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

(৩) صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور এটি ইতিহাস গ্রন্থ।

(৪) توشيح البيان কাশফুয যুনূন-এর লেখক এর উল্লেখ করেছেন।

(৫) ديوان الحريرى এটি হারীরীর কাব্য সংকলণ।

(৬) ديوان رسائل الحريرى এটি হারীরী রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিসালাসমূহের সমষ্টি।

(৭) المقامات الحريرية এটি তার শ্রেষ্ঠ ও অমর কীর্তি। এতে তিনি মোট পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন। এছাড়াও তিনি আরো দুটি চমৎকার রিসালা লেখেন। একটি হলো الرسالة السينية যার প্রত্যেক শব্দে س রয়েছে। অপরটি হলো الرسالة الشينية যার প্রত্যেক শব্দে ش রয়েছে এটি তার অনবদ্য রচনা।

উপসংহার

ভাষার ক্ষমতার কারণে যদি কোন প্রস্তর বিগলিত হওয়া বা অগ্নি নির্বাপিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তা একমাত্র আল্লামা হারীরীর ভাষা দ্বারাই সম্ভব। কেননা তাঁর লিখনীর মধ্যে ছিল চুম্বকাকর্ষণ। তিনি দু:খ বেদনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন, যাতে রয়েছে যথার্থতা, সহজ মিষ্টি ও সাবলীল শব্দ। চমকপ্রদ বর্ণনা। সাহিত্যের দুর্লভ কথাবার্তা। এর পাশাপাশি তিনি মাকামাতগুলোকে কুরআনের আয়াত ও সুন্দর সুন্দর

ইঙ্গিতবহ বাক্যাবলী দ্বারা অলংকৃত করেছেন। এতে আরবী প্রবাদ- প্রবচন, সাহিত্যের রম্যগল্পসহ সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংযোজিত করেছেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নিকলসন বলেন, মাকামাতে হারীরী বসরাবাসীর প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতা সংস্কৃতির এক অনুপম নিদর্শন। আজ পর্যন্ত প্রায় নয়শত বছরের অধিককাল যাবত আরবী সাহিত্যের এক অনবদ্য রচনা হিসাবে মাদরাসার দরসে পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

মৃত্যু

আল্লামা হারীরী র. ৫১৬ হিজরীতে (মতান্তরে ৫১৫ হিজরীতে) বসরা নগরীর বনূ হারাম মহল্লায় ইনতিকাল করেন। যাফারুল মুহাসসিলীনের লেখক তারিখে ইবনে খাল্লিকানের বরাতে উপরোক্ত বর্ণনার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর বরাত ও আপত্তি কোনটিই সঠিক নয়। কেননা, তিনি তারিখে ইবনে খাল্লিকানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হারীরী যখন ৫৩৮ হিজরীতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেন তখন তাঁর নিকট আবুল ফাত্হ মুতাহহার ইবনে সাল্লার (মতান্তরে সাল্লাম) হারীরীর রচিত 'মুলহাতুল ই'রাব' পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ৫১৫ কিংবা ৫১৬ হিজরীতে ইনতিকাল করার বর্ণনা সঠিক নয়। অথচ ওয়াসিত নগরীতে গমনের বিষয়টি হারীরীর নয় বরং মুতাহ্হার ইবনে সাল্লারই ৫৩৮ হিজরীতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেছিলেন এবং তাঁর কাছেই আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল মানদায়ী 'মুলহাতুল ই'রাব' কিতাবখানি পড়েছিলেন।

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সিরাজী গ্রন্থকার

মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন র.

নাম ও পরিচিতি

নাম : মুহাম্মদ।

উপাধি: ইমাম সিরাজুদ্দীন।

পিতার নাম : আব্দুর রশীদ।

যাফারুল মুহাসসিলীন গ্রন্থকারের মতে তাঁর পিতার নামও মুহাম্মদ এবং দাদার নাম আব্দুর রাশীদ। তিনি সাজাওয়ান্দ নামক শহরের অধিবাসী হিসাবে তাকে সাজাওয়ান্দী এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসাবে 'হানাফী' বলা হয়।

বিহারে আযম নামক গ্রন্থে সাজাওয়ান্দ সম্বন্ধে তিনটি মতামত বর্ণিত রয়েছে।

* আফগানিস্তানের রাজধানী কাবূলের নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম সাজাওয়ান্দ। * খোরাসান শহরের একটি স্থানের নাম সাজাওয়ান্দ।

* সাজাওয়ান্দ ফারসী শব্দ, সাগাওয়ান্দ হতে পরিবর্তিত হয়ে আরবী রূপ ধারণ করেছে। যা সিস্তান প্রদেশের একটি পাহাড়ের নাম, ফারসীতে 'সাগ' অর্থ কুকুর। বর্ণিত আছে যে উক্ত পাহাড়ের নাম 'সাগাওয়ান্দ' হিসাবে আখ্যায়িত হয়। আর তাকেই আরবীতে 'সাজাওয়ান্দ' রূপে উচ্চারণ করা হয়েছে।

Free@www.e-iqra.weebly.com

জন্ম তারিখ

সিরাজী প্রণেতার সঠিক জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ নিরবতা পালন করেছেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষাংশে পৃথিবীতে আগমন করেন।

শিক্ষাজীবন

হযরত আল্লামা সিরাজী র. শিক্ষা দীক্ষার-ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় আলিমদের নিকট থেকে অর্জন করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর শুরু করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন।

মনীষীগণেরদৃষ্টিতে

হযরত আল্লামা সিরাজী র. একজন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান প্রতিভা তাঁকে সে যুগের শীর্ষস্থানীয় প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষভাবে ইলমে ফারাইযের ক্ষেত্রে তার জ্ঞানের সুগভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে অমর করে রেখেছে।

শিষ্যদের তালিকা

হযরত আল্লামা সিরাজী র.-এর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করার দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর শিষ্য অনেক রয়েছে। কিন্তু লেখতে গিয়ে একজন ছাড়া আর কারো নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি হলেন হযরত আল্লামা হামীদুদ্দীন মুহাম্মদ র.। যিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনন্য নির্ভরযোগ্য। সমযুগের আলেম সমাজের মাঝে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত ছিলেন।

কর্মজীবন

সিরাজী গ্রন্থকার আল্লামা সাজাওয়ান্দী র. এর জীবন ইতিহাস ও কর্মজীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন অত্যন্ত খোদাভীরু, জ্ঞানের সাধক ছিলেন। জ্ঞানের প্রসার ও বিস্তারের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার অধিকাংশগুলোকে মানুষ সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে।

Free@www.eilm.weebly.com

রচনাবলী

আল্লামা সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ সাজাওয়ান্দী র. এর রচনাকৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফারাইযের ওপর লিখিত 'সিরাজী' সবচাইতে গ্রহণীয় গ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ব্যক্তিত্ব

তিনি সমকালীন যুগে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর খোদা প্রদত্ত জ্ঞান-প্রাজ্ঞতা, মেধা-বুদ্ধি, ধী-শক্তি ও সুন্দর কৌশল বলে ইসলামী জগতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ইতিহাসের এমন এক দুর্যোগ মুহূর্তে সাজাওয়ান্দী র. মুসলমানদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন যা মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্যে ছিল একান্ত প্রয়োজন।

ইনতিকাল

কাশফুয যুনূন নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে আল্লামা সিরাজী র.-এর ইনতিকালের তারিখ লেখার স্থান খালি রাখা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কাশফুয যুনূনের গ্রন্থকার তাঁর ইনতিকালের সঠিক তারিখ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কাশফুয যুনূন গ্রন্থে 'সিরাজী' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতাগণের ধারাবাহিক আলোচনায় তাঁর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আবুল হাসান হায়দার ইবনে ওমর সান'আনী কর্তৃক লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, সিরাজী গ্রন্থের রচনা ৩৫৮ হিজরীর পূর্বে হয়েছে। অতএব, সাজাওয়ান্দী র.- কে চতুর্থ শতকের হানাফী গ্রন্থকারগণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
ইফতা বিভাগ

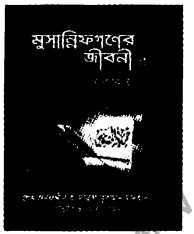

মুসান্নিফগণের জীবনী

সানুভী ৪র্থ বর্ষ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জামাল উদ্দীন উসমান র.	১২৬	কাফিয়া
আব্দুর রহমান জামী র.	১২৯	শরহে জামী
আব্দুল্লাহ্ আবুল বারাকাত র.	১৩৩	কানযুদ দাকায়িক
আহমদ আবুল হুসাইন কুদূরী র.	১৩৬	মুখতাসারুল কুদূরী
নিযাম উদ্দীন শাশী র.	১৪০	উসূলুশ শাশী
ই'জায আলী র.	১৪২	নফহাতুল আরব
আবুল মাআলী র.	১৪৯	তালখীসুল মিফতাহ
হাফনী বেগ নাসিফ র.	১৫২	দুরূসুল বালাগাত
মনযূর নু'মানী র.	১৫৫	আল-ফিয়াতুল হাদীস
ফযলে ইমাম র.	১৫৮	মিরকাত
শায়খ আহমদ র.	১৬১	নফহাতুল ইয়ামান

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাফিয়া গ্রন্থকার

জামাল উদ্দীন উসমান র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : ওসমান।

উপনাম : আবূ আমর।

উপাধি: জামালুদ্দীন।

পিতার নাম : উমর।

আল্লামা হাফেয যাওহারী র. এর ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর পিতা বাদশাহ ইযদুদ্দীন মূসেক সিলাহীর দারোয়ান ছিলেন। আরবী ভাষায় যাকে হাজিব বলে। এ জন্যই তিনি ইবনে হাযিব নামে পরিচয় লাভ করেন।

তাঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ :

জামালুদ্দীন আবূ আমর উসমান ইবনে উমর ইবনে আবী বকর ইবনে ইউনুস আদ্ দুআলী আল মিশরী আল মালিকী র.। তিনি ৫৭০ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন।

শৈশবকাল

আল্লামা ইবনে হাজিব র. ছিলেন খুব বিনয়ী ও নম্র, ছেলেবেলাতেই তার মাঝে মেধার বিকাশ ঘটেছিল। কোন পড়া সহজে মুখস্থ করতে বা বলতে তেমন কষ্ট হত না। আল্লামা ইবনে হাজিব র. প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকা

কায়রোতেই সম্পন্ন করেন এবং ফিকাহ্ ও তর্ক শাস্ত্র বড় বড় আলিমে দীন থেকে হাসিল করেন।

শিক্ষাজীবন

আল্লামা ইবনে হাজিব র. মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবকালেই তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্ত এর কাজ শেষ করেন। তিনি আল্লামা শাতিবী র. থেকে ইলমে ক্বিরাআত আয়ত্ব করে নেন। এবং আততাইসীর হাদীস গ্রন্থ শ্রবণ করেন।

আল্লামা আবুল জূদ র.থেকে ক্বিরাআতে সা'বা পড়েন এবং শায়েখ আবুল মানসূর শাতিবী র. এর নিকট ইলমে ফিকাহ্ এবং ইবনুল বান্না র. এর নিকট সাহিত্য জ্ঞান অর্জন করেন।

কর্মজীবন

আল্লামা ইবনে হাজিব র. শিক্ষাজীবন শেষ করে প্রায় এক যুগ দামেস্কের জামে মসজিদে শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম এর নিকট এবং পরে তিনি মিশরে গমন করেন। সেখানে মাদরাসায়ে ফাযিলিয়্যাহ এর সদর নিযুক্ত হন। সবশেষে তিনি ইসকান্দারিয়ায় আগমন করেন। এখানে তিনি স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু বেশি দিন না যেতেই তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করে পরপারে চলে যান।

উসতাদগণের তালিকা

ইবনে হাযিব র. অনেক বড় বড় মনীষীগণেরথেকে ইলমে দীন হাসিল করেছেন । তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন।

* আল্লামা আবুল জূদ র.।
* শায়খ আবুল মানসূর শাত্বিবী র.।
* ইবনুল বান্না র.।

রচনাবলী

আল্লামা ইবনে হাজিব র. কর্তৃক রচিত উল্লেখযোগ্য কিতাব হল :

* কাফিয়া।

Free © www.e-ilm.weebly.com

* আল মুকতাফিযুল মুবতাদী।
* আল ঈযাহ শরহে মুফাসসাল।
* আল মুখতাসার।
* আল মুখতাসার (উসূল বিষয়ে)।
* জামালুল আরব (ইলমে আদব বিষয়ে)।
* المقصد الجليل فى اعلام الخليل (আল মাকসাদুল জালীলু ফী ই'লামিল খালিল।)
* مطالع السوال و الاعمال فى علم الاصول والجدال (মতালিউস সুয়ালি ওয়াল আমালি ফী ইলমিল উসূলি ওয়াল জিদল।)
* المنتهى (আল মুনতাহী।)
* شافية (শাফিয়া।)
* شرح شافية (শরহে শাফিয়া।)
* الاعمال فى النحوية (আল আ'মালু ফিন নাহবিয়া।)
* كتاب جامع الامهات (কিতাবু জামিইল উম্মাহাত।)

ইনতিকাল

আল্লামা ইবনে হাজিব র. ৬৪৬ হি. শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ বৃহ:বার ৭৬ বছর বয়সে ইসকান্দারিয়া নামক স্থানে মহান রাব্বুল আলামীন এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন এবং বাবুল বাহারের বাইরে শায়খ সালেহ ইবনে আবি উসামার সামাধির নিকট সমাহিত হন।

মুহাম্মদ রিদওয়ান
তাকমীল

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শরহে জামী গ্রন্থকার

আব্দুর রহমান জামী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আব্দুর রহমান।

উপাধি: ইমাদুদ্দীন। তবে প্রসিদ্ধ হল নূরুদ্দীন।

উপনাম : আবুল বারাকাত।

পিতার নাম : আহমাদ।

পিতার উপাধি: শামসুদ্দীন।

দাদার নাম : মুহাম্মাদ।

তিনি ২৩শে শাবান ৮১৭ হিজরীতে খোরাসান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দাস্ত ও জাম নামক স্থানে অবস্থান করার কারণে তাকে দাসতি ও জামী বলে ডাকা হত। তিনি মোল্লা জামী নামে বেশী পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

আল্লামা মোল্লা জামী র. প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়ীতেই সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট নাহব ছরফ শিক্ষা করেন। অতপর খাজা আলী

Free@www.eilm.weebly.com

সমরকান্দ এবং মাওলানা জুনদ উসুলীসহ প্রমুখ বড় বড় আলিম থেকে ইলম অর্জন করে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

উস্তাদগণের তালিকা

আল্লামা মোল্লা জামী র. দেশের প্রখ্যাত হককানী আলিমে দীন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীদের মধ্য থেকে কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

* খাজ আলী সমরকান্দী র.।
* শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ জাযেরী র.।
* স্বীয় পিতা আহমাদ র.।
* মোল্লা ইলা উদ্দীন কাওসাজি র.।

তাঁর কারামাত

আল্লামা মোল্লা জামী র. যেমনিভাবে একজন উচ্চ মাপের আলিম ছিলেন। তেমনিভাবে একজন উঁচু মাপের সাধক ও রাসূল প্রেমিকও ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযা মুবারক এর পাশে কিছু কবিতা বা পংক্তি পাঠ করতে চাইলেন, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন বাদশাহকে স্বপ্নে দেখালেন যেন তিনি সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তার অগাধ ভালবাসা থাকার কারণে তিনি বাদশার বাধা উপেক্ষা করে গোপনে শহরে প্রবেশ করতে চাইলেন। আবার বাদশাহকে স্বপ্নে দেখানো হল যে, সে তো প্রবেশ করে ফেলল। পরে তাঁকে নিয়ে জেলখানায় রাখলেন। বাদশাহকে আবার স্বপ্নে দেখানো হল যে, সে তো কোন অপরাধ করেনি বরং সে এমন কিছু কবিতা আমার শানে পাঠ করবে যার কারণে আমি হাত বাড়িয়ে তার সাথে মুসাফাহা করতে বাধ্য হব। আর এর কারণে ফিৎনা সৃষ্টি হবে। তখন বাদশাহ্ তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দেন।

তাঁর ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা রয়েছে যে, শায়েখ আব্দুল গনী নাবিলিযী হানাফী র. বলেন যে, মোল্লা জামীকে পরীক্ষা করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় এবং পরীক্ষার জন্য সামনে মরা মোরগ রাখা হয়। তখন তিনি কুম বি ইযনিল্লাহ বলে ডাক দিলে মোরগ জীবিত হয়ে যায়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

শিষ্যদের তালিকা

আল্লামা মোল্লা জামী র. এর অনেক শিষ্য থাকা সত্ত্বেও একজন ব্যতীত কারো নাম পাওয়া যায়নি। তিনি হলেন, মোল্লা আব্দুল গফূর র.।

কর্মজীবন

আল্লামা মোল্লা জামী র. শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন স্থানে দীনী ইলমের খিদমতে নিয়োজিত থাকেন এবং জীবনের সিংহভাগ সময়ই তিনি ইলম এর পিছনে ব্যয় করেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা ও হজ্ব পালন

একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে বলছে তুমি একজন হাবীব ধর, যিনি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। এ নির্দেশনা পেয়ে তিনি সমরকন্দ থেকে খোরাসানের খাজা উবাইদুল্লাহ নকশবন্দীর দরবারে গমন করেন। খাজা সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর ফয়েয ও বরকতে তিনি আধ্যাত্মিকতায় উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হন। পরে সা'দ উদ্দীন কাশগরী থেকেও উপকৃত হন। আরো অনেকের সাথে সাক্ষাত করেন। ৮৭৭ হিজরীতে তিনি পবিত্র হজ্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি সিরিয়া, দামেস্ক প্রভৃতি স্থানে সফর করেন। তখন সেখানকার সকল উলামা ও ফুযালা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

কবিতা রচনা

কবিতার প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল। কবিতা লেখা, আবৃত্তি করা ইত্যাদি তার প্রিয় কাজ ছিল। ফারসী কবীদের মধ্যে তার অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে, মসনবী শরীফ, লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত তার পৃথক একটি কাব্য সংকলন ছিল। এটি "কুল্লিয়াতে জামী" নামে প্রকাশিতও হয়। এতে কবিতা, গজল, খণ্ড কবিতা, ছন্দ ইত্যাদি লিখিত রয়েছে।

রচনাবলী

তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় ৫৪ বা ততোধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হল :

* شرح حديث اربعين (শরহে হাদীসে আরবাইন।)

Free @ www.eilm.weebly.com

*شواهد نبوت (শাওয়াহেদে নবুওয়াত।)

* طريقه نقشبنديه (তরীকতে নকশবন্দিয়া।)

* اشعة اللمعات (আশিয়াতুল লামআত। { ফারসী ভাষায় রচিত}

*مناقب عارف رومى (মানাকিবে আরিফে রূমী।)

*رسالة لا اله الا الله (রিসালায়ে লা-ইলাহা ইল্লাহু।)

* مناسك حج (মানাসিকে হজ্জ)

* شرح اشعار مأة عامل منظوم (শরহে আশআরে মিআতে আমিল মান্‌যূম।)

ইনতিকাল

আল্লামা মোল্লা জামী র. শব্দের সংখ্যা হিসাবে তিনি ৮১ বছর হায়াত পেয়ে ৮৯৪ হিজরীর মুহাররম মাসে জুমার দিনে হেরাত নামক শহরে ইন্‌তিকাল করেন। আর সেখানে তাঁর দাফনের কাজ সমাধা করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে খোরাসানে দাফন করা হয়েছে।

মুহাম্মদ আবূ সাঈদ
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কানযুদ দাকায়িক গ্রন্থকার

আব্দুল্লাহ আবুল বারাকাত র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আব্দুল্লাহ।
কুনিয়াত : আবুল বারাকাত।
উপাধি: হাফিয উদ্দীন।
পিতার নাম : আহমদ।
দাদার নাম : মাহমূদ।

তিনি নাসাফ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সে শহরেই বসবাস করেন। এ জন্য তাঁকে নাসাফী বলা হয়। এক সময় এটি ছিল অত্যন্ত জমজমাট ও প্রসিদ্ধ একটি শহর। তবে কালের বিবর্তনে এটি জনশূন্য ও নির্জন হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন সে যুগের আবেদ, জাহেদ, পরহেযগার ও ইমামদের অন্যতম। ইলমে ফিক্‌হতে তিনি ছিলেন অন্যতম বা সবার শীর্ষে। সুনিপুণ লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন সুখ্যাত ও প্রসিদ্ধ। গ্রন্থগার সম্পর্কে আল্লামা আতক্বানী র. বলেন, তিনি ছিলেন সে যুগের ইমামে কামিল, যোগ্য লেখক, সূক্ষ্মদর্শী ও গবেষক।

শৈশবকাল

বাল্যকাল থেকেই তাঁর আচার-আচরণ ছিল সাদাসিদা, নম্র-ভদ্র, মার্জিত ও সহনশীল। যার গুণ-গরিমা দেখে ভবিষ্যতে এক মহামনীষী রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন বলে সমকালীন যুগের লোকেরা ধারণা করত। সত্যিই

Free@www.eilm.weebly.com

সেই সব কল্পনা-জল্পনা ও ধারণা বাস্তবায়িত হলো। আগমন করলেন সেই বালক (আব্দুল্লাহ নাসাফী)। যিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। পড়া-লেখার প্রতি ছিল তার অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা। খেলাধুলার প্রতি ছিল তাঁর অনিহা। সমবয়সী, সাথী ও বন্ধুদের সাথে আচরণ ছিল প্রীতিকর। বাবা-মার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দরদী ও সদয়। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, আমার বয়স যখন ৪/৫ বছর তখন আমি মকতবে ভর্তি হই। এরপর ৭/৮ বছর বয়সে আমি হিফযুল কুরআন সমাপ্ত করি। এরপর শুরু হয় শিক্ষা জীবন।

শিক্ষাজীবন

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হিফযুল কুরআনের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের বাড়ীতে সমাপ্ত করার পর ১৪/১৫ বছর বয়সে দর্শণ শাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র ও উসূলে ফিকহের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি দীনের সকল বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

শিষ্যগণের তালিকা

গ্রন্থকারের শিষ্যদের তালিকায় শুধু আল্লামা সাক্কাকী র. এর নাম পাওয়া যায়। আর কারো নাম পাওয়া যায় না।

কর্মজীবন

ইমাম নাসাফী র. ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর লেখকদের অন্যতম একজন। লিখনীর জগতে সু-নিপুণ লিখনীর মাধ্যমে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যত তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ইলমী খিদমত করেছেন। যার ফলে বহু শিষ্য তৈরী করেছেন। সাথে সাথে অনেক গ্রন্থাবলীও রচনা করেন।

রচনাবলী

তিনি ছিলেন কলম সৈনিকদের অন্যতম একজন। তাইতো লিখনীর জগতে চির স্বাক্ষর রাখার মত আলোকিত মানুষের ভূমিকা রেখে গেছেন এবং তিনি বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর লিখিত কিছু কিতাবের নাম দেওয়া হল :

Free @ www.eilm.weebly.com

* আল ওয়াফী (ফুরূয়ের ক্ষেত্রে)।
* আল কাফী : ওয়াফী এর শরাহ।
* কানযুদ দাকায়িক (ফিকহ বিষয়ক)।
* আল মানার (উসূলে ফিকহ)।
* كشف الاسرار شرح منار (কাশফুল আসরার শরহে মানার।)
* مصفى (মুসাফফা)
* مستصفى (মুসতাসফা) {শরহে ফিকহে নাফে}
* اعتماد (ই'তেমাদ) {শরহে উমদাহ}
* مدارك التنزيل (মাদারিকুত তানযীল) ইত্যাদি।

ইনতিকাল

তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

শায়খ কিওয়ামুদ্দীন ইতকানী র., মোল্লা আলী কারী র. এবং কাশফুয যুনূন এর রচয়িতা মুস্তফা ইবনে আব্দুল্লাহ 'ই'তিমাদুল ইতিকাদ' গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনি ৭০১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ৭১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা তাঁর নিজ গ্রন্থ "আল আসলু ফী বায়ানিল ওয়াসলি ওয়াল ফাসলি"এর মাঝে ৭১০ হিজরীর পর ইনতিকাল করেন বলে উল্লেখ করেন।

শায়খ হুমুবী র. তাঁর নিজ শরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তিনি ৭১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন। এ মতটি সম্ভবত সঠিক।

খুলাসাতুল আসকিয়া এর গ্রন্থকার তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে কবিতার একটি অংশ উল্লেখ করেন, যার দ্বারা গ্রন্থকার যে ৭১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আল্লামা ইতকানী র. বলেন, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল ই'জায শহরে, আর দাফন করা হয় জালালে।

মুহাম্মদ হুমায়ূন আইয়ূব
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থকার

আহমদ আবুল হুসাইন কুদূরী র.

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : আহমদ।

উপনাম : আবুল হুসাইন।

নিসবত : কুদূরী।

পিতার নাম : মুহাম্মদ।

দাদার নাম : আহমদ।

বংশ পরম্পরা

আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জা'ফর ইবনে হামাদান আল বাগদাদী আল-কুদূরী। বাগদাদে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁকে বাগদাদী বলা হয়। তিনি ৩৬২ হিজরী সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন।

কুদূরী বলার কারণ

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান র. স্বীয় কিতাব وفيات الاعيان গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, قاف و دال এর মধ্যে ضمه এর সাথে এবং واو এর মাঝে سكون এর সাথে যা قدر এর جمع । যার অর্থ হাঁড়ি, পাতিল। قدور এর দিকে নিসবত করে তাঁকে কুদূরী বলা হত।

Free © www.eilmweb.com

মাদীনাতুল উলূম গ্রন্থ প্রণেতা কুদূরী নাম করণের স্বার্থকতা সম্পর্কে বলেন যে, গ্রন্থকার হাঁড়ি-পাতিল তৈরী করতেন বা হাঁড়ি বেচাকেনা করতেন। তাই তাকে কুদূরী বলা হত।

কারো কারো মতে তিনি কুদূর নামক গ্রামে বাস করতেন বলে তাকে কুদূরী বলা হয়।

শিক্ষাজীবন

ইমাম কুদূরী র. ফিকাহশাস্ত্র এবং হাদীসশাস্ত্রে ইসলামের স্তম্ভ। তিনি আল্লামা ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মাহদী জুরজানী (মৃ. ৩৯৮ হি.) হতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস এর শিষ্য ছিলেন এবং আবূ বকর জাস্‌সাস সায়খ আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ কারখীর শিষ্য ছিলেন এবং ইমাম কারখী র.সায়খ সাঈদে বারদায়ীর শিষ্য ছিলেন এবং সাঈদ বারদায়ী র. আল্লামা মূসা রাযীর নিকটতম ছাত্র ছিলেন এবং মূসা রাযী র. ইমাম মুহাম্মদ সায়বানীর নিকটতম শিষ্য ছিলেন।

ইমাম কুদূরী র. পাঁচ ওয়াসিতায় (সূত্রে) ইমাম মুহাম্মদ সায়বানীর থেকে ইলমে ফিকহ অর্জন করেছেন।

আর ইলমে হাদীস অর্জন করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে সুওয়াইদ এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে।

উস্‌তাদগণেরতালিকা

নিম্নে কয়েকজনের নাম দেওয়া হল :

* আল্লামা ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া।
* মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে সুওয়াইদ র.।
* উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র.।

মনীষীগণেরদৃষ্টিতে

ইমাম কুদূরী র. মনীষীগণেরদৃষ্টিতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যার কতিপয় বিবরণ নিম্নরূপ :

* খতীব বাগদদী র. বলেন, আমি ইমাম কুদূরী র. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি, তিনি সত্যবাদী এবং হাদীস খুব কমই বর্ণনাকারী।

Free@www.e-iqra.weebly.com

ইমাম সাম'আনী বলেন, كان فقيها صدوقا انتهت اليه رياسة اصحاب ابى حنيفة بالعراق وعز عندهم وارتفع جاه وكان حسن العبارة فى النظر مديما لتلاوة القرأن অর্থাৎ : তিনি ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, সত্যবাদী, তাঁর মাধ্যমেই হানাফীদের শৌর্য-বীর্য ইরাকের মাটিতে পদার্পণ করেছে, তাঁর খুবই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, তাঁর অনর্গল বক্তৃতা, ক্ষুরধার লিখনী বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক, প্রাত্যহিক জীবনে অধিক পরিমান কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করতেন।

তিনি তৎকালীন বিশ্বের ফকীহদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ন রেখেই সঠিক সমস্যাবলী আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইমাম কুদূরী এবং শায়খ আবু হামেদ ইসফারাইনী শাফিঈর মাঝে সর্বদাই জ্ঞানভিত্তিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা - পর্যালোচনা এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু তিনি তাঁর মার্যাদার কদর করতেন।

শিষ্যদের তালিকা

শিষ্যদের উল্লোখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

* আবূ বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে ছাবেত খতীব আল-বাগদাদী র. ।
* কাযিউল কুযাত আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আফগানী র.।
* কাযী মুফায্যল ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবুল কারায তান্নুখী র., (মৃত্যু. ৪৪৩ হি.)

ফিকহী মাকাম

ইবনে কামাল পাশা ইমাম কুদূরীকে এবং হেদায়া গ্রন্থকারকে পঞ্চম তবকার (স্তরের) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকাংশ আলেমগণ তাঁর ব্যাপারে এ মন্তব্যও করেছেন যে, তিনি হযরত কাযীখান থেকেও বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর থেকে বড় না হলেও তাঁর সমমানের তো হবেনই সুতরাং তিনি প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় তবকায় ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইবনে কামাল পাশা ফুকাহায়ে কিরামকে সাত তবকায় ভাগ করেছেন।

কুদূরীর বৈশিষ্ট্য

হাজার বছরের প্রাচীনতম গ্রন্থ হতে প্রায় ১২ হাজার প্রয়োজনীয় বাছাইকৃত মাসআলার সংকলনগ্রন্থ। গ্রন্থটি রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Free @www.e-iqra.weebly.com

তাশ কুবরাযাদা লিখেছেন, ان هذا مختصر القدورى تبرك به العلماء حتى جربوا قرائنه اوقات الشدائد وايام الطاعون অর্থ্যৎ, এই সেই মুখতাসারুল কুদূরী যা কর্তৃক মহাজ্ঞানীরা বরকত ও কল্যান অর্জন করে থাকেন এবং কুদূরীর পাঠ কঠিন বিপদ সংকুল অবস্থার প্রাক্কালে ও মহামারীর সময়ে পরিক্ষিত হয়েছে।

মিসবাহুল আনোয়ারের গ্রন্থকার লিখেছেন, যে ব্যক্তি কুদূরী গ্রন্থটি স্মৃতিপটে রাখবে সে দুর্ভিক্ষ হতে নিস্কৃতি পাবে।

রচনাবলী

ইমাম কুদূরী র. আল মুখতাসারুল কুদূরী ছাড়াও যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তা হল :

* تجريد (তাজরীদ) এটি সাত খণ্ডে প্রকাশিত। হানাফী ও শাফি'ঈদের মধ্যে যে সকল মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে সে গুলোর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থে।

২. مسائل الخلاف (মাসাইলুল খিলাফ) এতে দলীল প্রমাণসহ ঐ সকল মাসআলার উল্লেখ রয়েছে যে গুলোর মাঝে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

৩. تقريب (তাকরীব) এতে দলীলসহ মাসআলাসমূহের উল্লেখ রয়েছে।

৪. شرح مختصر الكرخى (শরহে মুখতাসারুল কারখী)।

৫. شرح ادب القاضى (শরহে আদাবুল কাযী)।

ইন্তিকাল

এই মহান সাধক, দীনের একনিষ্ঠ সেবক ৪২৮ হিজরী সনে ৫ রজব রবিবার ৬৬ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। সে দিনই আবূ বকর খাওয়ারিজিমী এর পাশে ' দারে আবী খালফ' নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তীতে শারেয়ে মানসূর এলাকাতে স্থানান্তর করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করুন।

মুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দীক
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উসূলুশ-শাশী গ্রন্থকার

নিযাম উদ্দীন শাশী র.

ভূমিকা

উসূলুশ শাশী গ্রন্থটি হানাফী উসূলে ফিকহের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। যার সংকলক অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, যশ খ্যাতি কিছুই পছন্দ করতেন না।

যেহেতু গ্রন্থকার ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত এবং মানুষের খিদমতের মাধ্যমে উভয় জাহানে কল্যান লাভের মানসে গ্রন্থের কোথাও নিজের নাম উল্লেখ করেননি সেহেতু ব্যাখ্যাদাতাগণও সে ব্যাপারে কোন আলোচনা করেননি। তবে বিভিন্ন কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা গেছে কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ নেই। যেমন, দক্ষিণ ভারতের হায়দারাবাদের আসেফিয়া গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীতে এ গ্রন্থের একটি হাতের লেখা কপি রয়েছে। তাতে গ্রন্থকারের স্থান খালি রয়েছে। محبوب الا لباب فى تعريف الكتب والكتاب নামক গ্রন্থসূচীতে এ ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ নেই। اكتفاء القنوع بماهو مطبوع গ্রন্থসূচীতে উসূলে ফিকহ অধ্যায়ে শুধু الشاشى الملقب بالقفال কথাটিই উল্লেখ রয়েছে। তবে, এ কথাটি উসূলুশ শাশী এর ব্যাপারে বলা হয়নি। কেননা, কাফ্ফাল উপাধি দুই ব্যক্তির ছিল। একজন হলেন, আবূ বকর মুহাম্মদ আলী ইবনে ইসমাঈল আল-কাফ্ফাল র.। আর অপরজন হলেন, আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাফ্ফাল র.।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উল্লেখিত একজনও উসূলুশ শাশী এর গ্রন্থকার নন। কারণ, প্রথমজন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আর উসূলুশ শাশী গ্রন্থটি হল ফিকহে হানাফীর উপর লিখিত। আর দ্বিতীয়জন হলেন মরূযী গ্রন্থের সম্মানিত লিখক।

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নাফহাতুল আরব গ্রন্থকার

আল্লামা ই'জায আলী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

নাম : মুহাম্মদ ই'জায আলী।

উপাধি: ই'জাযুল উলামা।

পিতার নাম : মি'জায আলী।

বংশ পরম্পরা

ই'জায আলী ইবন মুহাম্মদ মি'জায আলী বিন হাসান আলী বিন খাইরুল্লাহ।

জন্মভূমি

তাঁর জন্মভূমি মুরাদাবাদের পার্শ্বের একটি প্রসিদ্ধ ছোট শহর আম্রুহায়। তিনি ছিলেন কাম্বোহ গোত্রীয়। কাম্বোহ হলো হিন্দুস্তানের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। তাঁর পূর্বপুরুষগণ রাজকীয় সৈন্যের উঁচু পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে ভূষিত ছিলেন। তাঁর জন্ম হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ শহর "বাদাইউনে" ১৩০০ হিজরীতে সূর্য ডুবার সময় হয়েছিল। ই'জায আলী নামটি তাঁর নানাজান রেখেছিলেন।

শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক অবস্থায় তিনি কুতুবুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির নিকট কুরআন শরীফের দুই তৃতীয়াংশ নাযিরা পড়েন। এরপর হাফিয শারফুদ্দীন র. এর

Free © www.eilm.weebly.com

নেগরানীতে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করেন। তিনি উর্দূ ভাষা শিক্ষা অর্জনের পর তাঁর পিতা থেকে ফার্সী ভাষা অর্জন করেন। এরপর তালহেরী নামক স্থানে গুলশানে ফয়েয নামক প্রসিদ্ধ মাদরাসায় মাওলানা মাকসূদ আলী খান সাহেব যিনি মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর নিকট আরবী দরসে নিযামীর প্রাথমিক কিতাবগুলো শরহে মোল্লা জামী পর্যন্ত পড়েন। অত:পর শাহজাহান পুরের প্রসিদ্ধ দীনী প্রতিষ্ঠান "আইনুল ইলম" এ দাখিলা নেন। এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা আব্দুল হক র.। এখানে তিনি হযরত মাওলানা ক্বারী বশীর আহমদ র. থেকে দরসে নেযামীর অধিকাংশ কিতাব ছাড়াও শরহে মোল্লা জামী ও কানযুদ দাকায়িক পড়েন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ র. এর নিকট ফার্সীর কতিপয় কিতাব ছাড়াও ইলমে ফিক্হের প্রসিদ্ধ কিতাব শরহে বিকায়া পড়েন।

দারুল উলূম দেওবন্দ গমন

যখন "আইনুল ইলম' এ দরসে নিযামীর মধ্যম পর্যায়ের কিতাবসমূহ থেকে ফারিগ হলেন, তখন মাওলানা বশীর আহমদ র. ও মুফতী কিফায়তুল্লাহ র. এর একাগ্রতায় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম দীনী প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছেন। সেখানে দাখিলা পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম মাওলানা হাফিয আহমাদ র. এর নিকট হিদায়া ১ম ও ২য় খণ্ড পড়েন এবং দারুল উলূমের প্রসিদ্ধ তর্কবিদ ও দার্শনিক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাহোল ভাগলপুরী র. এর নিকট "মীর কুতবী" পড়েন, তিনি ছাড়াও অন্যান্য উস্তাদের নিকটও কতিপয় কিতাব অধ্যয়ন করেন। দারুল উলূমে আসার সাথে সাথে এক বৎসর অতিবাহিত না হতেই তিনি মিরাঠে অবস্থানরত তাঁর বোনের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সেখানে যান। সেখানে মাওলানা আশিক এলাহী মিরাঠী র.বললেন, এক, দুই বৎসর মিরেঠ মাদরাসায় পড়াশুনা কর। তাঁর কথায় মিরাঠেও কয়েক বৎসর পড়াশুনা করেন। এরপর মিরেঠেরই 'খায়ের পিরে' প্রসিদ্ধ দরসগাহ্ মাদরাসায়ে কওমীতে ভর্তি হন। এখানে তিনি মাওলানা আশিক এলাহী র. থেকে উসূল ও আরূয এর কতিপয় কিতাব পড়েন এবং সে মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মু'মিন দেওবন্দী র.নিকট আকাইদ, মান্কূলাত ও ফালসাফার অধিকাংশ কিতাব পড়েন। তা ছাড়াও কুতুবে সিত্তাহ্ থেকে বুখারী শরীফ ব্যতীত সকল কিতাব শেষ

Free@www.eilmweekly.com

করেন। এ পর্যায়ে পৌঁছে মাওলানা আশিক এলাহী সাহেবের অনুমতি নিয়ে দেওবন্দে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হন এবং হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান র. থেকে সহীহ্ বুখারী, জামে' তিরমিযী, সূনানে আবী দাউদ শরীফ, হেদায়া তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড, তাফ্সীরে বাইযাবী, তাওযীহ্ ও তাল্ভীহ্ ইত্যাদি কিতাবসমূহ পড়েন। এছাড়াও বিষয়ভিত্তিক কিতাবসমূহ দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম উস্তাদ মাওলানা গোলাম রসূল খান হাজরভী র. এর নিকট এবং ফাতাওয়া লেখার কাজ হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব থেকে শিখেন এবং আদবের অধিকাংশ কিতাব মাওলানা মুঈযুদ্দীন র. এর নিকট পড়েন।

উস্তাদগণের তালিকা

তিনি তাঁর জীবনে অনেক উস্তাদ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণের নাম উল্লেখ করা হল।

* মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন র.।
* হাফেজ শারফুদ্দীন র.।
* মাওলানা মাকসুদ আলী খান র.।
* মাওলানা ক্বারী বশীর আহমদ র.।
* মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ র.।
* মাওলানা হাফিয আহমাদ র.।
* মাওলানা মুহাম্মদ সাহেল ভাগলপুরী র.।
* মাওলানা আশিক এলাহী র.।
* মাওলানা আব্দুল মু'মিন র.।
* হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী র.।
* মাওলানা গোলাম রসূল খান হাজরভী র.।
* মুফ্তী আযীযুর রহমান র.।
* মাওলানা মুঈযুদ্দীন র.।
* মাওলানা আব্দুল হক র.।

শিষ্যদের তালিকা

তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছয় হাজারের কম নয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে অসম্ভব। নিম্নে উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের নাম প্রদত্ত হল।

Free © www.eilm.weebly.com

* মাওলানা হিফযুর রহমান সিহরাভী র.।
* মুফতী মুহাম্মদ শরীফ র.।
* মাওলানা আতীকুর রহমান উসমানী র.।
* মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা র.।
* ডক্টর মোস্তফা হাসান কাকূরী র.।
* মুফ্তী মাহমূদ হাসান নানূতবী র.।
* মাওলানা মনযূর আহমদ নু'মানী র.।
* মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবারাবাদী র.।
* মাওলানা নাসীম আহমদ ফরীদী র.।
* কাযী যাইনুল আবিদীন সাজ্জাদ মিরাঠী র.।
* হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব র.।
* মাওলানা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী র.।
* মাওলানা মি'রাজুল হক র.।
* মাওলানা আব্দুল আহাদ র.।
* মৌলভী সাইয়িদ হাসান র. প্রমুখ।

কর্মজীবন

তাঁর কর্মজীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, তিনি সারাজীবন দীনে ইলমেরই খিদমত করে গেছেন। একে জীবনের পাথেয় করে নিয়েছেন। ইলমী খিদমতের মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

ভাগলপুর ও শাহজানপুরে শিক্ষকতা

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারিগ হওয়ার পর হযরত শায়খুল হিন্দ র. তাঁকে ভাগলপুরে অবস্থিত মাদরাসায়ে নু'মানিয়ায় শিক্ষক হিসাবে পাঠান। সেখানে তাঁর দরস ও তাদরীসের সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসার ছাত্র সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। তাঁর মেহনত, একাগ্রতা, আন্তরিকতা, নিরলস সাধনা তাঁকে এই পর্যায়ে নিয়ে যায়।

বেরলভীদের (এটি ভারতের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশ) সাথে একটি মুনাযারাকে কেন্দ্র করে তিনি মাদরাসায়ে নুমানিয়া ছেড়ে দেন। এরপর তাঁর পিতার

নির্দেশে ভারতের শাহজাহানপুরের আফযালুল উলূম মাদরাসায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি তিন বছর শিক্ষকতা করেন।

Free@www.eilm.weebly.com

শিক্ষক হিসেবে দারুল উলূম দেওবন্দে যোগদান

আফযালুল উলূম মাদারাসা থেকে বিদায় নেয়ার পর ডা: হযরত মাওলানা মাখোন হোসাইন র. এর মধ্যস্থতায় দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয় ২৫ রূপী। ১ম শিক্ষাবর্ষে ইলমুসমীগাহ, মুফীদুত তালেবীন, নূরুল ইযাহ ইত্যেদি কিতাবসমূহ তাঁর যিম্মায় অর্পিত হয়।

হায়দারাবাদে দায়িত্ব গ্রহণ

দারুল উলূমে এসেও তিনি সকলের নযর কাড়তে সক্ষম হন। তাঁর মেধা, মননশীলতা, পাঠদান পদ্ধতির কারণে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তারাক্কী হতে থাকে দ্রুত। এরই মাঝে ১৩৩৯ হিজরী হায়দারাবাদের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ র.-এর অনুরোধে সেখানের মুফতীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৩৪০ হি. দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীর পদ শূন্য হলে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পুনরায় দারুল উলূমে চলে আসেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দারুল উলূমেই ছিলেন।

সময়ের নিয়মানুবর্তিতা

সময়ের পাবন্দি বা নিয়মানুবর্তিতা দরসের জন্য, ছাত্র শিক্ষকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্যের অন্যতম নিদের্শন। ঘন্টা বাজার সাথে সাথেই ক্লাসে যেতেন এবং পরবর্তী ঘন্টা পড়ার সাথে সাথেই ক্লাস থেকে উঠে যেতেন। সামান্য সময়ও এদিক সেদিক হতো না। পূরো বৎসরই তিনি একই নিয়মে চলতেন। ঘন্টা বাজার দশ মিনিট পূর্বেই তিনি সকল প্রস্তুতি শেষ করে ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতেন। অপরাপর সকল কাজের ক্ষেত্রেই ছিল তার সময়ের এমন নিয়মানুবর্তিতা।

স্বভাব-চরিত্র

একদিকে বিশিষ্ট আলিম এবং ফকীহ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর মন-মস্তিষ্কে-শিষ্টতা, রিক্ততা ও নম্রতা পরিপূর্ণ ছিল। এই শিষ্টতা ও নম্রতারই ফলাফল হল যে, তিনি যশ ও খ্যাতিকে ভাল মনে করতেন না। এমনকি

Free © www.e-ilm.weebly.com

সর্বসাধারণের বৈঠকে যখন কখনো তাকে তালাশ করা হতো, দেখা যেত যে, তিনি পৃথক একটি কোণায় বসে রয়েছেন।

কাব্য জগতে

দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির এবং আসাতিযায়ে কিরামের মধ্যে যারা কাব্যের স্বাদ উপভোগ করতেন, তাঁদের একজন হলেন হযরত মাওলানা ই'জায আলী র.। তাঁর কাব্যযোগ্যতা উর্দূ এবং আরবী দুটি ভাষাতেই সমভাবে ছিল। তিনি ফার্সী ভাষায় কখনও মেধা পরীক্ষা করেননি। অথচ ফার্সীর আগ্রহও আরবী থেকে তাঁর কম ছিল না। আরবী ভাষায় কথা বলা ঐ সময় থেকে আরম্ভ করেন যখন দেওবন্দ থেকে ফারিগ হয়ে গিয়েছিলেন। বিহারের এক বন্ধু তাঁকে চিঠি লিখে পাঠাল যে, এখানে অমুক তারিখে একটি কাব্য চর্চার আসর হবে, সেখানে আমরাও কবিতা আবৃত্তি করতে চাই।সুতরাং তুমি নিজে অথবা কারো থেকে কিছু কবিতা লিখে পাঠিয়ে দাও। তিনি অনেকের কাছেই চেয়ে না পেয়ে নিজেই কবিতা লিখে পাঠিয়ে দেন।

রচনাবলী

তিনি দরসে নিযামীর খুব সূক্ষ্ম এবং জটিল কিতাবসমূহের অনুসন্ধান ও তাহকীকের পর হাশিয়া লিখেন এবং নিজের দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সামর্থ অনুযায়ী ঐ কিতাবসমূহকে সহজ এবং ব্যাপকভাবে বুঝার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যার তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

* نفحة العرب (নাফহাতুল আরব।)

*حاشيه نور الايضاح (হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ) {ফার্সী)}

*حاشيه نور الايضاح (হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ) {আরবী)}

* حاشيه ديوان حماسه (হাশিয়ায়ে দিওয়ানে হামাসাহ)

* حاشيه كنز الدقائق (হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়িক)

* حاشيه ديوان متنبى(হাশিয়ায়ে দেওয়ানে মুতানাব্বী) {আরবী - উর্দূ}

* ترجمه ديوان متنبى(তরজমায়ে দিওয়ানে মুতানাব্বী।)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

* حاشيه شرح وقاية (হাশিয়ায়ে শরহে বিকায়া।)

* حاشيه مفيد الطالبين (হাশিয়ায়ে মুফীদুত তালিবীন) {সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ}

*حاشيه نفحة العرب (হাশিয়ায়ে নাফহাতুল আরব।)

ইনতিকাল

১৩৭৪ হিজরীর ১৩ রজব মঙ্গলবার সুবহে সাদিকের সময় ৭৪ বছর বয়সে ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। দেওবন্দেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মুহাম্মদ ফরীদ উদ্দীন
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তালখীসুল মিফতাহ গ্রন্থকার

আবুল মাআলী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : মুহাম্মদ।

উপনাম : আবূ আব্দুল্লাহ্।

উপাধি: আবুল মাআলী। জালালূদ্দীন ও কাযিউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি।

পিতার নাম : আব্দুর রহমান।

উপনাম : আবূ মুহাম্মদ।

ইবনে হাজর আসকালানী র. এর মতে তিনি কাযবীনে ৬৬৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কারো মতে তাঁর জন্ম ৬৬০ হিজরীতে ।

শিক্ষাজীবন

আল্লামা কাযবীনী র. হিজরী সপ্তম শতকের একজন বিখ্যাত (শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী) আলিম ও বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন। খুব অল্প বয়সেই ইলমে ফিকহ্ এ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর রোম সম্রাজ্যের কোনো এক এলাকাতে বিচারক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। কিছুকাল পর তিনি জ্ঞানের শহর বলে খ্যাত দামেস্কে আসেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষত আরবী সাহিত্য, ইলমে

হাদীস, ইলমে তাফসীর, মূলনীতিশাস্ত্র, ইলমে মা'আনী ও ইলমে বয়ানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি তখন সে যুগের বড় বড় আলিম থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

কর্মজীবন

আল্লামা কাযবীনী র. বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার পর দামেস্কের জামে মসজিদে খতীবের দায়িত্ব লাভ করেন। কিছুকাল পরে সুলতান নাসির তাঁকে সিরিয়ায় বিচারক নিযুক্ত করেন এবং সুলতান তাঁর যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করে দেন। এর কিছুদিন পর মিসরে আল্লামা ইবনে জামা'আর স্থানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর কিতাবে তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

উস্তাদগণেরতালিকা

আল্লামা কাযবীনী র. কাযবীন ও দামেস্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর যুগের বিশিষ্ঠ আলিম ও বুযুর্গদের থেকে অগাধ জ্ঞান অন্বেষণ করেন। কিন্তু তার উসতাদগণের নাম ও তালিকা তাঁর কোন কিতাবে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি।

শিষ্যদের তালিকা

আল্লামা কাযবীনী র. কুরআন-হাদীসের ওপর জ্ঞান অর্জন করার পর কর্মজীবনে দামেস্কের জামে মসজিদে খতীব নিযুক্ত হন এবং পরে তিনি সিরিয়া ও মিশরের বিচারক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোথায়ও দরস দিয়েছেন কি না তা কোন কিতাবের বর্ণনায় পাওয়া যায়নি। যার কারণে তাঁর শিষ্যদের নাম ও তালিকা পাওয়া যায় না।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে :

* تلخيص المفتاح (তালখীসুল মিফতাহ্।)

* الايضاح (আল-ঈযাহ্)

Free @ www.e-iim.weebly.com

السور المرجانى فى شعر الارجانى* (আস-সূরুল মারজানী মিন শে'রিল আরজানী।)

এগুলোর মধ্যে তালখীসুল মিফতাহ হলো আল্লামা সাক্কাকীর মিফতাহুল উলূম ৩য় খণ্ডের সার-সংক্ষেপ। কিন্তু কিতাবটি লিখার পর দেখা গেল যে, অপ্রত্যাশিতভাবে এটি বেশী সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি এর ব্যাখ্যাস্বরূপ 'ঈযাহ' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। এ ছাড়া তিনি আরও বহু কিতাব রচনা করেছেন।

ইনতিকাল

এ জগদ্বিখ্যাত আলিম ১৫ জুমাদালউলা ৭৩৯ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করে মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

মুহাম্মদ আবূ তালহা
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দুরূসুল বালাগাত মুসান্নিফ

হাফনী বেগ নাসিফ র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম হাফনী বেগ নাসিফ। তিনি ১২৭২ হিজরী সনে কায়রো নগরীর উপকণ্ঠে 'বরকতুল হিজ্জ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ ইসমাইল নাসিফ। জন্মের পূর্বেই তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। তার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ইয়াতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর দাদী ও মামার তত্ত্বাবধানে তিনি প্রতিপালিত হন।

শিক্ষাজীবন

গ্রামীণ মকতবে তিনি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্ত করেন। পরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১১ বছর বয়সে বাড়ী থেকে বের হয়ে মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি ১৩ বছর অবস্থান করে আরবী সাহিত্য ও ইসলামী জ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

উসতাদগণের তালিকা

তিনি মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা হতে ততকালীন যুগের বিশিষ্ট আলিমদের নিকট থেকে কুরআন

হাদীসের উপর বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু তার উস্তাদগণের নাম ও তালিকা কোন কিতাবে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

শিষ্যদের তালিকা

তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন ও ডিগ্রী লাভ করার পর আমিরিয়া মাদরাসা, ল'কলেজ ও মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন শিষ্যদের নাম ও তালিকা কিতাবের বর্ণনা সূত্রে পাওয়া যায় না।

কর্মজীবন

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেই আমিরিয়া মাদরাসায় আরবী বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে 'ল' কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সরকারী উকিলের সচিব পদে যোগদান করেন। পুনরায় ১৮৯২ ঈসাব্দে তিনি জজ কোর্টের জজ নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রে তিনি এতবেশী কৃতিত্ব ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, পরে তার উপর তানতা কোর্টের ভার অর্পণ করা হয়। ইতিমধ্যে মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর নিকট প্রস্তাব আসে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তানতা কোর্ট ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি শ্রেণী কক্ষে যে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করতেন পরে তা একত্রিত করে সংকলন করা হয়। পরবর্তীতে যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান পরিদর্শক অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। অবশেষে ৭০ বছর বয়সে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রবন্ধ রচনা ও কবিতা রচনা

হাফনী বেগ নাসীফ আধুনিক আরবী সাহিত্য আন্দোলনের এক বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। জ্ঞান গবেষণা এবং গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কবিতা রচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্য ও বিশেষস্থান লাভ করেন। প্রবন্ধ রচনায় তার পদ্ধতি ছিল অভিনব এবং স্বচ্ছ,

Free@www.e-iqra.weebly.com

সুন্দর, মার্জিত ও সাবলীল। কাবিতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ সর্বজনীনতা, গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ছিল। কবিতার ভাষা ছিল মিষ্টি মধুর ও সৌন্দর্যপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট অর্থবোধক।

Free © www.e-ilm.weebly.com

রচনাবলী

তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে :

* دروس البلاغة (দুরূসুল বালাগাত।)মিসর ও উপমাহাদেশের বিভিন্ন দেশে পাঠভুক্ত।
* حياة اللغات العربية (হায়াতুল্ লুগাতিল আরাবিয়া।) মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার সংকলন।
* مميزات اللغات العربية (মুমিযাতুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ।)
* الامثال العامية (আল আমসালুল আমিয়্যা।)
* بديع اللغات العامية (বাদীউল্ লুগাতিল আমিয়্যা।)

ইন্তিকাল

হাফনী বেগ নাসীফ তিনি ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ সনের নভেম্বর মাসে ইহকাল ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ডাকে সাড়া দেন।

মুহাম্মদ মাহমূদুল হাসান
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলফিয়াতুল হাদীস গ্রন্থকার

মনযূর নু'মানী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : মনযূর নু'মানী।

১৩২৩ হিজরীর ১৮ শাওয়াল ভারতের উত্তর প্রদেশের সম্ভুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা প্রথমত গ্রামের বাড়ী সম্ভুলে শুরু করেন। তারপর কিছুদিন দিল্লীর আব্দুর রব মাদরাসায় শিক্ষালাভ করে আজমগড় জেলার 'দারুল উলূম মউ' মাদরাসায় পড়াশুনা করে বিশ্ব বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ চলে আসেন। পরিশেষে দারুল উলূম দেওবন্দে দুই বছর লেখাপড়া করার পর ১৩৪৫ হিজরী সনে দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

কর্মজীবন

শিক্ষাক্রম সমাপণের পর আমরূহার চিল্লা নামক গ্রামের মাদরাসায় তিন বছর শিক্ষকতা করেন। তারপর লাক্ষ্ণৌর দারুল উলূম 'নদওয়াতুল উলামা'য় ৪বছর শায়খুল হাদীসের আসন অলংকৃত করেন।

আল্লামা মনযূর নু'মানী র. ১৩৫৩ হিজরী সনে বেরেলী থেকে 'আল-ফুরকান' নামে একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে তিনি

মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও শায়খুল হাদীস নামে 'আল ফুরকানে'র তিনটি বিশেষ সংখ্যা বের করে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন।
১৩৪৩ হিজরী সনে তিনি তাবলীগ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত হন।
মক্কা ভিত্তিক রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর তিনি একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন।
১৩৬২ হিজরী সনে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত হন। শূরার সব বৈঠকেই তিনি শরীক হতেন।

Free © www.eilm.weebly.com

রচনাবলী

আল্লামা মনযূর নু'মানী র. একজন সার্থক উর্দূ সাহিত্যিক ও গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। তাঁর রচনাবলী সহজবোধ্য ছিল। শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠক মহলে তাঁর রচনাবলী সুখ পাঠ্য ছিল। তাঁর প্রধান প্রধান রচনাবলী হল :

معارف الحديث (মা'আরিফুল হাদীস)।

اسلام کیا هی (ইসলাম কিয়া হ্যায়?)। আল্লামা ইসহাক ফরিদী র. ইসলামী জীবন নামে এ গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন।

دین اور شریعت (দীন আওর শরী'আত)।

قرآن آپ سی کیا کهتا هی؟ (কুরআন আপ ছে কিয়া কাহতা হ্যায় ?)।

کلمه طیبة کی حقیقت (কালেমায়ে তায়্যিবাহ কী হাকীকত)।

نماز کی حقیقت (নামায কী হাকীকত)।

برکات رمضان (বারাকাতে রামাযান)।

آپ حج کیسی کرین ؟ (আপ হজ্ব কেইসে করেঁ?)।

تحقیق مسئله ایصال ثواب (তাহকীকে মাসআলায়ে ঈসালে সাওয়াব)।

تصوف کیا هی؟ (তাসাওউফ কিয়া হ্যায় ?)।

تذکره امام ربانی (তাযকিরায়ে ইমাম রাব্বানী)।

ملفوظات مولانا محمد الیاس (মালফূযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস র.)।

بوارق الغیب (বাওয়ারিকুল গায়ব)।

معرفة القلم (মা'রিফাতুল কলম)।

حضرت مولانا اسماعیلؒ شهید بر معاندین کی الزامات (হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ পর মু'আনিদীন কী ইলযামাত)।

خاکسار تحریک (খাকছারে তাহরীক)।

قرآن علم کی روشنی مین (কুরআন ইলম কী রোশনী মেঁ)।

اسلام اور کفر کی حدود (ইসলাম আওর কুফুর কী হুদূদ)।

القادیانیات (আল কাদিয়ানিয়াত)।

آپ کون ہین اور کیا ہین اور اب کی منصب نبوت کیا ہے؟ (আপ কূন হেঁ আওর কেয়া হেঁ আওর আপ কি মানসাবে নবুওয়ত কেয়া হেঁ ?)।

মুহাম্মদ মুহসিন আলী
তাকমীলে আদব

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মিরকাত গ্রন্থকার

ফযলে ইমাম র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : ফযলে ইমাম।

পিতার নাম : মুহাম্মদ আরশাদ।

দাদার নাম : হাফিয মুহাম্মদ সালেহ।

বংশধারা নিম্নরূপ :

ফযলে ইমাম ইবনে মুহাম্মদ অরশাদ ইবনে হাফিয মুহাম্মদ সালেহ ইবনে মোল্লা আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে আব্দুল মাজেদ ইবনে কাযী সদরুদ্দীন ইবনে কাযী ইসমাঈল র.। উপরোক্ত ধারাবাহিকতায় তাঁর বংশধারা পনের পুরুষ পর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. পর্যন্ত পৌঁছে। আর বত্রিশ পুরুষ পর হযরত ফারূকে আযম রা. পর্যন্ত পৌঁছে। তাই বলা যায় মাওলানা ফযলে ইমাম র. হযরত উমর রা. এর বংশধর ছিলেন।

এই মহামনীষী ভারতের উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত খায়রাবাদ শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসাবে তাঁকে খায়রাবাদী বলা হয়। পরবর্তীতে তিনি শাহজাহানপুরে চলে আসেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এই কারণে তিনি শাহজাহানপুরী হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখের ব্যাপারে ঐতিহাসিকভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং এ সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক কিছুই বর্ণনা করে যাননি।

Free@www.eilm.weebly.com

শিক্ষাজীবন ও উস্তাদগণের তালিকা

মাওলানা ফযলে ইমাম র. বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমগণ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইলম অর্জন করেছিলেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন, মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল ওয়াজিদ কিরমানী খায়রাবাদী র.। তাঁর কাছ থেকে তিনি আকলী ও নকলী ইলম অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আধ্যাত্মিকতায় মনোযোগ দেন। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে তিনি অসাধারণ সাধনা করেছিলেন। তাকওয়া ও পরহেযগারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা সালাহউদ্দীন সাফাবী র.-এর মুরীদ ছিলেন। যিনি মাওলানা মুহাম্মদ আযম সিন্দিলভীর প্রিয় ছাত্র ও মাওলানা শাহ কুদরত উল্লাহ সাফাপূরী র.-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।

কর্মজীবন

তিনি মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল ওয়াজেদ কিরমানীর নিকট ইলম অর্জন করার পর ভারতের রাজধানী দিল্লী গমন করেন এবং সেখানে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ পান। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে বিচার কার্য পরিচালনা করেন। বিচারকের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি অধ্যাপনা ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রাখেন। মাওলানা ফযলে ইমাম র. একজন স্বার্থক গ্রন্থ প্রণেতা ও সাহিত্যিক ছিলেন।

শিষ্যদের তালিকা

মাওলানা ফযলে ইমাম র.-এর বিশেষ শিষ্যদের কয়েকজন।

* ফযলে হক র. (পুত্র) ।
* মুফতী সদরুদ্দীন খান র.।
* মৌলভী সানা উল্লাহ র.।
* শফী বাদায়ুনী র.।
* শাহ গাস আলী র.। প্রমূখ।

Free @ www.eilm.weebly.com

রচনাবলী

মাওলানা ফযলে ইমাম র.-এর রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল।

* মিরকাত।
* হাশিয়ায়ে মীর যাহেদ।
* তালখীসুশ শিফা।
* মোল্লা জালাল।
* নুখবাতুস সিয়ার, ইত্যাদি।

মনীষীগণের দৃষ্টিতে

মাওলানা খায়রাবাদী র. ছিলেন তাঁর যুগের অদ্বিতীয় জ্ঞান সমুদ্র। اثار الصناديد (আসারুস সানাদীদ) গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, মাওলানা খায়রাবাদী র. ছিলেন পরিপূর্ণ মানবতাবাদী, জাতির নীতি নির্ধারক আলিম, অজ্ঞতার অমানিশা দূরীভূতকারী, গোড়ামি, হটকারিতা ও কুসংস্কার মূলোচ্ছেদকারী, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী, জনগণের নেতা, আধ্যাত্মিক সাধক, চিন্তাবিদ পণ্ডিত, উত্তম চরিত্র ও গুলাবলীর অধিকারী, সৌভাগ্যের পরশমনি, তীক্ষ্ণ, প্রজ্ঞাবান ও একনিষ্ঠ খোদা প্রেমিক বান্দা।

ইনতিকাল

মাওলানা খায়রাবাদী র. ১২৪০ হিজরী সনে আপন প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। স্বীয় উস্তাদ সাইয়িদ আব্দুল ওয়াজিদ কিরমানী খায়রাবাদী র.-এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। (গ্রন্থসূত্র : حياة المصنفين ' ظفر المحصلين ' مرقات)

মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নাফহাতুল ইয়ামান গ্রন্থকার

শায়খ আহমদ র.

{এই কিতাবটি আমাদের মাদরাসায় পাঠ্যসূচির অর্ন্তভুক্ত না হলেও অনেক মাদরাসায় পাঠ্যসূচির অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। এ বিবেচনাতেই এখানে তার রচয়িতার জীবনী আনা হয়েছে- সম্পাদক}

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : শায়খ আহমদ।
পিতার নাম : শায়খমুহাম্মদ ।
দাদার নাম : আলী।
প্রপিতামহের নাম : ইবরাহীম।
তিনি ইয়ামানের হাদীদাদ নামক স্থানের যুবায়িদ শহরের অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তাঁকে যুবাইদীও বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া তাঁকে আনসারী এবং শেরওয়ানী ও বলা হয়। ইয়ামানের অধিবাসী হওয়ার কারণে তাঁকে 'ইয়ামানী' বলা হয় ।

কর্মজীবন

তিনি ১২০০ হিজরীর শেষ ১৩০০ হিজরীর শুরুর দিকে হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং বড় বড় শহরগুলোতে সফর করেন। অধিকাংশ সময় কলকাতায়
থাকতেন। তিনি আল্লামা ফযলে হক খয়রাবাদীর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁর সাথে যথেষ্ট আন্তরিক ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

শিষ্যদের তালিকা

তাঁর শিষ্যদের অনেকেই বিভিন্ন স্থানে সফলতার সাথে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন মাওলানা আহদুদ দীন বুলগিরামী র.।

রচনাবলী

তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বেশ কয়েকটি কিতাব রচনা করে গেছেন।

ইন্তিকাল

তাঁর ইনতিকাল তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি ১৩০০ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট আলিমেদীন ছিলেন। আল্লামা যু'রক্বানী' আল আ'লাম নামক কিতাবে তাঁর মৃত্যু সন ১৩৫৩ হিজরী উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ আমীরুল ইসলাম
তাকমীলে আদব

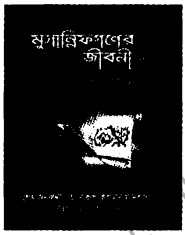

মুসান্নিফগণের জীবনী

সানুভী ৩য় বর্ষ

Free @ www.islamicurdubooks.net

সিরাজ উদ্দীন র.	১৬৪	হিদায়াতুন নাহু
আবুল হাসান ইউসুফ র.	১৬৭	নূরুল ঈযাহ
এনায়েত আহমদ র.	১৬৯	ইলমুস সীগাহ
আকবর আলী র.	১৭৩	ফুসূলে আকবরী
আহমদ ইবনে সালামা র.	১৭৫	কালয়ূবী
আবুল হাসান আলী নদভী র.	১৭৭	কাসাসুন নাবিয়্যীন
আব্দুল্লাহ গাঙ্গুহী র.	১৮৫	তাইসীরুল মানতিক
যায়নুল আবেদীন মিরাঠী র.	১৮৮	তারীখে মিল্লাত
মুহাম্মদ বুরহানুল ইসলাম র.	১৯০	তালীমুল মুতাআল্লিম

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হিদায়াতুন্নাহু গ্রন্থকার

সিরাজ উদ্দীন র.

{ সিরাজ উদ্দীন উসমান র. পাঞ্জেগাঞ্জ কিতাবেরও রচয়িতা। এ জন্য পাঞ্জেগাঞ্জ কিতাবের রচয়িতার জীবনী আলাদাভাবে আর উল্লেখ করা হবে না।- সম্পাদক}

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : সিরাজ উদ্দীন ওসমান।

উপাধি: নিযামী, চিশতী।

তিনি ছিলেন তদানীন্তন উপমহাদেশের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু যানা যায়নি।

প্রখ্যাত ধর্মযাজক শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া র. এর যে কয়েকজন ভক্তবৃন্দ ও দা'ঈ উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দীনের প্রদ্বীপ প্রজ্বলিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালিয়েছেন, শায়েখ সিরাজুদ্দীন উসমান র. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষলগ্নে দিল্লী উপকণ্ঠের নিভৃত পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- মাতা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

শৈশবকাল

শায়খ উসমান র. মাত্র নয় বৎসর বয়সে খাজা নিযামুদ্দীন বাদায়ূনী র. এর দরবারে আগমন করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত হন। অথচ তিনি তখনও ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষরজ্ঞানহীন। তবে তাঁর জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ছিল প্রবল।

মীর খোর্‌দ লিখেছেন, তিনি যখন খাজা নিযামুদ্দীন বাদায়ূনী র.- এর দরবারে পৌঁছেন, তখন তাঁর নিকট কাগজ-কলম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খাজা নিযামুদ্দীন বাদায়ূনী র. তাঁকে আগত অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত করায় জ্ঞানান্বেষণের প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানার্জনের আর কোন সুযোগ রইল না। মোদ্দাকথা, শৈশবকালেই শায়খ সিরাজুদ্দীন উসমান র.-এর আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজ-কর্মে এবং সকলের সাথে উঠাবসায় জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল।

Free @ www.eelm.weebly.com

শিক্ষাজীবন

সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নিযামুদ্দীন চিশতী র. যখন দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপমহাদশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করার ইচ্ছা করলেন। তখন সিরাজ উদ্দীন উসমান র. কে বঙ্গদেশে প্রেরণের জন্য নির্বাচন করা হল। কিন্তু খাজা নিযামুদ্দীন চিশতী র. যখন জানতে পারলেন যে, সিরাজ উদ্দীন উসমান এখনও পূর্ণতা অর্জন করেননি। তখন তিনি বলে উঠলেন "অজ্ঞ ব্যক্তি শয়তানের খেলনা। শয়তান যেভাবে ইচ্ছা তার দ্বারা খেলা করে।" একথা শুনে মজলিসে উপস্থিত গিয়াসপুরের তৎকালীন যুগের বিখ্যাত আলিম আল্লামা রুকনুদ্দীন রাযী র. মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে علم ظاهرى তে (বাহ্যিক জ্ঞান) পারদর্শী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি উসমানী বা বারদী নামে 'সরফের' কিতাব লিখে ছয় মাসের মধ্যে খুব ভালভাবে পড়িয়ে তাকে দক্ষ করে তোলেন। যার ফলে সিরাজ উদ্দীন উসমান র. তাঁর নিকট علم ظاهر এর জ্ঞান অর্জন করেন এবং সর্ব প্রথম علم الصرف বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর আল্লামা শায়খ রুকনুদ্দীন র.-এর নিকট علم النحو অধ্যয়ন করেন। শায়খ রুকনুদ্দীন র.-এর নিকট তিনি কাফিয়া, মুফাস্‌সাল, কুদূরী, মাজমাউল বাইরাইন ইত্যাদি গ্রন্থ শিক্ষা গ্রহণ করেন। খাযানাতুল আসাফিয়া গ্রন্থকার লিখেন, মাত্র ছয় মাসে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁর সাথে বিষয় ভিত্তিক মুনাযারা করার দুঃসাহস দেখাত না।

কর্মজীবন

খিলাফত লাভের পর তিনি দিল্লী থেকে দীনের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার লক্ষ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং গ্রামে গ্রামে ঈমান ও ইসলামের আলো প্রজ্জ্বোলিত করেন। অজ্ঞতার অন্ধকার, কুসংস্কার, ও সমাজের অনিয়মগুলো নিশ্চিহ্ন করে মানুষকে খাঁটি দীন উপহার দেন। আলোকিত

Free@www.e-ilm.weebly.com

করে তোলেন সমাজকে। যার ফলে তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহ আতাউর হক পান্ডবী তাঁর বিচক্ষণতা, কর্ম তৎপরতা ও তীক্ষ্ণ মেধা শক্তিতে আভিভূত হয়ে তাঁকে স্বীয় খলীফা নিযুক্ত করেন।

খিলাফত লাভ

علم ظاهرى তে পণ্ডিত্য অর্জন করার পর পুনরায় তিনি যখন খাজা নিযামুদ্দীন চিশ্‌তী র.-এর দরবারে ফিরে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা করেন। তখন নিযামুদ্দীন চিশতী র. তাঁকে সন্তুষ্ট চিত্তে খিলাফত প্রদান করেন।

উস্‌তাদগণের তালিকা

* শায়খুল হাদীস আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী র।
* শায়খুল হাদীস আল্লামা রুকনুদ্দীন আন্দারপতি র.।

রচনাবলী

তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নে প্রদত্ত হল।

*هداية النحو (হিদায়াতুন্নাহ।)

* ميزان الصرف (মীযানুস সরফ।) { এ কিতাবের রচয়িতার ব্যাপারে একাধিক মতামত রয়েছে, যা মীযানুস সরফের রচয়িতা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।}

*بنج كنج (পাঞ্জেগাঞ্জ।)

ইনতিকাল

আল্লামা শায়খ সিরাজ উদ্দীন উসমান র.-এর জন্মকাল যেমন অস্পষ্ট, ঠিক তেমনিভাবে অজ্ঞাত রয়েছে তাঁর মৃত্যুকালও। তবে কারো কারো মতে তিনি ৭৫৮ হিজরীতে বঙ্গ দেশের কোন এক অঞ্চলে দীনি খিদমতরত অবস্থায় রফীকে আ'লার আহবানে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন।

মুহাম্মদ সুলায়মান
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নূরুল ইযাহ গ্রন্থকার
আবুল হাসান ইউসুফ র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : ইউসুফ।
উপনাম : আবুল ইখলাস।
পিতার নাম : আম্মার।
দাদার নাম : আলী ।
তিনি শায়খ আবুল আসআদ ইউসুফ ইবনে ওয়াফা র.এর একান্ত ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন ।এজন্য তিনি জীবদ্দশায় আল ওয়াফী নামে পরিচিত ছিলেন। ৯৯৪ হি. মিশরের মুতাওয়াফফিয়া জেলার শারন বুলালাহ নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। সে দিকে নিসবত করে তাকে শারন বুলালী বলা হত। আর এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন ।

শিক্ষাজীবন

ছয় বছর বয়সে তার পিতা তাকে মিশর নিয়ে আসেন। মিশরে তিনি কুরআন হিফয করেন। সেখানেই তিনি শায়খ মুহাম্মদ আল হামাবী ও শায়খ আব্দুর রহমান আল মিশরী র. এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন । অতঃপর ইমাম আব্দুল্লাহ আল নিহরী র. ও আল্লামা মুহিব্বী র. এর নিকট ইলমে ফিকাহ আর্জন করেন । এ ছাড়া তিনি শাহ ইমাম আলী ইবনে গনীম আল মাকদিসী র. থেকেও ফিকহের সনদ লাভ করেন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

১০৩৫হিজরী সনে মসজিদে আকসা যিয়ারত করেন। সেখানে আবুল আসআদ ইউসুফ ইবনে ওয়াফা র.এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং সারা জীবন তাঁর অনুগত ও ভক্ত ছিলেন ।

কর্মজীবন

ইলমে ফিকাহ ও ইলমে হাদীসের ময়দানে তিনি নিজ যুগের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য । তাই সর্বস্তরের জনগণ দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর নিকট আসত। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যলয়ে শিক্ষকতা করেন । এ সময়ে যারা তাঁর ছাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল আন নাবলুসী আদ দিমাসকী, আল্লামা আহমদ আজমী এবং শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল হামাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বুর্যুগানে দীনকে খুব ভালবাসতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন তুমি আজ থেকে নিজের বা নিজ পরিবারের জন্য কোন পোষাক কিনবে না । এরপর থেকে কখনো তার পোষাক কিনতে হয়নি । বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই পোষাকের ব্যবস্থা হয়ে যেত ।

রচনাবলী

তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে, সমকালীন নানা সমস্যা সমাধানের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । তাঁর লিখিত ছিচল্লিশটি গ্রন্থের নাম যাফারুল মুহাসসিলীনে উল্লেখ রয়েছে । এ ছাড়াও অনেক গ্রন্থের টিকা ও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইনতিকাল

১০৬৯ হিজরী ১২ রমযান শুক্রবার বাদ আসর ইন্তিকাল করেন । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫বছর । কুরবাতুল মুযাবিরীন নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয় ।

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইফতা বিভাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইলমুস্ সীগাহ গ্রন্থকার

এনায়েত আহমদ র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত মাওলানা মুফতী এনায়েত র. ১৮১২ ঈ. মোতাবেক ১২২৮ হিজরীর ৯ শাওয়াল ভারতের বারাবাংকী জিলার অন্তর্গত দেও নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নাম মুন্‌শী মুহাম্মদ বখ্‌শ। দাদার নাম মুন্‌শী গোলাম মুহাম্মদ বিন মুন্‌শী লুৎফুল্লাহ। তাঁর দাদার শ্বশুরালয় ছিলো কাকুরীতে। তাঁর পিতা মুন্‌শী মুহাম্মদ বখ্‌শ এবং চাচা শায়খ আব্দুল হিশাম মাতুলালয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে কাকুরীতে বসবাস করতে থাকেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তাদের সকল নিকটতম আত্মীয়-স্বজন কাকুরীতে এসে বসবাস শুরু করেন। এজন্য তাঁদের কাকুরারীও বলা হয়ে থাকে।

শিক্ষাজীবন

তিনি শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব কাকুরীতেই সমাপ্ত করেন। এরপর তের বৎসর বয়সে জ্ঞানের পরিধি আরোও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে তিনি রামপুরে আসেন এবং সাইয়িদ আহমদ বেরলভী র. এর কাছে নাহু, ছরফ তথা আরবী ব্যাকরণের উপর পড়াশুনা করেন। আর মাওলানা হায়দার আলী টুংকী এবং মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবের নিকট অন্যান্য দরসী কিতাব পড়েন।

Free @ www.eilm.weebly.com

এরপর তিনি দিল্লীতে শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী র. এর কাছে ধারাবাহিকভাবে হাদীস গ্রন্থসমূহ পড়াশোনা শুরু করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই হাদীসের সনদ লাভ করেন। এখান থেকে আলীগড় যান। সেখানে মাওলানা বুযুর্গ আলী র. এর কাছে তাফসীর ও যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর কাছে তিনি প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানেও দক্ষতা অর্জন করেন।

কর্মজীবন

মাওলানা বুযুর্গ আলী মারহাবী আলীগড়ের জামে মসজিদ মাদরাসায় দীনি খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ১২৬২ হিজরীতে তাঁর ইনতিকালের পর মুফতী এনায়েত আহমদ র. এখানে মুদাররিস নিযুক্ত হন এবং এক বছর পর মুফতী পদে উন্নীত হন। ফাত্ওয়া বিভাগে কাজ করার পাশাপাশি তিনি ফারাইযের শিক্ষাদানেও নিজেকে ব্যাস্ত রাখেন। এরপর তিনি বিচারক পদে আসীন হন। আদালতের এজলাসেও তিনি শিক্ষাদানে তৎপর থাকতেন। দু'বছর পর বেরেলীতে বদলী হয়ে 'সদরুল আমীন' মর্যাদায় উন্নীত হন। বেরেলীতে এসেও তিনি শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন। পাশাপাশি লেখালেখিও চালিয়ে যান। চার বছর পর প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করে তাঁকে আগ্রায় বদলী করা হয়। কিন্তু তিনি আগ্রায় রওনা দিতে পারেননি। কারণ, ইত্যাবসরে ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের (১২৭২হি.) আজাদী আন্দোলন ও সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁকেও নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অন্যান্যদের মত তাঁকেও পাঠানো হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। সুদীর্ঘ চার বছর বন্দী জীবন কাটিয়ে অবশেষে ১৮৬১ ঈ. (১২৭৭হি.) মুক্তি পান। অতপর মুফতী সাহেব কানপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখানে 'ফয়েযে আম' নামে এক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন যা কানপুরের অন্যতম দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

উস্তাদগণের তালিকা

* শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী র.।
* মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ বেরলভী র.।

* মাওলানা হায়দার আলী টুংকী র.।
* মৌলভী নূরুল ইসলাম র.।
* মাওলানা বুযুর্গ আলী মাহরাবী র.।

Free © www.e-iqra.weebly.com

রচনাবলী

তিনি শত ব্যস্ততা ও কষ্টের মধ্যেও বেশ কিছু অমূল্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কিতাবগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল।

*ملخصة الحساب (মুলাখ্খাসাতুল হিসাব।)

*علم الفرائض (ইল্মুল ফারাইয।)

*تصديق المسيح فى رد كلمة القبيح (তাসদীকুল মাসীহ ফী রদ্দে কালিমাতুল কাবীহ।)

* كلام المبين فى ايات رحمة للعالمين (কালামুল মুবীন ফি আয়াতি রহমাতুললিল আলামীন।)

* বয়ানে কদরে শবে বরাত।
* যমানুল ফেরদাউস।
* ওযীফায়ে কারীমাহ।
* ফাযাইলে ইলম ও উলামায়ে দীন।
* মাহাসিনু আমালিল আফযাল।
* ফাযাইলে দরূদ ও সালাম।
* হিদায়াতুল আযাহী।
* আদদুররুল ফরীদ ফি মাসায়িলস্ সিয়াম ওয়াল কিয়াম ওয়াল ঈদ।
* খাযীছতাহ বাহারে গুলিস্তা।
* তারীখে হাবীবে ইলাহ।
* তাকঈমুল বদন।
* নকসায়ে মাওয়াকিয়ুন নজম।
* লাওয়ামিউল উলূম ফী আসবাবিল উলূম।

Free @ www.e-iln.weebly.com

ইন্তিকাল

আন্দামান থেকে মুক্তি পাবার দু'বছর পর তিনি 'ফয়যে আম' মাদরাসার মাওলানা লুৎফুল্লাহ র. কে মুদাররিসে সানী নিযুক্ত করে হজ্জে রওয়ানা দেন। তিনি ছিলেন আমীরুল হুজ্জাজ। জিদ্দার কাছাকাছি পৌঁছে তাঁকে বহনকারী জাহাজটি এক পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। মুফতী সাহেব র. তখন ইহরাম অবস্থায় নামাযরত ছিলেন। এই নামায অবস্থায়ই তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। সে দিনটি ছিল ১২৭৯ হিজরীর ৭ শাওয়াল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দিন এবং জান্নাতের উচ্চ আসনে সমাসীন করুন। আমীন ॥

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শিবলী
তাকমীলে আদব

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ফুসূলে আকবরী গ্রন্থকার

আলী আকবর র.

নাম ও জন্ম

নাম : আলী আকবর।

পিতার নাম : আলী।

পৈত্রিক নিবাস ভারতের এলাহাবাদ। সেখানেই তিনি জন্ম লাভ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

কর্মজীবন

ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন সফল লোক ছিলেন। ফাতওয়া জগতের সাড়া জাগানো কিতাব 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' এর অন্যতম নীরিক্ষক ছিলেন। বাদশাহ আলমগীর র. তাঁর ইলমী যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে লাহোরের কাযী পদে নিয়োগ দান করেন।

সততা

সৎ চরিত্র, দায়িত্ব সচেতনতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কারণে তাঁর অধিনস্ত সুবিধাভোগী লোকেরা ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুরত। কিন্তু তিনি বাদশাহ আলমগীর কর্তৃক নিযুক্ত বিধায় কিছুই করার সাহস পেত না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রচনা

লেখনী জগতে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। উসূলে আকবরী ও ফুসূলে আকবরীসহ আরো কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

ইনতিকাল

১০০৯ হিজরী সনে আমীর কাউয়াম উদ্দীনের ভাড়াটিয়া খুনিদের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কালয়ূবী গ্রন্থকার

আহমদ ইবনে সালামা র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আহমদ।
কুনিয়ত : আবুল আব্বাস।
উপাধি: শিহাবুদ্দীন।
পিতার নাম : সালামা।
এই মহামনীষী মিসরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কালাক শান্দি প্রদেশের কালয়ূব নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি কালয়ূবের দিকে নিসবত করে তাঁকে কালয়ূবী বলা হয়।

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

তিনি শৈশবকাল নির্জন গ্রামে কাটান। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে সমাপ্ত করার পর উচ্চ শিক্ষা হাসিল করার জন্যে মিসরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। সেখানে মহা মনীষীগণেরকাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

কর্মজীবন

তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর সমাজ সংস্কার, শিক্ষাদান, সাধনা ও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর জীবন কাজে লাগান।

Free @ www.eilm.weebly.com

রচনাবলী

তাঁর লেখনি শক্তি ছিল খুবই শক্তিশালী। তিনি ছিলেন আরবী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। একাধিক গ্রন্থ রচনা করে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ।

তাঁর রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো :

* কালয়ূবী
* তোহফাতুর রাগিব
* রিসালা
* আওরাকে লতীফা
* জামে সগীর প্রভৃতি।

ইন্তিকাল

এই মহান ব্যক্তি ১৬৫৯ ঈ. আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে চলে যান।

মুহাম্মদ মাহমূদ হাসান উজীরপূরী
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাসাসুন নাবিয়্যীন গ্রন্থকার

আবুল হাসান আলী নদভী র.

বংশ পরিচয়

হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী এমন এক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, যে পরিবার দীর্ঘকাল ধরে ইলমী ও দীনী খিদমতে নিজেদের লিপ্ত রেখেছে। বলা যেতে পারে এ পরিবারের পুরো ইতিহাসে এমন কোন যুগ যায়নি, যাতে কোন সংস্কারক, লেখক, ও মুবাল্লিগ জন্ম নেননি।

জন্ম

১৩৩৩ হিজরীর ৬ মুহাররম মুতাবিক ১৯১৪ ঈ. সনের ৫ডিসেম্বর, শুক্রবার ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী জেলাধীন তাকিয়াকেলা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। নাম রাখা হয় আবুল হাসান। সংক্ষেপে আলী মিয়াঁ।

এ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু মুজাদ্দিদ ও মুবাল্লিগ জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম জাতির বুদ্ধিভিত্তিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। তেমনি একজন হলেন হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র.। তাঁর পিতৃ পরম্পরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা-এর দৌহিত্র হযরত হাসান রা. পর্যন্ত পৌঁছে। এই সোনালী ধারার প্রথম ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী র.। তিনি ছিলেন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী র. এর ভাগিনা।

Free © www.eilm.weebly.com

বংশ তালিকা

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র. ইবনে মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই, ইবনে ফখরুদ্দীন ইবনে আবদুল আলী ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকবর শাহ ইবনে মুহাম্মদ শাহ ইবনে মুহাম্মদ তাকী ইবনে আব্দুর রহীম ইবনে হেদায়াতুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ মুয়ায্যম ইবনে কাযী আহমদ ইবনে কাযী মাহমূদ ইবনে কাযী আলাউদ্দিন ইবনে আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ সানী ইবনে সদরুদ্দীন ইবনে যয়নুদ্দীন ইবনে আহমাদ ইবনে কিয়ামুদ্দীন ইবনে সদরুদ্দীন ইবনে রুকনুদ্দীন, ইবনে আমীর নিযামুদ্দীন ইবনে শায়খুল ইসলাম আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী।

শৈশবকাল

শৈশবকালে মায়ের তরবিয়ত ছিল হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর জীবনের অত্যন্ত কার্যকর পাথেয়। পিতার ইন্তিকালের কারণে পরিবারে পুরুষ মরুব্বী কেউ ছিলেন না। তাই বালক আলী মিয়াঁর শৈশবের তত্ত্বাবধান ও নৈতিকতা গঠনের সকল দায়িত্ব পালন করেন শ্রদ্ধেয় মাতা। কুরআন মাজীদের বড় বড় সূরাসমূহ সে সময়েই তাঁর মা তাঁকে মুখস্থ করান। হযরত নিজেই লিখেছেন, পিতার ইন্তিকালের কারণে আম্মা আমাকে অন্য মায়েদের তুলনায় অনেক বেশি আদর যত্ন করতেন।

শিক্ষাজীবন

মাওলানা আলী মিয়াঁর শিক্ষার সূচনা হয় রায়বেরেলীতেই। তবে তিনি কুরআন মাজীদ খতম করেন লাখনৌর আমীনাবাদ মহল্লার বাজার ঝাউলাল মসজিদের মকতবে। এ মহল্লা বর্তমানে মোহাম্মদ আলী লেন নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা সাইয়িদ আযীযুর রহমান নদভী ও মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ নদভী শিমলাভীর নিকট উর্দূ পড়েন। ফার্সী পড়েন মাওলানা মাহমূদ আলী সাহেবের নিকট। তাঁর নিকট তিনি স্বীয় পিতার রচিত "তা'লীমুল ইসলাম' ও 'নূরুল ঈমান' কিতাব দু'টিও পড়েন। এছাড়াও তাঁর এক চাচা সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসমাইল ভাল ফার্সী জানতেন। তাঁর কাছে তিনি বুস্তাঁ পড়েন। অংক শেখানো ও উর্দূ রচনা অনুশীলনের জন্য নিকটবর্তী গ্রাম লোহানীপুর থেকে মাস্টার মুহাম্মদ যামান সাহেব

Free © www.eilm.weebly.com

আসতেন। আবুল হাসান আলী নদভী র. নিজেই বলেন, আমার শিক্ষা জীবনের গতিধারা অন্যদের তুলনায় ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমার শিক্ষা কার্যক্রমে আমি একটি বিরাট সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলাম। সেই সুযোগকে শুধু সুবর্ণসুযোগ বলেই চুপ থাকতে চাই না। বরং আমি তাকে আখ্যা দেই এক ঐশী দান হিসাবে। আর সেটি হল-'আমি আমার ছাত্রজীবনে একটি একটি করে বিষয় আলাদাভাবে পড়েছি। একই সাথে বিভিন্ন ধরনের বিষয় পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। সুচিন্তাশীল অভিভাবক শায়খ খলীল আরব র. সাহিত্যের পর্ব সেরে দেন। এ বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করতে যেয়ে আল-মুতালাআতুল আরাবিয়ার মত পুস্তিকা থেকে শুরু করে নাহজুল বালাগাহ, হামাসা ও দালায়েলুল ইজায-এর মত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী একাধারে তিন বছর তিনি আমাকে পড়ান এবং আরবী সাহিত্য ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী আমি আয়ত্ব করে নেই।'[

শায়খ খলীল আরব সাহেবের নিকট পড়বার সময় এক পর্যায়ে তিনি লাখনৌ জামিয়া ইসলামিয়ার তাফসীরের উস্তাদ খাজা আবদুল হাই ফারুকীর নিকট কয়েকটি সূরার তাফসীর পড়েন। তারপর তিনি মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধির চিন্তা ধারার সাথে প্রথম পরিচয় লাভ করেন। এ ছাড়া রায়বেলীতে অবস্থানের সময়ে চাচা মাওলানা সৈয়দ তালহা সাহেবের নিকট নাহু-ছরফ পড়েন। মাওলানা তালহা ছিলেন নাহু-ছরফের ইমামতুল্য।

১৯২৭ সালে তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে লাক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং ১৯২৮ সালে ফাযিলে আদব সনদ লাভ করেন। এতে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হন এবং স্বর্ণপদকের উপযুক্ত হন। আরবী সাহিত্যের পর তিনি ফিকহ তথা ইসলামী আইন নিয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শায়খুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকির হাদীসের দরসে নিয়মিত ছাত্র হন এবং দুই বছরে হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করেন। হযরত টুংকির নিকট বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফ পড়েন। বায়যাবী শরীফের কিছু অংশও আলাদাভাবে তাঁর নিকট পড়েন।

প্রায় একই সময়ে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দিকপাল আল্লামা তাকী উদ্দীন হেলালী উস্তাদ নিয়োজিত হন। আবুল হাসান আলী নদভী র. তখন তাঁর বিশেষ খাদেম হিসাবে সর্বক্ষণ

সাথে থাকতেন এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যে পাঠ তিনি হযরত খলীল আরব সাহেবের নিকট শুরু করেছিলেন তাঁর পূর্ণতা হাসিল করেন।

আবুল হাসান আলী নদভী র. লাক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি থেকে ফাযিলে আদব সনদ লাভ করার পর তিনি লাহোর সফর করেন এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির বিশিষ্ট ছাত্র শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর সাথে পরিচিত হন। কিন্তু তখন বেশী দিন তাঁর তফসীরের দরসে থাকতে পারেননি। অতঃপর ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে দু'বার তিনি মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর নিকট গমন করেন এবং তাঁর দরসে শরীক হন। তাফসীর ব্যতীত মাওলানা লাহোরীর নিকট তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার দরস নেন। ১৯৩২ সালে তিনি হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী র. এর নিকট হাদীসের দরস নেওয়ার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি প্রায় চার মাস অবস্থান করে হযরত মাদানী র.এর নিকট হাদীসের দরস নেন। একই সময়ে তিনি হযরত মাওলানা ই'জায আলী র.-এর নিকট ফিকহের দরস গ্রহণ করেন। দেওবন্দ থেকে তিনি লাহোরে যান এবং মাওলানা লাহোরীর তাফসীরের দরসে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। মাওলানা লাহোরীর তাফসীরের নিয়মিত দরস হত শাওয়াল থেকে যিলকদ পর্যন্ত। এ দু'মাস দরস শেষে যে পরীক্ষা হয় তাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাদরাসা কাসেমুল উলূমে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী র. প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করেন। এরই মধ্যে দিয়ে আবুল হাসান আলী নদভী র. এর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

উস্তাদগণের তালিকা

* সাইয়িদ আযীযুর রহমান নদভী র.।
* মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ নদভী শিমলাভী র.।
* মাওলানা মাহমূদ আলী র.।
* সাইয়িদ মুহাম্মদ ইসমাঈল র.।
* মাস্টার মুহাম্মদ যামান র.।
* শায়খ খলীল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইয়ামানী র.।
* শায়খ মাওলানা খাজা আব্দুল হাই ফারুকী র.।

Free © www.eilm.weebly.com

* মাওলানা সাইয়িদ তালহা র.।
* শায়খুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকি র.।
* আল্লামা তাকী উদ্দীন হেলালী র.।
* মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র.।
* শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী র.।
* শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ই'জায আলী (র.)।

Free @ www.eilm.weebly.com

শিষ্যদের তালিকা

তাঁর শিষ্যের তালিকা দীর্ঘ। নিম্নে বাংলাদেশের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল।

* মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী।
* মাওলানা আবূ তাহের মিসবাহ্।
* মাওলানা উবাইদুর রহমান খান নদভী।
* মাওলানা মুহাম্মদ সালমান নদভী ।

কর্মজীবন

১৯৩৪ সাল। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী র. তখন বিশ বছরের যুবক। নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শেষ করেছেন। ১৫ জুলাই ১৯৩৪ সালে তাঁকে দারুল উলূমের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদনার কাজেই তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কয়েকটি ক্লাসও দেওয়া হয়। তাকে নিয়মতান্ত্রিক মুদাররিস হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ১২ জুলাই ১৯৩৫ সালে।

হযরত আলী মিয়াঁ নদভী র. বলেন, আমার শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় দরসে কুরআনের মাধ্যমে।

১৯৫৫ সালে দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে শরীয়া বিভাগ খোলা হলে সেখানে শিক্ষকতার জন্য মাওলানা আলী মিয়াঁকে আহবান করা হয়। তিনি তাঁর বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে স্থায়ীভাবে অধ্যাপনার পরিবর্তে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কোন ভারতীয় আলিমের জন্য আরব দেশের ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসাবে যোগ দেওয়াটা শুধু আলী মিয়াঁর জন্য নয়, বরং উপমাহদেশীয় আলিম সমাজের জন্যও এক বিরল সম্মান বয়ে

Free @ www.e-iqra.com

এনেছিল। ১৯৬৩ সালের ১১ মার্চ তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে মদীনা ভার্সিটিতে যোগ দেন এবং আন-নুবুওয়াহ ওয়াল আম্বিয়া আলা যাওইল কুরআন শীর্ষক আলোচনাসহ ২৮টি বক্তৃতা পেশ করেন। ৩০শে মার্চ থেকে তাঁর বক্তব্য শুরু হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রচনাবলী

হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী র. একজন খ্যাতিমান লেখক হিসেবেও সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী আরব অনারবসহ সারাবিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়।

আল্লাহ'পাক তাঁর কলমকে মাকবূলিয়াত এবং লেখনীর মধ্যে নূরানিয়াত ও বরকত দান করেছিলেন।

দীর্ঘ ১৪ বছর দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা এবং একের পর এক দীর্ঘ সফরের পরও লেখনীর ময়দানে তাঁর এই অব্যাহত পদচারণা শুধু আল্লাহ'পাকের গায়েবী মদদই সম্ভব করে তুলেছিল।

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী হযরতের উর্দূ রচনার সংখ্যা ২৬৫ এবং আরবী রচনার সংখ্যা ১৭৬। এ ছাড়া তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, তুর্কি, বাংলা, তামিল, মালয়ী, গুজরাটীসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আরবী ভাষায় রচিত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আরব দেশসমূহের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিম্নে হযরতের কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা পেশ করা হল।

* নবীয়ে রহমত।
* তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত।
* আরকানে আরবা'আ।
* পুরানে চেরাগ।
* কারওয়ানে মাদীনা।
* কারওয়ানে জিন্দেগী।
* দো মাহীনা আমেরিকা মে।
* আল-মুরতাযা।

Free © www.eilm.weebly.com

* নুকূশে ইকবাল।
* কাদিয়ানিয়াত।
* পা-জা ছুরাগে জিন্দেগী। (জীবন পথের দিশা নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে)
* যব ঈমান কি বাহার আয়ী।
* হায়াত শায়খুল হাদীস।
* মাগরিব ছে কুছ ছাফ ছাফ বাতেঁ।
* মা'রেকায়ে ইমাম ও মাদ্দিয়াত।
* মুতালাআয়ে কুরআন কে উসূল ওয়া মাবাদী।
* আসরে হাযের মে দীন কি তাফহীম ওয়া তাশরীহ।
* সুহ্বতে বা আহলে দিল।
* হেজাযে মোকাদ্দাস আওর জাযিরাতুল আরব।
* মানসাবে নবুয়ত আওর উসকে আলী মাকাম হামেলীন।
* তাযকিয়া, ইহসান, তাসাউফ ওয়া সুলূক।
* হযরত মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকি দীনী দাওয়াত।
* ইনসানে দুনিয়া পর মুসলমানোকা উরূজ ওয়া যাওয়াল কা আসর।
* সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ।

জীবনের শেষ দিনগুলো

১৪১৯ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৯ ঈ. সালের মার্চ মাসে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী স্ট্রোক করেন। তখন তা সামাল দিয়ে উঠলেও নিকট জনেরা ভাবতে লাগলেন যে, এ হলো সাময়িক সেরে উঠা। যে কোন মুহূর্তে এ অমূল্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে। স্বয়ং তিনিও অনেক সময় দরদভরা কণ্ঠে বলে উঠতেন, 'হে আল্লাহ্ তোমার সাক্ষাৎ চাই।' কখনো বলতেন-এবার আমিও চলি। "হে খোদা! খাতিমা বিল খাইর" কর। কখনো বলতেন, হে আল্লাহ আমাকে তোমার সান্নিধ্যে তুলে নাও- এভাবে অসহায়ত্বের সাথে আর কতদিন ?

অনন্ত জীবনের উদ্দেশে

২২ রমযান ১৪২১ হিজরী মুতাবিক ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ শুক্রবার তিনি নিত্যদিনের মত সকল কাজ কর্ম করেন। সকাল সাড়ে নয়টায় ঘুম থেকে জেগে ইস্তিঞ্জা করেন। উযু করে নফল নামায আদায় করেন। অতঃপর

Free @www.eiim.weebly.com

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন। সিজদায়ে তিলাওয়াতও আদায় করেন। হযরতের খাদিম যাকাউল্লাহ খান বলেন, গোসল খানায় যাওয়ার পূর্বে হযরত প্রশ্ন করলেন আজ কি ২২ রমযান ? আবার বললেন, জুমু'আর নামায কি পনের মিনিট দেরী করে পড়া যায় ? খাদিম জনাব আব্দুর রাযযাক বললেন, হযরত বললে দেরী করা যাবে। সাড়ে এগারটায় গোসলখানায় গেলেন। পনের মিনিটে গোসল সেরে কাপড় পরলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। নামায পনের মিনিট দেরী করাবে। আমি এখন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করব। এ সূরা তিলাওয়াতের অভ্যাস তাঁর আট বছর বয়স থেকে। এ কথা বলে তিনি বিছানায় বসলেন। কিন্তু সূরা কাহাফের পরিবর্তে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে লাগলেন। দশ-বারো আয়াত হয়তো হয়ে থাকবে। হঠাৎ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। فبشره بمغفرة واجر الخ। আয়াতটি তখন পড়ছিলেন। পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল জীবনের চাকা। চলে গেলেন পরাপারে।

ইন্তিকাল

দিনটি ছিল ২২ রমযান ১৪২১হিজরী, মোতাবিক ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ঈ. শুক্রবার । প্রচণ্ড শীত ও আবহাওয়ার তীব্র প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে প্রায় দুই লাখ মানুষ তাঁর যানাযায় অংশ গ্রহণ করেন। মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন।

তাঁকে সামাহিত করা হয় শাহ আলামুল্লাহ কবরস্তানে। এখানে সর্বশেষ কবরের জায়গাটি তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিল।

মুহাম্মদ কামরুল হাসান
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাইসীরুল মানতিক গ্রন্থকার

মাওলানা আব্দুল্লাহ গাঙ্গূহী র.

{তাইসীরুল মুবতাদীর রচয়িতাও তিনি। এজন্য তাইসীরের রচয়িতার জীবনী আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে না। সম্পাদক}

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ গাঙ্গূহী র. ১২৫৮ হিজরী সনে ভারতের উত্তর প্রদেশের গাঙ্গূহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খলীল আহমদ সাহারানপূরী র.-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন।

শৈশবকাল

তিনি শৈশবকাল থেকেই নম্র ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। নামায ও রোযার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ লাল মসজিদে নিয়মিত জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমতঃ তিনি ইংরেজী শিক্ষায় মনোযোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি শায়খুল হাদীস যাকারিয়া র. এর আব্বা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধলবী র.-এর সাথে পরিচিত হন। মাওলানা ইয়াহইয়া র. তাঁকে নামাযের প্রতি অনুরাগী দেখে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহিত করেন। এর দ্বারা তিনি ধর্মীয় জ্ঞান

আহরণের গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং সংগে সংগে মাওলানা ইয়াহইয়া র. এর হাতে মীযান, মুনশায়িব ইত্যাদি কিতাব পড়া আরম্ভ করে দেন। এভাবে তিনি পড়াশুনায় লেগে থেকে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনি ইংরেজীর সাথে সাথে আরবী ভাষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

Free © www.eelm.weebly.com

উস্তাদগণের তালিকা

তিনি তাঁর শিক্ষাকালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধলবী র. এর কাছেই পড়াশুনা করেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁর আর অন্য কোন উস্তাদের নাম পাওয়া যায় না।

কর্ম জীবন

মাওলানা আব্দুল্লাহ গাঙ্গূহী র. শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে থানাবন খানকায়ে ইমদাদিয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি ১২ শাউয়াল ১৩২৭ হিজরী সনে ১৫ টাকা মাসিক বেতনে সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩২৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি মাদরাসার শিক্ষগণের সাথে পবিত্র হজ্ব পালন করেন। হজ্বের সফর থেকে এসে একমাস চব্বিশ দিন শিক্ষকতা করার পর ১৩২৯ হিজরীর সফর মাসে তিনি কান্ধালা বাসীদের অনুরোধে থানাবন হয়ে কান্ধালায় চলে যান। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে দরস ও তাদরীসের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

রচনাবলী

মাওলানা আব্দুল্লাহ গাঙ্গূহী র.-এর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ।

تيسير المنطق (তাইসীরুল মানতেক)। যা হযরত থানবী র.-এর নির্দেশে লেখা হয়েছিল।

تيسير المبتدى (তাইসীরুল মুবতাদী)। এই কিতাবটি মূলতঃ হযরত শাব্বীর আহমদ উসমানী র.-এর পড়ার জন্য লেখা হয়েছিল।

اكمال الشيم। (ইকমালুশ শিয়াম)।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

ইন্তিকাল

মাওলানা আব্দুল্লাহ গাঙ্গূহী র. ১৩২৯ হিজরীর ১৫ রজব (১৯২১ ঈ. ২৬ মার্চ) শনিবার রাতে কান্ধালাতে ইন্তিকাল করেন। স্থানীয় ঈদগাহ সংলগ্ন কবরস্থানে মুফতী ইলাহী বখসসহ অন্যান্য আকাবিরের সাথে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তারীখে মিল্লাত গ্রন্থকার

যায়নুল আবেদীন মীরাঠী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

কাযী যায়নুল আবেদীন র. আনুমানিক ১৩২৮ হিজরী মুতাবিক ১৯১০ সনে মিরাঠে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের দিকে নিসবত করে তাঁকে 'মিরাঠী' নামে ডাকা হয়।

শিক্ষাজীবন

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা মিরাঠের দারুল উলূম ও ইমদাদুল উলূম মাদরাসায় সমাপ্ত করেন। তারঃপর তিনি দেওবন্দের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আব্দুল মুমিন দেওবন্দী র. নিকট মিশকাতুল মাসাবীহ ও বায়যাবী শরীফ পড়েন। সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ কারণে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ফাযিলে আদব ডিগ্রি লাভ করেন। ১৩৪৫ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখান থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। ১৯৫৭ সনে দিল্লির জামি'আ মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস ও তাফসীর বিভাগে লেখাপড়া করেন। সেখানেও ভাল রেজাল্ট করেন। এরপর তিনি কর্মজীবনে পা বাড়ান।

কর্মজীবন

তিনি ছাত্রজীবন থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি আরবী, ফারসী, উর্দুতে কবিতা লিখতেন। মাওলানা নজীব আবদী লাহোর থেকে মাসিক 'আদাবে

দুনিয়া' নামক একটি পত্রিকা বের করতেন। তিনি একবার কাযী মিরাঠী সাহেবকে এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করেন। ১৩৫৭ হিজরী মুতাবিক ১৯৩৮ ঈ. দিল্লিতে নদওয়াতুল মুসান্নিফীন কায়েম হলে তিনি এর নিয়মিত লিখক হিসাবে গণ্য হন। অতঃপর তিনি ১৩৮২ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি লক্ষ্ণৌ নদওয়াতুল উলামার পরিচালনা কমিটির সদস্য, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনিয়াত অনুষদের সদস্য ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া দীনি তা'লীম বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

Free © www.eilm.weebly.com

রচনাবলী

কাযী সাহেব তিন খণ্ডে তারীখে মিল্লাত নামক কিতাব রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রচুর গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

* বায়ানুল লিসান (আরবী - উর্দূ অভিধান)।
* কামূসুল কুরআন (কুরআনের অভিধান)।
* ইন্‌তিখাবে সিহাহ সিত্তাহ।
* সীরাতে তাইয়্যেবাহ।
* শহীদে কারবালা।
* কালামে আরবী। ইত্যাদি।

ইন্‌তিকাল

তাঁর মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি।

মুহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তা'লীমুল মু'তাআল্লিম গ্রন্থকার

মুহাম্মদ বুরহানুল ইসলাম র.

জন্ম ও পরিচিতি

নাম : বুরহানুল ইসলাম। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তবে এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন প্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন।

উস্তাদগণেরতালিকা

তারঁ উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

* আল্লামা বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী মুরগিনানী র.।
* শায়খ কিয়ামুদ্দীন হাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাইল, আস্সফ্ফার র.।
* শায়খ রুকনুল ইসলাম র.। যিনি আদীবুল মুখতার নামে প্রসিদ্ধ।
* শায়খ সাঈদুদ্দীন সিরাজী র.।
* শায়খ ফখরুল ইসলাম র.। যিনি কাযীখান নামে প্রসিদ্ধ।
* শায়খ রাজী উদ্দীন নিশাপুরী র.। যিনি 'মাকারিমুল আখলাক' কিতাবের লেখক।
* শায়খ শরফুদ্দীন উকাইলি র.।
* ফখরুদ্দীন কাসানী র.। প্রমুখ।

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে তা'লীমুল মুতা'আল্লিম। তিনি এই কিতাবটি ১৩ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। যার মধ্যে তিনি

Free @ www.e-iqra.weebly.com

পড়াশুনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আদর্শিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কিতাবটি যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই উপকারী। বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম কিতাবটির ভূয়সী প্রসংশা করেছেন।

ইন্তিকাল

তাঁর মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি।

মুহাম্মদ আল আমীন শেখ
তাকমীল

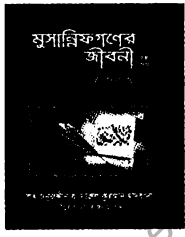

মুসান্নিফগণের জীবনী

সানুভী ২য় বর্ষ

Free @ www.eilm.weebly.com

মীর সাইয়িদ শরীফ র. ১৯৩
নাহবেমীর

আব্দুল কাহির জুরজানী র. ১৯৮
মিয়াতে আমিল

সানাউল্লাহ পানিপথি র. ২০১
মালাবুদ্দা মিনহু

মুহাম্মদ শফী র. ২০৪
সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া

শেখ সাদী র. ২১১
গুলিস্তা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নাহবেমীর গ্রন্থকার

মীর সাইয়িদ শরীফ র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আলী।

কুনিয়াত : আবুল হাসান।

উপাধি : জয়নুদ্দীন।

পিতার নাম : মুহাম্মদ।

দাদার নাম : আলী।

তিনি মীর সাইয়িদ শরীফ নামে প্রসিদ্ধ। عجائب المقدور فى اخبار التيمور গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ রয়েছে মুহাম্মদ। তবে তা সঠিক নয়। আল্লামা গিয়াস উদ্দীন হারুরী র. তাঁর লিখিত حبيب السير فى اخبار فرائد البشر গ্রন্থে ইস্তারাবাদ গ্রামে ২২শে শাবান ৭৪০ হিজরীতে তাঁর জন্ম বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য, প্রসিদ্ধ হল, তিনি ইরানের জুরজান নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন।

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

তিনি বাল্যকালেই ইলমে আদব এর ওপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তাঁর উলূমে আকলিয়্যাহ শরহে মাতালিয় ও কুতবী পড়ার আগ্রহ

Free @ www.-ilm.weebly.com

জাগে। এই সব কিতাব লিখকের নিকট পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি কুতুবুদ্দীন রাযী (তাহতানী)-এর খিদমতে হেরাত গমন করেন। কিন্তু ঐ সময় কুতুবুদ্দীন রাযী এর বয়স একশত বৎসরের উপরে পৌঁছে গিয়েছে। তিনি বার্ধক্যে উপনীত। বার্ধক্যের কারণে তাঁর চোখে সাদা পর্দা পরে গিয়েছিল। তিনি তীক্ষ্ণমেধা ও সুক্ষ্ম পারদর্শীতার মাধ্যমে অবগত হন যে, ইলমে মানতিক ও দর্শন বিদ্যায় মীর সাইয়িদ শরীফ এক আলোকোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বলতার দিকটি উল্লেখ করে বলেন, তোমাদের পড়ানোর জন্য যে পরিমাণ মেহনত করার প্রয়োজন আমার পক্ষে তা এখন সম্ভব নয়। এই জন্য তোমরা আমার আযাদকৃত গোলাম এবং হাতে গড়া ছাত্র মোবারক শাহ মানতিকীর নিকট ইলম অর্জনে কায়রো চলে যাও। তিনি মীর সাহেবের জন্য একটি চিঠি লিখে দেন। মীর সাহেব ইলম অর্জনের প্রতি এত আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি খুরাসান থেকে মিশর চলে যান। কায়রো পৌঁছে মুবারক শাহ এর খিদমতে হাজির হন এবং সেই চিঠিটি দেন। কুতুবুদ্দীন রাযী র. এর সুপারিশে মীর সাহেবকে মুবারক শাহ ক্লাশে বসার অনুমতি দেন।

ইলমী গভীরতা

মীর সইয়িদ শরীফ র. এর উস্তাদ মুবারক শাহের বাড়ী মাদরাসার অতি নিকটে ছিল। তাঁর ঘরের দরজা মাদরাসার দিকে করা ছিল। একদিন মুবারক শাহ্ ছাত্ররা কি করছে খোঁজ নেওয়ার জন্য গোপনে ঘর থেকে বের হন। হাঁটতে হাঁটতে মীর সাইয়িদ শরীফ এর কক্ষের নিকট এসে দাঁড়ালেন, তখন মীর সাহেব পিছনের সবক পড়ছিলেন। এক পর্যায়ে বলতে থাকেন, *'গ্রন্থকার এই মাসআলাটি এইভাবে উপস্থাপন করেছেন, ব্যাখ্যা কার একে এইভাবে বর্ণনা করেছেন। মুহতারাম উস্তাদ এই সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। আমি এই মাসআলাটি এইভাবে বয়ান করি।'* মাসআলাটি সম্পর্কে ছাত্রের মন্তব্য শুনে মুবারক শাহ খুবই খুশি হন এবং পরের দিন থেকে মীর সাইয়িদ এর জন্য পৃথক দরসের ব্যবস্থা করেন।

শিক্ষা সফর

তিনি আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইকসেরায়ী এর ইলমের গভীরতা শুনে তাঁর শহর কিরমানে সফর করেন। তিনি যখন তাঁর বাড়ীর নিকট এসে পৌঁছলেন তখন জামালুদ্দীন র. এর লিখিত شرح ايضاح এর

প্রতি তাঁর দৃষ্টি পরে। কিতাবটি দেখে মীর সাইয়িদ র. বলে ফেলেন, انــه كلحم بقــر عليــه ذبــاب (এটাতো গরুর গোসতের মত যার উপর মাছি বসছে) এই কথা বলার কারণ হলো, ايضاح এমন একটি কিতাব, যা অতি লম্বা এবং বিস্তারিত, তা আয়ত্ত করতে شــرح এর প্রয়োজন হয় না। । জামালুদ্দীন ايضاح এর মতন লিখে, তার উপর দিয়ে লাল রেখা টেনেছেন এবং মাঝে মাঝে সেই ইবারতের উপর দিয়ে নিজের কথা লিখছেন فكــان الشرح كالذباب على لحم البقر । জামালুদ্দীন এর কোন এক ছাত্র এই বাক্য শুনে বললেন, তুমি তার নিকট গিয়ে تقرير শুন। কেননা, তার তাকরীর تحرير এর চেয়ে উত্তম। মীর সাহেব তাকরীর শুনার জন্য শহরে পৌঁছেন । কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে শায়খ জামালুদ্দীন র. এর মৃত্যু সংবাদ পান।

উস্‌তাদগণের তালিকা

আল্লামা কুতুবুদ্দীন র. ছাড়াও মীর সাইয়িদ শরীফ র. এর বহু উস্‌তাদ ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলেন :

* শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ কারানী র.।
* শায়খ আকমালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ।
* শায়খ মুখলিসুদ্দীন আবুল খায়ের আলী ইবনে কুতুবুদ্দীন রাযী র. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিষ্যবৃন্দ

মীর সাইয়িদ শরীফ র. তাদরীসের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তাঁর ইলমের প্রভাব নিজের বংশের মধ্যেও প্রসারিত হয়। এই সিলসিলা অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লামা সূয়ূতী র. بغية الوعاة গ্রন্থে মীর সাহেবের ছেলে মুহাম্মদ সম্পর্কে বলেন, মুহাম্মদ তাঁর পিতার থেকে ইলেম অর্জন করেন। তিনি শরহে ইরশাদ, শারহে কাফিয়া, হাসিয়ায়ে মুতাওয়াসসিতাহ ইত্যাদি কিতাব রচনা করেন।

মোল্লা আব্দুল কাদির র. মীর সাহেবের ছাত্র ও ভাতিজা সম্পর্কে বলেন, হিকমত শাস্ত্রে তার যুগের সকল আলেমদের থেকে উচ্চ মর্যাদা হাসিল করেন। তিনি মক্কা মুয়ায্‌যমায় গিয়ে ইবনে হাজার আসকালানী থেকে

Free © www.eilm.weebly.com

হাদীস শাস্ত্রের ইলম অর্জন করেন এবং তাঁর থেকে দরস দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

কর্মজীবন

মীর সাইয়িদ শরীফ র. তাঁর সমসাময়িক আল্লামা তাফতাযানী র. কে বলেন, আপনি শাহ সুজা উদ্দীন এর নিকট আমাকে দীনি খেদমতে লাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করুন। যেন আল্লাহ্ তা'য়ালা দীনি খিদমতের কোন ব্যবস্থা করে দেন। আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী র. নিজে মীর সায়িদ শরীফকে সঙ্গে নিয়ে শাহ সুজা উদ্দীন র. এর বাড়ী হামরাত যান। আল্লামা তাফতাযানী র. মীর সাহেবকে দরজায় দাঁড় করিয়ে নিজে শাহ সুজাউদ্দীন এর দরবারে যান। শাহ সুজা উদ্দীন মীর সাহেবকে দরবারে ডাকলেন। দরবারে গিয়ে মীর সাহেব তার ব্যাগ থেকে কয়েকটি কাগজ বের করলেন, যার মধ্যে مصنفين (মুসান্নিফীনদের) ব্যাপারে অভিযোগ লিখা ছিল । কাগজগুলো দেখিয়ে মীর সাহেব বললেন এটাই আমার পেশা। শাহ সুজা উদ্দীন মীর সাহেবের লিখিত কাগজ পড়ে তাঁর ইলমী গভীরতা অনুমান করেন। শাহ সুজা উদ্দীন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হামরাতে সিরাজ নামক শহরে মাদরাসায়ে দারুস শুফ'আতে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করে দেন। সেখানে মীর সাহেব দীর্ঘ ১০ বৎসর দরস ও তাদরীসের কাজ করেন।

আত্মশুদ্ধি

মীর সাইয়িদ শরীফ র. ইলমে জাহিরী অর্জন করার পাশাপাশি ইলমে বাতিনীর দ্বারা নিজেকে পরিশোধিত করেন। তিনি খাজা খাজেগান বাহা উদ্দীন র. এর খলীফা, হযরত খাজা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত্তার আল বুখারী র. থেকে ইলমে বাতিনী তথা আত্মশুদ্ধিতার জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বলেন,'আমি খাজা আলাউদ্দীন র.-এর দরবারে এসে আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে চিনতে পেরেছি।

রচনা

মীর সাহেব অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্য থেকে কিছু প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো।

* নাহবেমীর।
* শরহে মিফতাহুল উলূম।

Free@www.eidhwebdy.com

* শরহে কাফিয়া (ফারসী)।
* হাশীয়ায়ে শরহে বিকায়া।
* হাসীয়ায়ে তালবীহ
* হাশীয়ায়ে শরহে হিকমাতুল আইন।
* তা'লিকুল নীসাবুল বয়ান।
* রিসালায়ে মুরসিয়্যাহ।
* তা'রিফাতুল উলূম।
* রিসালা ফিল মাউজূদাত।
* রিসালাতু ফিল ইনসি ওয়াল আফাক।
* শরহে মুনতাবীহ।
* তা'লিকু শরহে রাযী।
* সরফে মীর।
* শরহে সিরাজী।
* শরহে বাইযাবী।
* হাশিয়ায়ে মেশকাত।
* হাশিয়ায়ে হিদায়া।

ইনতিকাল

তৈমুর লং ৭৮৯ হিজরী সিরাজ শহর জয় করার পর মীর সাইয়িদ শরীফকে সমরকন্দ নিয়ে যান। সেখানে আল্লামা তাফতাযানী র. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তৈমুর লং মীর সাইয়িদ শরীফকে অনেক সম্মান করতেন। এই কারণে মীর সাহেব তৈমুর লং এর সাথে মৃত্যু পর্যন্ত সমরকন্দে অবস্থান করেন। তৈমুর লং এর মৃত্যুর পর পুনরায় মীর সাহেব সিরাজ শহরে চলে আসেন। এখানেই ৬ রবীউল আউয়াল ৮১৬ হিজরী বুধবার দিন ৭৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ছেলেকে এই উপদেশ করে যান ,

"হে তনয়, আমি তোমাকে একটি উপদেশ করছি। 'তুমি মূল্যবান সময়কে অযথা নষ্ট করো না।"

সম্পাদনা পরিষদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মিয়াতে আমিল রচয়িতা

আব্দুল কাহির জুরজানী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আব্দুল কাহির

কুনিয়ত : আবূ বকর

পিতার নাম : আব্দুর রহমান

জন্ম : তিনি তিবরিস্তানের প্রসিদ্ধ জেলা জুরজানে জন্মগ্রহণ এবং এখানের অধিবাসী ছিলেন বিধায় তাঁকে জুরজানী বলা হয়।

জ্ঞানার্জন

পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণের একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল, তারা জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করতেন। কিন্তু শায়খ আব্দুল কাহের র. এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি আবূ আলী ফারসী এর ভাগিনা মুহাম্মদ ইবন হুসাইন ইবন আব্দুল ওয়ারিস আল ফারসী আন নাহভী এর নিকটই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন এবং তাঁর কাছেই শেষ করেন। তিনি এই শায়খ ব্যতীত আর কারো কাছে ইলম অর্জন করেননি। এবং কখনও জুরজান শহর থেকে বের হননি।

ইলমী যোগ্যতা

শায়খ আব্দুল কাহির র. অন্যান্যদের মত জ্ঞানার্জনের জন্য যদিও বিভিন্ন দেশ সফর করেননি বরং একজনের নিকটই তিনি ইলম অর্জন করেছেন

Free @ www.eilm.weebly.com

তথাপিও তিনি ইলমে নাহুর অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন। উলূমে আরাবিয়ায় তার ব্যক্তিত্ব অনস্বীকার্য। তাকে ইলমে বয়ান ও ইলমে মাআনীর ইমাম মানা হতো। ইলমে মাআনীর ক্ষেত্রে তার বিস্তৃত চিন্তাধারা ও যথার্থ গবেষণা বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে। مجاز এর প্রকারের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি ও কিছু বাক্যকে مرسل ও কিছু বাক্যকে استعارة সাব্যস্ত করা এবং متشابه এর প্রকারগুলোর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি তারই চেষ্টার ফসল। এ জন্য তাকে واضع علم البيان (ইলমে বয়ানের জনক) বলা হয়।

আল্লামা তাসকুবরা যাদা তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, তিনি আরবী ভাষায় পান্ডিত্ব অর্জনকারী এবং আরবী ফাসাহাত ও বালাগাতের ক্ষেত্রে বড় ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে শাফেয়ী এবং আকীদাগত দিক থেকে আশআরী ছিলেন।

ছাত্রবৃন্দ

* আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ আয যরীফ আল মাহবাযী। যিনি شرح اللمع এর রচনা করেছেন।

* আবুল মুযাফ্ফর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আল আবী ওয়ারদী। যিনি المختلف والمؤتلف এর গ্রন্থকার। এ ছাড়াও তাঁর আরো বহু ছাত্র রয়েছে।

রচনাবলী

মিআতি আমিল

* المغنى (আল মুগনী) শায়েখ আবূ আলী ফারসী রচিত الايضاح এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। যা ৩৩ খণ্ডে সমাপ্ত।

* اعجاز القرآن (ই'জাযুল কুরআন)

* تفسير جرجانى (তাফসীরে জুরজানী)

* دلائل الاعجاز (দালাইলুল ই'জায)

*بلاغة القرآن (বালাগাতুল কুরআন)

Free@www.e-ilm.weebly.com

* مختار الاختيار (মুখতারুল ইখতিয়ার)

এ ছাড়াও তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে।

ইনতিকাল

কেউ কেউ বলেন তিনি ৭৩১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।
আর কারো কারো মতে ৭৭৪ হিজরী সনে ইনতিকাল করেছেন।

সম্পাদনা পরিষদ

শরহে মিয়াতে আমিল এর রচয়িতা

অনেকের মতেই শরহে মিয়াতে আমিল কিতাবটি মোল্লা আব্দুর রহমান জামী এর রচিত । তিনি শরহে জামী রচনা করেছেন। আবার কারো মতে মীর সাইয়িদ শরীফ জুরজানী এর রচিত কিতাব। যিনি নাহবেমীর রচনা করেছেন। তাই আলাদা করে এই কিতাবের রচয়িতার জীবনী আলোচিত হবে না। *{ সম্পাদক}*

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মা-লা বুদ্দা মিন্‌হু গ্রন্থকার

সানা উল্লাহ পানিপথি র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

কাযী সানা উল্লাহ পানিপথি র. শায়খ জালালুদ্দীন কাবীরুল আউলিয়া পানিপথি র. এর বংশে আনুমানিক ১১৪৩ হিজরীতে পানিপথ এলাকায় জন্মলাভ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হযরত উসমান গনী রা. এর সাথে মিলিত হয়। এ গোত্রটি ইলম ও জ্ঞান চর্চায় প্রসিদ্ধ ছিল। এ গোত্রের বহু ব্যক্তিবর্গ কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন।

শিক্ষাজীবন

জীবনের শুরুতেই কাযী সাহেবের মধ্যে এমন কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় যা তাঁর উজ্জল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর বহন করতো। মেধা, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি ও সুস্থ বুদ্ধিমত্তায় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বানিয়ে ছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সেই তিনি পূর্ণ কুরআনে কারীমের হিফয সম্পন্ন করেন। আর ষোল বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিক্‌হ তথা উলূমে আকলিয়্যা ও নকলিয়্যায় বিজ্ঞ আলিমরূপে আত্ম প্রকাশ করেন। কাযী সাহেব হযরত শাহ্‌ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. এর নিকট থেকে তাকমীলে হাদীস তথা সিহাহ সিত্তার সনদ গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিতাব অধ্যয়ন করেন।

Free@www.e-iqra.weebly.com

আধ্যাত্মিক সাধনা

মানবতার পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য ইলমের সাথে সাথে আত্মিক সাধনার মাধ্যমে আমলী যিন্দেগী গঠন করা আবশ্যক। এ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইলমে জাহেরী তথা বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনের পর ইলমে বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি মুহাম্মদ আবিদ সানানী র. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ তাহের সানানী র. যদিও খাছ তাওয়াজ্জুহের দ্বারা তাঁকে অতিদ্রুত আধ্যাত্মিকতার সকল স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়ে ফানায়ে কুলবের স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু ইলমে রূহানীর পূর্ণতায় পৌঁছার আগেই শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সান'আনী ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তা'আলার এটা চিরন্তন বিধান যে, প্রকৃত সত্যের পিপাসায় যারা কাতর তাদেরকে তিনি তৃষ্ণার্ত রাখেন না। সে সময় মির্জা জাঁনে জাঁনা হাবীবুল্লাহ্ মাযহার শহীদ র. এর খানকাহ শরীফ ছিল আধ্যাত্মিক বিদ্যাপীঠের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা কাযী সাহেবকে সে পথেরই সন্ধান দেন। কাযী সাহেব শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়ে তরীকায়ে নকশাবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দেদিয়ার সর্বশেষ স্তর অতিক্রম করেন। কাযী সাহেবের রচিত তাফসীরে মাযহারী সে কথারই বলিষ্ঠ স্বাক্ষর বহন করে।

একদিকে যেমন ছিল তাঁর খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা ও সত্য সন্ধানের আগ্রহ, অপরদিকে ছিল আপন শায়খের পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ। কজেই তাঁর মর্যাদা প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনুমান করতে পারবে। আমরা তাঁর সম্পর্কে তো শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, তাঁরই শায়খ তাকে 'আলামুল হুদা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী র. তাঁকে কালের 'বায়হাকী' আখ্যা দিয়েছিলেন। মির্জা সাহেব বলতেন যে, আমার অন্তরে সানা উল্লাহর বড়ই গুরুত্ব আছে। তাঁর মধ্যে ফেরেশতাদের গুণাবলী বিদ্যমান। দেখা যায় যে, ফেরেশতাও তাঁর সম্মান করে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন দুনিয়া থেকে কি উপঢৌকন এনেছো? তাহলে আমি সানা উল্লাহকেই পেশ করবো।

ইবাদত-বন্দেগী ও জনসেবা

তাঁর সিংহভাগ সময়ই ইবাদত বন্দেগী ও যিকির আযকারের মধ্য দিয়ে কাটত। একশত রাকাআত নফল নামায ও তাহাজ্জুদ, এক মনযিল কুরআন তিলাওয়াত করা তাঁর দৈনিক আমল ছিল। বিচারকের গুরু দায়িত্বে থাকা

Free@www.e-iqra.weebly.com

সত্ত্বেও যাহেরী ও বাতেনী উলূম তথা দীনি ইলমের প্রচার প্রসার ও জনসেবার ভিতর দিয়ে তিনি পুরোটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ কারণেই তিনি জনসাধারণের দৃষ্টিতে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল দ্বীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। পীর মুহাম্মদ ও সাইয়িদ মুহাম্মদ প্রমূখ বুযুর্গানেদীন তাঁরই সংশ্রবে থেকে সুলূক ও তরীকতের লাইনে পূর্ণতা অর্জন করেন।

রচনাবলী

তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। তন্মধ্যে ফিক্‌হ বা মাসআলা সম্পর্কিত একটি কিতাব (নামটি সংগ্রহ করা যায়নি) অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিস্তারিত। যাতে প্রত্যেক মাসআলায় প্রমাণাদি ও প্রত্যেক ইমামের গ্রহণযোগ্য মতকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে :

*تفسیرمظهری (তাফসীরে মাযহারী।) এটি তাফসীরের এক অনন্য কিতাব।

*مالا بد منه (মালাবুদ্দা মিনহু।) এটি ইলমে ফিক্‌হ সম্পর্কিত ফার্সী ভাষায় লিখিত কিতাব। প্রায় তিনশত বছর ধরে ভারত উপমহাদেশের মাদরাসাসমূহে পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত।

*السيف المسلول (আস্‌সায়ফুল মাসলূল।) শিয়াবাদের খণ্ডনে রচিত একটি মূল্যবান কিতাব।

* تذكرة الموت والقبور (তাযকিরাতুল মাউতি ওয়াল কুবূরি।)

* (تذكرة المعاد) তাযকিরাতুল মা'আদ।

* حقوق الاسلام (হুকূকুল ইসলাম।)

* الشهاب الثاقب (আশশিহাবুছ্‌ছাকিব।)

* অসিয়ত নামা। ইত্যাদি।

ইন্‌তিকাল

১২২৫ হিজরীতে এই মহা-মনীষী ইনতিকাল করেন। পানিপথের পবিত্র ভূমিতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি অসিয়ত করেছিলেন, হযরত মির্জা মাযহার জাঁনে জাঁনা র. কর্তৃক হাদিয়াপ্রাপ্ত চাদর যেন তাঁর কাফনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য তাই করা হয়েছিল।

মুহাম্মদ রুকনুয্‌যামান
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া গ্রন্থকার

মুহাম্মদ শফী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : মুহাম্মদ শফী।

পিতার নাম : হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন ।

তিনি দেওবন্দে অবস্থান করেছিলেন বিধায় তাকে দেওবন্দীও বলা হত। ১৩১৪ হিজরীর শা'বান মাস মুতাবিক ১৮৯৭ ঈসাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ অঞ্চলে এ মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবকাল

জন্মের পরেই তিনি পিতামাতার স্নেহের নীড়ে লালিত পালিত হতে থাকেন। শৈশবেই তাঁর স্বভাব-চরিত্র মার্জিত ছিলো। মাতাপিতার অত্যন্ত বাধ্যগত সন্তান ছিলেন। কখনও তাঁদের নির্দেশ লঙ্ঘন করতেন না। তিনি মাতাপিতার নয়ন মনি ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি সহপাঠীদের নিয়ে খেলাধুলাও করতেন। তবে কারও সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতেন না। ছোট বেলা তার মধ্যে এমন কিছু পূর্বাভাস ফুটে উঠে ছিলো যার দ্বারা বুঝা যেত ভবিষ্যতে তিনি একজন বড় মাপের ব্যক্তি হবেন এবং জাতির সামনে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবেন। মানুষকে সত্যের পথের দিশা দিবেন।

শৈশবকালের একটি ঘটনা

তিনি নিজের বাল্যকালের একটি ঘটনা প্রায়ই বলতেন। তিনি বলেন,'ছোটকালে আমি এবং আমার ভাই জনাব আকিল সাহেব একবার

Free@www.eilm.weebly.com

খেলায় প্রতিযোগিতা করছিলাম। খেলায় আমি হেরে যাই। আমার ভাই জিতে যান (বয়সে তিনি আমার বড় ছিলেন)। হেরে আমি এত বেশী দুঃখ পেয়েছিলাম যা অনেক দিন ভুলতে পারিনি। মনে হচ্ছিল যেন আমিই পৃথিবীর সব থেকে ছেট ও ব্যর্থ মানুষ। কিন্তু আজ সে ঘটনা মনে পড়লে হাসি পায় যে, খেলাধুলার মত একটি তুচ্ছ বিষয়ে ব্যর্থতায় কত দুঃখ পেয়েছি।

এ থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে, আখিরাতেও আমাদের এ অবস্থাই হবে। জান্নাতের চোখ ধাঁধাঁনো নিয়ামতের সামনে দুনিয়ার বড় বড় নিয়ামতও তখন তুচ্ছ মনে হবে। আমরা আমাদের মূর্খতার উপর হাসাহাসি করব। যেমনটি এখন বাল্যকালের হার-জিতের কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

শিক্ষাজীবন

মুফতী শফী র. যখন পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। তখন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক হাফিয আব্দুল আযীম র. এবং নামদার আলী র.-এর কাছে কুরআন শরীফ হিফয করা শুরু করেন। তাঁর সম্মানিত পিতারও একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁকে কুরআনে কারীমের হাফিয বানানো। কয়েক পারা হিফয হয়েও গিয়েছিল। কিন্তু শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কুরআন শরীফ মুখস্থ করার চাপ তিনি সহ্য করতে পারেননি। তবে যে কয়েক পারাই ঐ সময় মুখস্থ হয়েছিল সারা জীবন তা স্মরণ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। অধিকাংশ সময় নফল এবং তাহাজ্জুদে তিনি ঐ সব পারা তিলাওয়াত করতেন। তারপর স্বীয় পিতার কাছে উর্দূ-ফার্সী, অংক, ভূগোল, হাতের লিখা অনুশীলন এবং প্রচলিত সমস্ত কিতাব পড়েন। তারপর দারুল উলূমের উস্তাদগণের নিকট জ্ঞান অর্জন করে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৩৩৬ হিজরীতে মাত্র ২২ বছর বয়সে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন ।

ইলমের জন্য নিমগ্নতা

তাঁর জীবনের যাবতীয় শখের মধ্যে ইলমের শখ ছিল সবচেয়ে বেশী। ইলমের প্রতি, কিতাবের প্রতি তাঁর যে অবিশ্বাস্য নেশা ছিল তা এ যুগে খুবই বিরল। সবককে বার বার পড়া ও নিয়মিত তাকরার করা ছিল তাঁর

Free © www.e-ilm.weebly.com

অভ্যাস। তাঁর তাকরার খুবই সুন্দর ছিল, তিনি নিজেই বলেন, 'আমি মাকামাতে হারীরীর তাকরারে শায়খুল আদব মাওলানা ই'জায আলী র. এর প্রদত্ত ক্লাশের বক্তব্যটিকে হুবহু উপস্থাপন করতাম। আমার অজান্তেই কখনো কখনো মাওলানা ই'জায আলী র. আমার তাকরার শুনতেন। পরে আমি জানতে পারতাম যে, তিনি আমার তাকরার শুনে খুবই খুশি হয়েছেন। হযরত মুফতী সাহেব র. অধিকাংশ সময় দিনের বেলা মাদরাসায় গিয়ে গভীর রাতে বাসায় ফিরতেন। কেননা, সাধারণতঃ তাকরার রাতের বেলা হত। পরবর্তী জীবনে তিনি একবার ছাত্রদেরকে উপদেশ করতে গিয়ে এ কথাও বলেছিলেন যে, রাত্রে আমার আম্মা খানা খাওয়ানোর জন্য আমার ফিরার প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। শীতের রাত্রে গোশতের তরকারীর ঝোল উপরে জমাট বেঁধে যেত আর নিচে থাকত শুধু পানি। আমি সেটা খেয়েই সন্তুষ্ট হতাম।

দেওবন্দেই তাঁর নিজস্ব বাড়ি ছিল। আশে পাশে অনেক আত্মীয়-স্বজনের বাড়িও ছিল। কিন্তু ছাত্র যামানায় তিনি পড়ালেখায় এমনই মগ্ন ও বিভোর থাকতেন যে, আত্মীয়দের বাসায় যাওয়ার সময় পেতেন না। মজার ব্যাপার হল, ছোট্ট থানা শহর হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেওবন্দের সকল রাস্তা ঘাট ভালভাবে চিনতেন না। অবসর সময় পাওয়া মাত্রই তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান র.-এর সান্নিধ্য লাভের আশায় ছুটে যেতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, ইলমের প্রতি দুর্বার ও তীব্র আকর্ষণ, সর্বোপরি উন্নত চরিত্র ও মধুর ব্যবহারের জন্য সকল শিক্ষকই তাঁকে স্নেহ করতেন।

কিতাব অধ্যয়নের অদম্য বাসনা

তিনি বলেন যে, দুপুরে যখন মাদরাসায় খানা ও আরামের জন্য বিরতি দেওয়া হত তখন আমি অধিকাংশ সময় দারুল উলূমের কুতুব খানায় চলে যেতাম। যেহেতু সে সময়ে লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল ব্যক্তির আরামের সময় ছিল। সে জন্য তাঁর পক্ষে লাইব্রেরীর নির্ধারিত সময়ের পরে সময় দেওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যার ফলে আমি অনেক কষ্ট করে তাঁকে বুঝিয়ে এ কথার উপর রাযী করাই যে, তিনি যখন দুপুরের আরামের জন্য বাসায় চলে যাবেন তখন যেন আমাকে লাইব্রেরীর কক্ষে তালা মেরে রেখে যান। ফলশ্রুতিতে তিনি তাই করতেন আর আমি ভর দুপুরে জ্ঞানের সেই বিচিত্র

Free@www.eilm.weebly.com

উদ্যানে প্রজাপতির মত ছুটে বেড়াতাম। মাদরাসার লাইব্রেরীর এমন কোন কিতাব নেই যা অধমের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তিনি বলেন, এত বিশাল বড় লাইব্রেরী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রহমতে কোন্ কিতাব কোন্ বিষয়ের, কোথায় রাখা আছে এই সব কিছুই আমি জানতাম। এজন্যই লাইব্রেরীর নাযিম সাহেব প্রায় সময়ই যখন কোন কিতাব অনুসন্ধান করতে করতে হতাশ হয়ে যেতেন তখন আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, অমুক কিতাব কোথায় পাওয়া যাবে ?

একবার দারুল উলূমে শরহেজামী কিতাবের পরীক্ষা ছিল শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী র. এর নিকট। তখনও পর্যন্ত হযরত মুফ্তী সাহেব তাঁর নিকট কোন কিতাব পড়েননি। ফলে মুফতী সাহেবের পরীক্ষার উত্তরপত্র যে কোনটি তা হযরত উসমানী র. ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চমৎকার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী উত্তরপত্র দেখে হযরত উসমানী এতই অভিভূত ও বিমুগ্ধ হন যে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ উত্তরপত্র নিয়ে মুহতামিম সাহেবের নিকট চলে যান এবং জিজ্ঞেস করেন এই ছাত্রটি কে ? এ কথা শুনে খুশী হয়ে মুহতামিম সাহেব হল রুমে প্রবেশ করেন। হযরত মুফ্তী সাহেব র. সে সময় অন্য কোন কিতাবের উত্তর লিখছিলেন। মুহতামিম সাহেব তাঁকে এমতাবস্থাতেই সকল ছাত্রদের সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁর প্রশংসা করেন।

তিনি পড়ার প্রতি যে কত আগ্রহী ছিলেন তা নিম্নের বর্ণনা দ্বারাই ভালভাবে অনুধাবন করা যায় :

হযরত থানভী র. এর সঙ্গে মুফ্তী সাহেব র. একবার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য সাক্ষাত করলেন। সেটা ছিল ১৩৩২ হিজরীর কথা। গ্রীক দর্শনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাইবুযী' পড়বেন কি পড়বেন না তিনি এ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন, এই ব্যাপারে আশরাফ আলী থানভী র. এর নিকট পরামর্শ চাইলেন। কারণ তখন হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গূহী র. দীনী মাদরাসাগুলোতে এ জাতীয় গ্রীক দর্শনের গ্রন্থ পড়াকে পছন্দ করতেন না। যার কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় হযরত আশরাফ আলী থানভী র. এর নিকট যেতে হয়। তখন হযরত থানভী র. তাঁকে সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন । তিনি হযরত মুফ্তী সাহেবকে বলেছিলেন, দেখ হযরত গাঙ্গুহীর কথার উপরই আমল কর, আর হযরত নানূতবীর কথার উপরই আমল কর

উভয়ই মঙ্গল জনক। কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমার পরামর্শ হচ্ছে এই যে, তুমি অবশ্যই এ বিষয়টি পড় এবং মেহনত করেই পড়; যাতে এর উপকারিতা এবং অপকারিতার মধ্যে তুমি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পার। আমি আশাবাদী যে, তোমার ঐ ক্ষতি হবে না যেটার আশংকা হযরত গাঙ্গূহী র. করছেন। উপরন্তু এর দ্বারা আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে এই যে, বাতিলের সামনে মাথানত করতে হবে না। বরং দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করলে তুমি দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারবে।

Free © www.eelm.weebly.com

উস্তাদগণের তালিকা

হযরত মুফ্তীয়ে আযম শফী র.যাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন তাঁরা ছিলেন সে যুগের গাযালী ও রূমী এবং ইবনে হাজর। তন্মধ্যে যাদের কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে ছিলেন তারা হলেন :

* হাফিয আব্দুল আযীম র.।
* মদার খাঁন সাহেব র.।
* স্বীয় পিতা হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন র.।
* স্বীয় চাচা মুন্সী মুনসূর আহমদ র.।

যাদের কাছে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন তাঁরা হলেন :

* শায়খুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান র.।
* হাফিযে হাদীস, জামিউল উলূম ফখরুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী র.।
* আরিফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা মুফ্তী আযীযুর রহমান র.।
* আলিমে রাব্বানী হযরত মাওলানা সাইয়িদ আসগর হুসাইন র.।
* শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী র.।
* শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ্ হযরত মাওলানা ই'জায আলী র.।
* হযরত মাওলানা ইবরাহীম বিলয়াভী র.।
* হযরত মাওলানা মুফ্তী আযীযুর রহমান র.।

কর্মজীবন

২২ বছর বয়সে ১৩৩৬ হিজরীতে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পর ১৩৩৭ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক নিযুক্ত হন। খুব দ্রুত বিভিন্ন স্তর

Free@ www.e-iqra.weebly.com

অতিক্রম করে উচ্চস্তরের শিক্ষকদের মধ্যে শামিল হন। ফিকহ্ ও সাহিত্যের সাথে শুরু থেকেই সম্পর্ক ছিল। ১৩৫০ হিজরীতে মুফ্তী পদে সমাসীন হন এবং দীর্ঘদিন খিদমত করেন। ১৩৬৮ হিজরীতে পাকিস্তানে চলে যান এবং ইসলামী শিক্ষা বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে ইসলামী নীতিমালার বিন্যাস সাধনে সহযোগিতা করেন। ১৯৫১ সনে করাচীতে 'দারুল উলূম' নামে একটি মাদরাসার গোড়াপত্তন করেন। মুফ্তী সাহেবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রাচীন আলিমগণের অভিরুচি তার মধ্যে পুরাপুরি বিদ্যমান ছিল। কর্ম জীবনে প্রতিটিক্ষেত্রে বুযুর্গদের অনুস্মরণ করা জরুরী মনে করতেন। তিনি রেডিও পাকিস্তানে নিয়মিত তাফসীর করতেন। যা শ্রোতাদের নিকট খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীতে বন্ধু বান্ধব, ভক্ত ও ছাত্রদের অনুরোধে আরো পরিমার্জন ও বৃদ্ধি করে 'তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন' নামে তা প্রকাশ করেন। এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্যতম অবদান ও কৃতিত্ব।

শিষ্যদের তালিকা

বিশ্বের আনাচে কানাচে তাঁর হাজার হাজার ছাত্র রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকজন শিষ্যের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

* তাঁরই সুযোগ্য সাহেবযাদা আল্লামা তক্বী উসমানী দা.বা।
* খতীব উবায়দুল হক র.। (সাবেক খতীব, বাইতুল মুকাররম, ঢাকা।
* শায়খুল হাদীস আল্লামা আশরাফ উদ্দীন আহমদ র.। (শায়খুল হাদীস, কাসেমুল উলূম, কুমিল্লা)
* আল্লামা আহমদ শফী দা.বা.। (মহা পরিচালক, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।)

রচনাবলী

তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন। তিনি অনেক গ্রন্থের লেখক। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লিখতেন। তাফ্সীর, হাদীস, ফিকহ, আদব প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী রচনা তাঁর কলম থেকে নির্গত হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা দুইশতের মত । প্রসিদ্ধ কয়েকটি হল :

* সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া।
* তাফ্সীরে মারীফুল কুরআন যা উর্দূ ভাষায় আট খণ্ডে প্রকাশিত।

Free@www.eelm.weebly.com

* আহ্‌কামুল হজ্জ।
* আল-ইয়াওাকীত ফি আহ্‌কামিল মাওয়াকীত।
* মানহাযুল খায়র ফীল হাজ্জি আনিল গায়র।
* মাকামে সাহাবা।
* ইসলামী জবীহা।
* আ'জায়ে ইনসানী কি পাইওয়ান্দকারী।
* বীমায়ে জিন্দীগী।
* ইসলামী-নিযাম মে ইকতেসাদী ইসলাহাত।

ফিকহ্ বিষয়ে পঁচান্নব্বইটি কিতাব লিখেছেন। এ বিষয়ে আধুনিক যুগের মাসআলাসমূহকে তিনি আলোচ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারিত করেছিলেন, যা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য জ্ঞানের অনুপম ভাণ্ডার হিসাবে কিয়ামত অবধি বহাল থাকবে।

কাব্য জগতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। আরবী, ফারসী ও উরদূ ভাষায় তিনি অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন।

তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতা

তিনি সর্বদাই বুযুর্গদের সুহবতে থাকতে ভালবাসতেন। প্রথমে তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর হাতে বাইয়াত হন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত থানভী র. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভেও ধন্য হন।

ইন্‌তিকাল

এই মহামনীষী ১৪১৬ হিজরীর ১১ শাওয়াল মুতাবিক ১৯৭৬ ঈ. ৬ অক্টোবর ইহজগত ত্যাগ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দেন।

মুহাম্মদ সালমান
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

গুলিস্তাঁ গ্রন্থকার

শেখ সা'দী র.

{খেশ সাদী র. বোস্তাঁ ও কারীমাও রচনা করেছেন। গুলিস্তা অধিক প্রসিদ্ধ এখানেই তাঁর জীবন আলোচনা করা হয়েছে। সম্পাদক}

নাম ও উপাধি

কবি ও দার্শনিক, যুগশ্রেষ্ঠ সাধক হযরত শেখ সা'দী র.১১৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম লাভ করেন। তাঁর প্রকৃত নামের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাযকিরাতুল কিরাম (পৃ.-৪৬৩) ও 'কাশফুয যুনূন' এর বর্ণনায় তাঁর নাম, মুসলিউদ্দীন, উপাধি, শরফুদ্দীন এবং উপনাম সা'দী। কিন্তু বাহরে সেঁতা ও অন্যান্য কিতাব এর মাঝে এর বিপরীতে নাম, শরফুদ্দীন উপাধি, মুসলি উদ্দীন এবং উপনাম সা'দী উল্লেখিত রয়েছে। তবে প্রথমটিই প্রসিদ্ধ এবং প্রধান্যযোগ্য ।

আল্লামা শেখ সা'দী র. এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ সিরাজী র.। তিনি সিরাজের তৎকালীন বাদশাহ শায়খ সা'দ জঙ্গী র. এর অধিনে চাকুরী করতেন। বাদশার সাথে তাঁর পিতার সম্পর্ক ছিল গভীর। এ কারণে তিনি ছেলের উপনাম রাখেন সা'দী। পরবর্তীকালে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

Free © www.eilm.weebly.com

বাল্যকাল, শিক্ষাজীবন ও উস্তাদ

হযরত শেখ সা'দী র. বাল্যকালে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ মাদরাসায়ে নিযামিয়াতে একমাত্র উস্তাদ হযরত সিরাজীর স্নেহের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর সমকালীন ব্যক্তিরা হলেন দিল্লীর আমির খসরু ও কাযী বায়যাবী র. প্রমুখ।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত আলিম হযরত আল্লামা আবুল ফরয আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী র. উল্লেখযোগ্য।

কর্মজীবন

হযরত শেখ সাদী র. এর গোটা জীবনটি চার ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ২৫ বৎসর বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দীক্ষা আহরণের জন্য কাটিয়েছেন। আর জীবনের বাকী দিনগুলো আধ্যাত্মিক সাধনা, লেখনী ও দেশ ভ্রমণে কাটিয়েছেন।

দেশভ্রমণ

তিনি গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশও ভ্রমণ করেন। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ যথা খোরাসান, তাতার, বলখ, কাশগর, ইরাক, আজারবাইজান, শাম, ফিলিস্তিন, ইস্পাহান, পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি জীবনে চৌদ্দ বার হজ্ব পালন করেন।

মনীষীগণেরদৃষ্টিতে

মনীষীগণেরদৃষ্টিতে হযরত আল্লামা শেখ সা'দী র. ছিলেন একজন খোদাভীরু, পরহেজগার এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দীন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি তাকে সে যুগের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বিশেষভাবে ফার্সী ভাষায় গদ্য ও কাব্য রচনা তাঁকে চির অমর করে রেখেছে।

দুঃখ কষ্ট সংবরণ

শেখ সা'দী র. একবার দামেস্কবাসীদের আচরণে ব্যথিত হয়ে ফিলিস্তিন গমন করেন। সেখানকার ইয়াহুদীরা তাকে বন্দী করে সীমাহীন যুলম-

Free © www.eilm.weebly.com

নির্যাতন চালায় এবং অতি কষ্টকর বিভিন্ন কাজে লিপ্ত করে। বেশ কিছু দিন পর হলবের জনৈক বিশিষ্ট সরদার তাঁর এ দুঃখ-দুর্দশা দেখে দশ দেরহামে ক্রয় করে স্বাধীন করত: তাকে তাঁর কন্যার সাথে বিবাহ দেন। স্ত্রী ছিল অতি কঠোর মিজাযের। বহুদিন তার কঠোর আচরণ তাকে সহ্য করতে হয়।

এক এক সফরে তার দীর্ঘ দিন কেটে যেতো। বর্ণিত আছে, একবার তিনি সফর শেষে সিরাজে পৌঁছে অল্প বয়সী সুন্দরী এক মেয়েকে টুপি বিক্রি করতে দেখলেন। পরে জানতে পারেন সে মেয়েটি অন্য কেউ নয় বরং তারই ঔরসজাত সন্তান।

আধ্যাত্মিক সাধনা

তিনি শেষ জীবনের প্রায় পঁচিশ বছর আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন ছিলেন।। মহান প্রভুর প্রতি গভীর প্রেম ও ভালবাসা ছিল তার হৃদয়ে। প্রেমের অনলে দগ্ধ হতে থাকেন তিনি বহু দিন ধরে। যতই সময় গড়িয়ে যায় ততই তার সাধনা বেড়ে যায়। অতঃপর লোকালয় ছেড়ে নীরব-নির্জন মানবহীন এলাকায় মহান আল্লাহর প্রেমে মগ্ন থাকতেন। মুরাকাবা-মুশাহাদাই ছিল তাঁর রূহানী খোরাক।

উল্লেখ্য যে, তাসাওউফের স্তরসমূহ পাড়ি দেওয়ার জন্যে তিনি হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী র. -এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। জলপথ ভ্রমণকালে একবার তিনি তার সফরসঙ্গীও ছিলেন।

একবার জনৈক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেন : কোন একস্থানে শীর্ষস্থানীয় কবি-মাশায়িখগণের অধিবেশন বসেছে। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত অধিবেশনে তাশরীফ এনেছেন। কবিরা তাঁর শানে ভক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করছেন। তখন শেখ সা'দীও আবৃত্তি করছিলেন। আবৃত্তিকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং অতি মূল্যবান এক বস্তু উপহার দেন।

নুযহাতুল বাসাতীন নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তিনি মহান প্রভুর দর্শন লাভের আশায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাত্র জাগরণ করেন।

Free@www.eilm.weebly.com

রচনাবলী

তিনি তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে প্রায় বারটি পুস্তক রচনা করেন।

তন্মধ্য হতে :

* গুলিস্তা।
* বূস্তাঁ।
* দেওয়ানে সা'দী প্রসিদ্ধ।

প্রায় সাতশত বছর ধরে তার অনবদ্য মহামূল্যবান রচনাসমূহ পাক-ভারত, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, তুরকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলিত রয়েছে এবং বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ইন্তিকাল

১২৯২ খৃস্টাব্দে তিনি এ ক্ষণস্থায়ী জগত ছেড়ে মহান প্রভূর সান্নিধ্যে গমন করেন।

মুহাম্মদ তারেক হুসাইন
তাকমীল

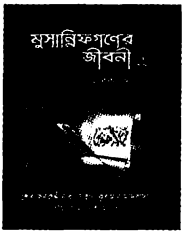

মুসান্নিফগণের জীবনী

সানুভী ১ম বর্ষ

Free @ www.e-ilm.com

সিরাজ উদ্দীন উসমান র. ২১৬
মীযানুস সরফ

ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. ২১৮
পান্দে নামা

আশরাফ আলী থানভী র. ২২১
বেহেশতী যেওর

মুহাম্মদ মিয়া হুসাইন র. ২২৬
তারীখুল ইসলাম

আব্দুর রহমান র. ২২৮
ফাওয়াইদে মাক্কিয়াহ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মীযানুস সরফ গ্রন্থকার

সিরাজ উদ্দীন উসমান র.

ইলমেসরফ বিষয়ে রচিত অদ্বিতীয় কিতাব 'মীযানুস সরফ' ও 'মুনশায়িব'। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কিতাবদ্বয়ের মুসান্নিফ কে? তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস ও জীবনী বিশারদগণ থেকে এ সম্পর্ক অনেক মতামত পাওয়া যায়। নিম্নে এর কিছু প্রদত্ত হলো।{সম্পাদক}

* কারো কারো মতে মীযানুর সরফের রচয়িতা শেখ সা'দী র.। কিন্তু এ মতের কোন প্রমাণ নেই।
* কেউ কেউ বলেন, মীযান কিতাবের লেখক শেখ ওয়াহী উদ্দীন ইবনে উসমান ইবনে হুসাইন ।
* মাওলানা মুদ্দাস্‌সির আহমদ সিলেটী তরজামানুল উলূমে লিখেন যে, মীযানুস্ সরফ-এর রচয়িতা হলেন, মোল্লা হামযা বাদায়ূনী। কিন্তু তিনি এর কোন উদ্ধৃতি পেশ করেনি। তাই এ অভিমতের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।
* কারো কারো মতে, এ কিতাবের মুসান্নিফ শেখ শফীউদ্দীন ইবনে নাসির উদ্দীন ইবনে নিযামুদ্দীন ইবনে খাজা আদম গজনবী জৌনপুরী। কেউ কেউ বলেন, তিনি ইমাম আবূ হানীফা র.-এর বংশোদ্ভূত।
* মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী "ফাওয়ায়েদে বাহিয়্যা" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, মীযানুস সরফের মুসান্নিফের নাম - ইবনে আলহাজ হুসাইন। তাঁর মতে, এ রচয়িতার আরো কিতাব রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

* তা'দাদুল উলূম আলা হাসবিল ফুহুম-এর লিখকের মতে, মীযানুস্ সরফ কিতাবটি শেখ সিরাজুদ্দীন উসমান এর সংকলন। অনেকেই এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তা'দাদুল উলুম এর মুসান্নিফ কে? তার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ অভিমত কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনার বিষয়।

মুনশাইব রচয়িতা

মুনশাইব রচয়িতা নিয়েও অনেক মত রয়েছে।

* কারো কারো মতে, মীযান ও মুনশাইব একই ব্যক্তির রচিত কিতাব।

* কানপুর নিজামী প্রেস থেকে প্রকাশিত মুনশাইবের ভূমিকার টীকায় লেখা রয়েছে, এই কিতাব মোল্লা হামযাহ বাদায়ূনী র. রচিত। সাধারণতঃ লোকেরা যে এ কিতাবের রচয়িতা মোল্লা বুযরুছ মেহের এর কথা বলেন, তা সঠিক নয়। তার বিস্তারিত জীবনী অনেক অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি।

মুহাম্মদ আব্দুল হালীম
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পান্দেনামা গ্রন্থকার

ফরীদ উদ্দীন আত্তার র.

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : মুহাম্মদ।

উপাধি : ফরীদ উদ্দীন আত্তার।

উপনাম : আবূ হামীদ ও আবূ তালিব।

পিতার নাম : আবূ বকর ইবরাহীম।

দাদার নাম : ইসহাক।

ওলীকুল শিরোমণি হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. ইরানের অন্তর্গত নিশাপুর অঞ্চলে গাদকান গ্রামে ৫১৩ হিজরী সনে এক বিশিষ্ট বণিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

শৈশবকাল

শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. এর শৈশবকাল ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর উদারতায় মানুষ অভিভূত হয়েছিল। তিনি শৈশবে স্বীয় পিতার ব্যবসায় সহযোগিতা করতেন এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে জনসেবা করতেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন বড় আতর ব্যবসায়ী রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। এ কারণে তাঁকে 'আত্তার' (আতর ওয়ালা) বলা হয়।

Free@ www.eilmweebly.com

শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনা

তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ আলিমগণের নিকট হতে তিনি ইলম অর্জন করেন। পরে শায়খ রুকনুদ্দীন র. ও শায়খ মুহাম্মদ উদ্দীন বাগদাদী র. এর নিকট বাইআত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি যুগের 'সুলতানুল আরিফীন' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উস্‌তাদগণের তালিকা

হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. এর উস্‌তাদগণের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন :

* শায়খ রুকনুদ্দীন র.।
* শেখ মাজদুদ্দীন বাগদাদী র.।
* শায়খ মুহাম্মদ উদ্দীন বাগদাদী র.।

কর্মজীবন

তিনি একজন চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর পিতার আতরের ব্যবসায় সহযোগিতার সাথে সাথে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে জনসেবা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি একজন বড় আতর ব্যবসায়ী রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। এ কারণে তাঁকে 'আত্তার' বলা হয়। একদা তিনি নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্রয়-বিক্রয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় একজন ফকীর এসে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু ভিক্ষা দিন। এভাবে কয়েক বার চাওয়া সত্ত্বেও তিনি সে দিকে লক্ষ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ভিক্ষুক বলল, আপনি কেমন আশ্চর্য মানুষ! জানিনা কোন অবস্থায় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি তার উত্তরে বললেন, তোমার যে অবস্থায় মৃত্যু হবে আমারও সেই অবস্থায়। এ কথা শুনে ফকীর বলল ঠিক তো ? তুমি কি আমার মত মরতে পারবে ? এরপর ফকীর তার ভিক্ষার পাত্রটি এক পাশে রেখে নিজের কম্বল মোড়া দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল আর উচ্চ স্বরে একবার আল্লাহ বলে চিৎকার করেই পরম করুণাময়ের সান্নিধ্যে গমন করেন।

ভিক্ষুকের এ ঘটনায় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তৎক্ষনাত দোকান ও মালামাল আল্লাহর রাহে সদকা করে দিয়ে বের হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি

শেখ রুকনুদ্দীন র. এর নিকট তওবা করলেন। যামানার শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ শেখ মাজদুদ্দীন বাগদাদীর নিকট মুরীদ হন।

রচনাবলী

তিনি প্রায় ১১৩টি ফারসী কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

* পান্দেনামা।
* ইলাহী নামা, হুলিয়া নামা।
* আসরার নামা।
* মুসীবত নামা।
* তাযকিরাতুল আউলিয়া।
* মানতিকুত তায়র।
* লিসানুল গায়ব।
* হায়দার নামা।

শাহাদাত বরণ

হিজরী ৬২৭ সনে ১১৪ বছর বয়সে কুখ্যাত স্বৈরাচারী হালাকুখানের বাগদাদ আক্রমনের সময় জনৈক মোঘল ঘাতকের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। নিশাপুর শহরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। অবশ্য ঘাতক ব্যক্তি পরে তওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং বাকি জীবন তাঁর কবরের পাশেই অতিবাহিত করে।

মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বেহেশতী যেওর গ্রন্থকার

আশরাফ আলী থানভী র.

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাম : আশরাফ আলী

পৈতৃক নাম : মুনশী আব্দুল হক।

নানা-নানী প্রদত্ত নাম : আব্দুল গনী।

তবে পরবর্তীতে বিশ্বময় সুখ্যাতি, প্রতিপত্তি, ও ব্যাক্তিত্বের কারণে 'হাকীমুল উম্মত' ভূষণে ভূষিত হন। তিনি ১২৮০ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলায় থানাবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জনৈক বযুর্গ তাঁর নাম রাখেন আশরাফ আলী। এ নামেই তিনি বিশ্বময় খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর এ নামের সাথে একটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট।

তা হলো, তাঁর পিতার কোন পুত্র সন্তানই জীবিত থাকত না, উপরন্তু তিনি জটিল এক চর্ম রোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সেবন করলে তাঁর প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। এতে হযরত থানবী র.-এর মুহাতারামাহ আম্মাজান অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন ও ভেঙ্গে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি বিশিষ্ট বুযুর্গ হাফিয গোলাম মুরতাযা পানিপথী র. এর নিকট যান। তিনি ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক খাঁটি প্রেমিক। তিনি বললেন যে, এবার পুত্র সন্তান হলে হযরত আলী র. এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে নাম রাখবে। ইনশাআল্লাহ জীবিত থাকবে।

আর ফলত তাই হয়েছিল। প্রথমে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করলে তাঁর নাম রাখেন আশরাফ আলী। আর দ্বিতীয় সন্তানের নাম রাখেন আকবর আলী। আল্লাহর রহমতে উভয়ই জীবিত ছিলেন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত।

Free © www.eilm.weebly.com

শৈশবকাল

ছোটবেলা থেকেই হযরত নম্র-ভদ্র, সুবোধ, মেধাবী, বিচক্ষণ ও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী এবং সদালাপি ছিলেন। তিনি কখনো দুষ্টদের সাথে মিশতেন না। তাঁর কর্ম, জ্ঞান-গুণ সর্ব মহলে ছিলো স্বীকৃত প্রশংসিত। এমনকি অমুসলিমরাও তাকে স্নেহের চোখে দেখত।

তিনি বার তের বৎসর বয়স থেকেই তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। যদিও তার চাচীমা নিষেধ করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বক্তৃতায় অভ্যস্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে সওদা আনার জন্য তাঁকে বাজারে যেতে হতো। কিন্তু পথে কোন মসজিদ দেখতে পেলে তিনি তাতে ঢুকে পড়তেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবার ন্যায় কিছু পড়তেন। এভাবে তিনি শিশুকালেই বক্তৃতার উপর সম্যক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি শৈশবে উদাস ও দূরন্তপনায় লিপ্ত ছিলেন না। তবে তার কথাবার্তা ও চাল চলনে ছিল অন্যরকম এক আহবান। এই অল্প বয়সেই অনেক ভাবনা তার সঙ্গি হতে শুরু করে। কেনইবা হবে না! গোলাপ যে তাঁর কলিতেই স্পষ্ট ফুটে উঠে। যে কেউ কলি দেখেই বলতে পারে এটা গোলাপ হবে।

শিক্ষাজীবন

তিনি কুরআন শরীফসহ প্রাথমিক শিক্ষা মিরাঠে লাভ করেন। পরে থানা ভবন এসে মামা ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করেন। এরপর আরবীতে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১২৯৫ হিজরীতে বিশ্ববিখ্যাত ইলমী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। অসাধারণ প্রজ্ঞা ও শানিত মেধাশক্তি সম্পন্ন এ মহান ব্যাক্তি ৫ বছরেই দেওবন্দে সর্বোচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে আসেন নিজ এলাকায়। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি ইলমে হাদীস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য, তত্ত্ববিজ্ঞান, নীতি শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনস্তত্ব বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও যুক্তি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের কিতাবাদির উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো :

* তিলাওয়াতে কুরআন।
* কিতাব ও সুন্নাহর শিক্ষা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

* মানুষের আত্মা ও হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা।
* দাওয়াত ও তাবলীগ।
* তানফীযে আহকাম তথা পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান চালু করা।

হযরত থানভী র. জীবনব্যাপী সাধনা করে এ মিশনকেই সমৃদ্ধশালী করার প্রয়াস চালিয়েছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ফারিগ হয়ে মুরব্বীদের পরামর্শে কানপুর এসে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যোগ্যতার গুণ বিচারে প্রত্যেক জামাআতের মৌলিক কিতাবগুলো অধ্যাপনার দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত হয়। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি লোকদেরকে হিদায়াতের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। সাথে সাথে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পাটাতনকে উপড়ে ফেলে হকের আওয়াজ সর্বত্র বুলন্দ করার জোর প্রচেষ্টা চালান। সর্বমহলে একজন বে-নযীর ও দূরদর্শী আলিম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। মানুষের হৃদয়গভীরে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন গড়েন। কিন্তু সমস্যা হয় মাদ্‌রাসা কমিটির সাথে চাঁদা কালেকশন বিষয়ে। এতে তিনি মাদরাসা ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা করেন। এলাকাবাসী এমন এক মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য, সুহবত ও বরকত থেকে মাহরূম হবে ভেবে তাঁর প্রতি এলাকা ছেড়ে না যাওয়ার জন্য জোর আবেদন করেন। এলাকাবাসীর ভালবাসার আহবানে সাড়া দিয়ে কানপুর ছেড়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কানপুরেই আরেকটি মাদরাসা স্থাপন করে পুনরায় দরস, তাদরীসের কাজে নিজেকে সঁপে দেন। প্রায় ১৪ বছর যাবত সেখানে খিদমত আঞ্জাম দেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামের ধারা, তথা ইসলামের হুকুম আহকাম, বিধি নিষেধ, নীতিমালাসহ সকল বিষয়াদি জনগণের নিকট তুলে ধরেন। ফলে, ইসলামের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে দলে দলে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলামের বাস্তব চিত্র মানুষের সামনে প্রস্ফূটিত হয়ে উঠে। নতুন এক দিগন্তের দ্বার উম্মোচিত হয়। সূচনা হয় এক নতুন অধ্যায়ের। যা ইতিহাসের দেয়ালিকায় আজো অম্লান বদনে খোদাই করা রয়েছে।

রচনাবলী

তিনি প্রায় সহস্রাধিক কিতাব রচনা করেছেন। বেশীর ভাগ কিতাবই জ্ঞানী-গুণীজনদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর অনেক কিতাবই একাধিক

Free@www.eilm.weebly.com

ভলিয়ম বিশিষ্ট। তাঁর রচিত প্রায় সব কিতাবই আত্মিক ও তাসাউফ এর প্রতি দিকনির্দেশনায় ছিল পূর্ণ এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর মত তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, ক্ষুরধার কলমের ছোঁয়ায় আমরা তৃষ্ণা মিটাই শীতল ঝর্ণা ধারায়। বহু জটিল ও কঠিন বিষয় সমূহও সহজ হয়ে যায়, মনে জেগে উঠা অনেক প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। বহু মন ও হৃদয় সতেজ হয়। তাফসীর কারক হিসেবে তিনি ছিলেন বিশ্বখ্যাত। তাঁর লিখিত তাফসীর, 'তাফসীরে বয়ানুল কুরআন' বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মৌচাক সদৃশ তার ফিকহী কিতাব 'বেহেশতী যেওর' সর্বস্তরের জনগণের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এ কিতাব সম্পর্কে তাঁর মুল্যায়ন হলো :

'যদি কেউ এ কিতাব বুঝে শুনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে তবে দীনের জ্ঞান হাসিলের ক্ষেত্রে সে একজন মধ্যম পর্যায়ের আলিমের স্তরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে। এই কিতাব সম্পর্কে প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক ফরিদী র. এর অভিমত হলো : যার ঘরে এই বেহেশতী যেওর কিতাব রয়েছে তার ঘরে যেন একজন ফাতওয়া প্রদানকারী মুফতী রয়েছে। তাঁর লিখিত কিতাব জামালুল কুরআন মরু প্রান্তরে এক কাঙ্খিত ঝরণাধারা। উৎকর্ষতা ও প্রামাণ্যের দিক থেকে তাঁর তাসনীফাতের অবস্থান সু-উচ্চ শিখরে।

শিক্ষকমণ্ডলী

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

* হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানুতুবী র.।
* শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী র.।
* হযরত সৈয়দ আহমদ র.।
* কারী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র.সহ প্রমুখ প্রজ্ঞাবান ও বুযুর্গের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী র.-এর পবিত্র হাতে দস্তারে ফযীলত গ্রহণ করেন।

১৩১৫ হিজরী সনে কানপুর থেকে থানা ভবন এসে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র.- এর হাতে বায়আত হয়ে খিলাফত লাভে ধন্য হন।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

শিষ্যদর তালিকা

তিনি যেমন চন্দ্রিমা ঠিক অনুরূপ কিছু উজ্জ্বল তারকা জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে খাস করে যাদেরকে তিনি বলেছেন যে 'আমার সাতটি নক্ষত্র আছে' তাদের মধ্যে বাংলাদেশী তিনজন সৌভাগ্যবানের নাম রয়েছে।

* শামসুল হক ফরিদপূরী র.।
* পিরজী হুযূর র. ।
* মুহাম্মদ উল্লাহ হাফিজ্জী হুযূর র.।

এছাড়াও তাঁর অসংখ্য অগণিত শিষ্য, ভক্ত, মূরীদ রয়েছে, যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমীন ॥

ইন্তিকাল

তিনি ১৬ রজব, ১৩৬২ হিজরী সনে ৮৩ বছর বয়সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তারীখুল ইসলাম গ্রন্থকার

মুহাম্মদ মিয়া হুসাইন র.

জন্ম

জন্ম সাল নির্ধারক নাম মুহাম্মদ মিয়াঁ হুসাইন। তিনি দেওবন্দের প্রসিদ্ধ রিযভী সাইয়িদ খান্দানের লোক। ১৩২১ হিজরী সনে বুলন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর পিতা চাকুরীরত ছিলেন।

জ্ঞানার্জন

পিত্রালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়। মুযাফ্ফর নগরের জনৈক মিয়াজী সাহেবের নিকট পবিত্র কুরআনের তা'লীম লাভ করেন। হিজরী ১৩৪৩ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে ফার্সী বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৩৫৩ সালে শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন

কর্ম জীবনের শুরুতে প্রথমে তিনি বিহার প্রদেশের আবাশাহ আবাদ নামক স্থানের এক মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর মুরাদাবাদ শাহী মাদরাসায় শিক্ষক ও মুফতী পদে দীর্ঘকাল যাবৎ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারী পদে মনোনীত হন। তিনি ছিলেন জমিয়তে উলামার অন্যতম নিঃস্বার্থ ও কর্মতৎপর নেতা। ইংরেজ শাসনামলে কয়েকবার তাঁকে কারাবরণ ও নির্যাতনের কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়।

Free © www.e-ilm.weebly.com

কর্মজীবনের শেষ দিকে তিনি দিল্লি শহরের আমীনিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস ও ইদারায়ে মাহাসিবে ফিক্‌হিয়্যার সেক্রেটারী পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৭০ হিজরী থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।

রচনা

তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফিক্‌হ ও ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল সুগভীর। একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর সুনাম ও পরিচিতি ছিল। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ইতিহাসে তাঁর রাজনৈতিক ও গ্রন্থ রচনা বিষয়ক অবদান চির স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল :

* তারীখুল ইসলাম।
* উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী।
* উলামায়ে হককে মুজাহাদানা কারানামে।
* সীরাতে মুহাম্মদ।
* আহদে যাবীন।
* তাহরীকে শায়খুল হিন্দ।
* মিশকাতুল আসার।

ইনতিকাল

১৬ শাওয়াল ১৩৯৫ হিজরী মুতাবিক ২২ অক্টোবর১৯৭৫ ঈসাব্দ ৭৪ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। দিল্লিতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

সম্পাদনা পরিষদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ফাওয়াইদে মাক্কিয়্যাহ গ্রন্থকার

আব্দুর রহমান র.

জন্ম ও বংশ

নাম : আবদুর রহমান।

পিতার নাম : মুহাম্মদ বশীর খান।

তিনি ভারতের ফরিদাবাদ জেলার কায়েমগঞ্জ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি তাজবীদ ও ইলমে কিরাআতে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে আরও উচ্চ শিক্ষালাভ করেছিলেন আপন বড় ভাই মাওলানা আবদুশ শাকূর র. এর নিকট। মক্কা শরীফে স্বীয় ভাইয়ের নিকট ইলমে কিরাআতে পারদর্শিতা অর্জন করার পর তিনি ভারতে চলে আসেন এবং কানপুরস্থ মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

কর্মজীবন

কানপুরস্থ মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর তিনি উক্ত মাদরাসাতেই বেশ কয়েক বছর ইলমে কিরাআত ও তাজভীদের ক্লাশ করেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইলাহাবাদের এহইয়া-উল-উলূম মাদরাসায় দরস দান করেন। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে তাঁর বহু ছাত্র রয়েছে।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

রচনাবলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব হচ্ছে ফাওয়াইদে মাক্কিয়্যাহ। এ কিতাবটি ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মাদরাসার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাঁর লিখিত অপর গ্রন্থ হল আফযালুদ দুরার।

আল্লামা শাতিবী র. এর মতে এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও তথ্যবহুল ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

ইন্তিকাল

তিনি ইলাহাবাদ হতে পরবর্তীতে লক্ষ্ণৌ মাদরাসায়ে আলিয়াতে চলে আসেন এবং দু'বছর খিদমত করার পর ১২৪৯ হিজরীতে এখানেই ইন্তিকাল করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

Free e-ilm.weebly.com

মুহাম্মদ কিফায়েত উল্লাহ্ র. ২৩১

তালীমুল ইসলাম

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তা'লীমুল ইসলাম গ্রন্থকার

মুহাম্মদ কিফায়েত উল্লাহ র.

ভূমিকা

নবুওয়াতী ধারা সমাপ্তির পর যুগে যুগে ইসলামের সুমহান আদর্শকে মানব সমাজে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন উলামায়ে কিরাম। যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা আর অবিশ্রান্ত সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি শ্বাশ্বত চিরন্তন সত্য ধর্ম ইসলাম। পেয়েছি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যারা যুগে যুগে বহন করেছেন কুরআন হাদীস তথা ইলমে ওয়াহীকে। প্রচার প্রসার করেছেন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বমানবের কর্ণ কুহরে। মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন সত্য মিথ্যার স্বচ্ছ আয়না। পার্থক্য করে দিয়েছেন সত্য আর ভ্রষ্টতার মাঝে। সত্যের সন্ধান আর আলোকিত জীবন দিয়েছেন মানবজাতিকে।

শত দাঈ আর সংগ্রামী মানুষের মাঝে মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়েত উল্লাহ দেহলভী র. অন্যতম। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ছিল ত্যাগ, সাধনা আর সংগ্রাম। তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। পুরো জীবন বিলীন করেছেন দেশ মানব আর মানবতার কল্যানে। বক্ষমান নিবন্ধে তাঁর সাহসী জীবনের কিছু অধ্যায়ের আলোচনা করা হবে।

জন্ম

হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়েত উল্লাহ র. ১২৯২ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৫ ঈ. শাহজাহানপুর (ইউপি) এর জায়ী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

Free @ www.e-iqra.weebly.com

সিলসিলায়ে নসব

কিফায়েত উল্লাহ ইবনে শায়খ এনায়েত উল্লাহ ইবনে ফয়জুল্লাহ ইবনে খায়রুল্লাহ ইবনে ইবাদুল্লাহ।

প্রাথমিক শিক্ষা

শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। তাই ৫বছর বয়সেই শাহজাহানপুরে অবস্থিত হাফিয বরকতুল্লাহ র. এর মকতবে পড়াশুনা শুরু করেন। অল্প সময়ের মাঝে সেই মকতবেই সহীহভাবে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত ও নাজেরা সমাপ্ত করেন। অতঃপর হাফিয নাসীরুল্লাহ র. এর নিকট উরদূ -ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের জন্য মাওলানা ই'জায হাসান র. এর মাদরাসায়ে ই'জাযিয়ায় ভর্তি হন। এখানে অনেক যোগ্য উস্তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং উর্দূ ও ফার্সী সাহিত্যের সকল কিতাব পড়ার সুযোগ লাভ করেন। আরবী ভাষার প্রাথমিক কিতাবসমূহ হাফিয বুরহান খান সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। ই'জাযিয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল হক খান আফগানী র. মুফতী কিফায়েতুল্লাহ র. কে খুব স্নেহ করতেন। তার পড়া লেখার বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতেন। মুফতী কিফায়েত উল্লাহ র. এর মেধা দেখে তিনি খুব বিস্মিত হন এবং ভাল তালীম তরবিয়ত পেলে 'ছেলেটি' বড় আলিম হবে এই বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেন। এ জন্য তিনি মুফতী সাহেবের সম্মানিত পিতাকে পরামর্শ দিলেন তাকে বিশ্বখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি করানোর জন্য। কিন্তু অল্প বয়স ও আর্থিক অসঙ্গতির কথা চিন্তা করে তাঁর পিতা এতে রাজি হননি।

পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য শাহী মুরাদাবাদে পাঠানো হয়। তাঁকে পাঠানোর সময় মাওলানা আব্দুল হক খান সাহেব শাহী মুরাদাবাদ মাদরাসার তৎকালীন মুহতামিম মির্জা হাফেয নবী বেগের নামে একটি পত্র লিখে পাঠান। কিন্তু মুহতামিম সাহেব সফরে থাকায় নায়েবে মুহতামিম হাজী মুহাম্মদ আকবর খান সওদাগর তাঁকে গ্রহণ করেন এবং মৌলভী আব্দুল খালিক সাহেবের নিকট হাতি খানায় থাকার সুব্যবস্থা করে দেন।

কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর মুরাদাবাদের প্রসিদ্ধ উকিল মুহাম্মদ ইসমাঈলের দেয়াল খানায় চলে আসেন। মাদনাসার পড়াশুনার খরচ

Free © www.eilm.weebly.com

নিজেই বহন করতে হতো, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কিছুই বহন করতো না। কিন্তু মুফতী সাহেবের পিতা এতই দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে ছেলের পড়াশুনার খরচ বহন করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে তিনি নিজ পরিশ্রমে টুপি বানিয়ে তা বিক্রি করে পড়াশুনার খরচ বহন করতেন। তিনি কারো সদকা বা দানের টাকা গ্রহণ করেননি। তাঁর বানানো টুপি মুরাদাবাদ ও দেওবন্দে প্রচুর বিক্রি হতো। দুদিনে একটি টুপি বানাতেন এবং তা দু রুপির বিনিময়ে বিক্রি করতেন। তাঁর বানানো টুপি ছিলো খুবই সুন্দর এবং কারুকার্যে ভরপুর।

হযরত মুফতী সাহেব র. ছিলেন প্রখর ধী শক্তির অধিকারী। শরহে বিকায়া জামাআতে পড়ার সময় তিনি ক্লাশে মোটেই মনোযোগী ছিলেন না। মাঝে মধ্যে টুপি বানাতেন। কিন্তু তাকরারের সয় খুব সুন্দর করে তিনি তাকরার করাতেন। দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী র. স্বীয় পিতার উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, তিনি কখনই ক্লাশে মনোযোগী ছিলেন না কিন্তু আমরা যখন কিতাব না বুঝতাম তখন তার শরণাপন্ন হতাম। মুফতী সাহেব আমাদেরকে হুবহু ক্লাশের তাকরীর শুনিয়ে দিতেন যেভাবে উস্তাদ ক্লাসে বলেছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা

শাহী মুরাদাবাদ মাদরাসায় দুই বৎসর পড়াশুনার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। তখন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন মাওলানা মুনীর সাহেব র.। আর সদর মুদাররিস ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী র.। মুফতী কিফায়েত উল্লাহ সাহেব র. দারুল উলূম দেওবন্দে যে সকল আসাতিযায়ে কিরামের নিকট পড়াশুনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

* মাওলানা মানফায়াত আলী র.
* মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসান র.।
* মাওলানা দলীল আহমদ র.।
* মাওলানা গোলাম রাসূল র.।
* মাওলানা আব্দুল আলী র.।

Free @ www.eqbhwcelly.com

* শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী র.সহ অনেক স্বনামধন্য উলামায়ে কিরামের নিকট পড়াশুনা করেন। খ্যাতিমান উস্তাদগণের নিকট তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও আদবে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করে ১৩১৫ হিজরীতে ফারিগ হন।

কর্মজীবন

দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি নিজ এলাকা শাহাজাহানপুর গমন করেন এবং সেখানের একটি মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৩২১ হিজরীতে দিল্লীর বিখ্যাত আমীনিয়া মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং দিল্লীতেই স্থায়ী অধিবাসী হন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৩৫২ সাল পর্যন্ত ইলমের খিদমত করেন। তিনি নিরলসভাবে ইসলাম প্রচার, ভারতের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯১৯ সালে অপরাপর আলিমগণের সাথে মিলিত হয়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নামে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

১৩৩৮ হিজরী সনে আমীনিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ইন্তিকাল করলে তিনি মাদ্রাসার পরিচালক নিযুক্ত হন।

ছাত্রবৃন্দ

মুফতী কিফায়েত উল্লাহ র. দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে তাঁর থেকে ইলমে দীন হাসিল করেছেন এমন ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া হলো।

* শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ই'জায আলী র.। যিনি দীর্ঘ দিন যাবত দারুল উলূম দেওবন্দে ফিকহ ও আদব বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।
* সাইয়িদ মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান র.। যিনি দীর্ঘদিন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করেন।
* মাওলানা আকরামুল্লাহ খান নদভী র.সহ অনেকে।

হযরত মুফতী কিফায়েত উল্লাহ র. ছিলেন ধৈর্য, উদার সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক। সর্বমহলে সকলের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর সময়ের সকল উলামায়ে কিরাম তাঁকে নিয়ে গর্ব করতেন। সকল কাজে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুফতী হিসেবে জনপ্রিয়তা

ফিক্‌হ, ফাতাওয়া ও বিভিন্ন মাসআলায় তাঁর গবেষণার গভীরতা থাকার কারণে তাঁকে মুফতীয়ে আ'যম (বড় মুফতী) বলা হত। গোটা ভারতবর্ষ, ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, মিশর, আরব দেশসমূহ ও আফ্রিকা মহাদেশের আলিমগণও তাঁর ফাতওয়ার সমর্থন করতেন।

ইনতিকাল

পৃথিবীর মাঝে ইসলামের সূর্য, লক্ষ কোটি জনতার রাহবার মুফতী কিফায়েত উল্লাহ র. দীর্ঘদিন অসুস্থ জীবন অতিবাহিত করার পর ১৯৫২ সনের ৩১ ডিসেম্বর বুধবার রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে ৮০ বছর বয়সে সংগ্রামী জীবনের ইতি টেনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান। প্রায় দেড় লক্ষ মুসল্লীর উপস্থিতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন বিকাল ৫টায় নয়া দিল্লিতে শাহ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর মাযারের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ জিয়াউল আশরাফ
তাকমীল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইসমতে আম্বিয়া গ্রন্থকার

ইসহাক ফরিদী র.

বার্ষিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রবন্ধ পাঠকের সামনে পেশ করা হল। {সম্পাদক}

ভূমিকা

আল্লামা ইসহাক ফরিদী র. একটি নাম। একটি আদর্শ। একটি চেতনা। একটি বর্ণিল ইতিহাস। সর্বোপরি স্বপ্নীল জীবনের সর্বাঙ্গীন এক রূপরেখার নাম আল্লামা ইসহাক ফরিদী র.। জীবনকে তিনি এভাবেই সাজিয়েছিলেন যে, অন্যদের জন্য আজও তা চেতনা ও প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে সে কথার বিবরণই নিম্নে পেশ করা হল।

জন্মগ্রহণ : প্রকৃতির কোলে

মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানাধীন হোগলাকান্দি গ্রাম। বাংলাদেশের নিভৃত এক ছোট পল্লী। জনাব আব্দুস সালাম সিকদারের ঘরকে আলোকিত করে ১৯৫৭ সালের ৫ জুন পৃথিবীর আলো বাতাস গায়ে মাখলেন নবজাতক শিশু ইসহাক। সাথে সাথে উদ্বোধন হল জীবনের গণিতিক ধারা। ধীরে ধীরে তিনি নিবিড়ভাবে বেড়ে উঠতে লাগলেন প্রকৃতির কোলে।

ছাত্রজীবন

সময়ের গতিময়তা ক্ষণে ক্ষণে যেমন ছুঁয়ে যায় সকলের তনুমন। তেমনি ছুঁয়ে গেল তাঁকেও। তিনি বাড়ন্ত পথে পা বাড়ালেন। দীনি মানসপুষ্ট পিতা

Free@www.eBook.weebly.com

আব্দুস সালাম তাঁকে নিজ গ্রামের জামে মসজিদ মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। প্রখর মেধা ও ধী-শক্তির অধিকারী হওয়ায় অল্প দিনেই তিনি হিফয শেষ করে ফেলেন।

এবার শুরু হল নতুন পথ চলা। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন আর দিগ্বীজয়ের মানসিকতা নিয়ে ভর্তি হলেন নারায়নগঞ্জের জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ মাদ্‌রাসায়। সেখানে নাহবেমীর জামাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর তাঁর যাপিত জীবনে অনি:শেষ ইলম পিপাসায় তাড়িত হয়ে চলে আসেন ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসায়। সেখানে পড়েন হিদায়াতুন্নাহু থেকে জালালাইন পর্যন্ত। বেশ কৃতিত্বের সাথেই কাটান ছয়টি বছর। এবার সময়ের ঘাটে ভীড়ে নতুন ডিঙি। মাদরাসায় ঝামেলা দেখা দেয়। তাই অবস্থার অনিবার্য ও একান্ত দাবীর প্রেক্ষিতেই চলে আসেন স্বামীবাগ মাদরাসায়। এখানে মিশকাত জামা'আতের কিতাবগুলো পড়েন। অতঃপর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই বাংলাদেশ কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয় তাঁর ছাত্রজীবন।

নিছক মেধা নয় বরং চেষ্টা সাধনাই উন্নতির সোপান। এ কথাটির বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন আল্লামা ইসহাক ফরিদী র.। পুরো ছাত্র জীবনে তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথমস্থান অধিকার করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল মেধার পাশাপাশি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। তুখোর হাফিয হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কুরআনুল কারীমের একটি শব্দ বললেই তিনি অনর্গল পড়তে পারতেন। তাঁর মাঝে ছিল অগাধ উসতাদভক্তি ও শ্রদ্ধা। উসতাদগণকে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান দিতেন।

তালীম তারবিয়াত : শুরু হল কর্মজীবন

ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর তিনি দরস-তাদরিসে আত্মনিয়োগ করেন। নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সূচনা হয় তাঁর মহান মিশন। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা কাসিমুল উলূম মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। ১৯৮৭ সনের এক পর্যায়ে তিনি নিজ এলাকা গজারিয়ার কাউনিয়াকান্দি মাদ্‌রাসায় গমন করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর ঢাকার জামিয়া দীনিয়া শামছুল উলূম পীরজঙ্গী মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসাবে যোগদান

Free © www.eilm.weebly.com

করেন। এখানে দু' বছর অধ্যাপনা করেন বেশ কৃতিত্বের সাথে। এরপর ১৯৮৯ ঈ. সনে উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী দা. বা. এর আহবানে সাড়া দিয়ে জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। এ সময় শাহজাহানপুর ঝিল মসজিদ ঢাকা এর খতীবের দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত সুনামের সাথে। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে এলাকার মানুষ তাঁর একান্ত ভক্তে পরিণত হয়। আলোর মশাল ছুটে গেলে চারদিক যেমন আলোকিত হয়ে উঠে, তেমনি সর্বত্র ফুটে উঠেছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা, মন ও মননশীলতার চিত্র। সে সূত্র ধরেই অপ্রত্যাশিত নিয়ামত হিসাবে রহমতের বারিধারার মত এসে যোগদান করেন শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা চৌধুরীপাড়ায় । তাঁর আগমনে সজীব হয়ে উঠে মাদ্‌রাসা ও এর চারদিক। শাহাদাতের অন্তিম শয়নে শায়িত হবার পূর্ব পর্যন্ত ১৫ বছর এ মাদ্‌রাসায় তিনি অধ্যাপনা ও মুহতামিমের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মাদ্‌রাসা প্রধানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আরো দুটি মাদ্‌রাসায় বুখারী শরীফের দরস দিতেন। উদীয়মান ছাত্র সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যোগ্য উত্তরসূরী রূপে গড়ে উঠবে। যুগোপযোগী শিক্ষা ও গবেষণার ময়দানে একজন ধীমান গবেষক হবে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন সু-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হবে। রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ হবে। খিদমতে খালকের ক্ষেত্রে একজন নিঃস্বার্থ সেবক এবং ইহসান ও তাযকিয়ার ক্ষেত্রে একজন আল্লাহ্ ওয়ালা হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে তারা কিভাবে গড়ে উঠবে সে লক্ষ্যে ছিল তাঁর পথচলা। আর এ নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে তিনি সকল কাজ সম্পন্ন করতেন। ছাত্রদের সাথে হেসে হেসে কথা বলতেন। দিক-নির্দেশনা দিতেন। ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দিতেন। শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দিতেন। কিন্তু তা কখনোই সীমালংঘন করত না। ছাত্রদের শাস্তি প্রসংগে তাঁর দৃষ্টিভংগি ছিল যে, অপরাধ হলে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে, তবে তা হবে মায়ের মমতা মাখা হাতের দ্বারা। শাসনে যেন পিতার মত কঠোর হাত ব্যবহার না হয়। তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলতেন, এক অপরাধের শাস্তি যেন একাধিকবার না হয়। অপরাধের কারণে কোন ছাত্রকে বিদায় করতে হলে অন্য আর কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না। কোন শাস্তি দিয়ে

Free © www.eilm.weebly.com

দিলে বিদায় করা যাবে না। প্রকৃত পক্ষে তিনি কোন ছাত্রকে মাদ্‌রাসা থেকে বহিষ্কার করতেন না। তবে পরিস্থিতি বাধ্য করলে শতভাগ সহমর্মিতার পরিচয় দিতেন। পাঠদান পদ্ধতি ছিল বেশ সুন্দর। সরল ও সাবলীল ভাষায় দরস দিতেন। পাঠ-উপস্থাপনার সময় ছাত্রদেরকে একান্ত আপন করে নিতেন। ছাত্রদের মধ্যে বহুমুখী যোগ্যতা সৃষ্টি হোক এ কামনা-বাসনা সব সময়ই লালন করতেন। এজন্য তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসায় বক্তৃতা, লিখনী ইত্যাদি গঠনমূলক বিষয়ে তামরীন ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে দেয়ালিকা-পত্রিকা, বাৎসরিক স্মরণিকা প্রকাশ পেত। বিশেষ করে চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসা থেকে প্রতি বছর বিষয় ভিত্তিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের ধারা চালু করে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. বলতেন "বর্তমান যুগে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার চেয়ে বড় কোন ইবাদত নেই"। আল্লামা ইসহাক ফরিদী র. এর জীবনে থানভী র. এর সেই বাণীরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অসংখ্য মাদ্‌রাসা ও মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা, উপদেষ্টা ছিলেন। এ সবই ছিল তাঁর লালিত স্বপ্নের অংশ। যেহেতু তিনি ছিলেন উলামায়ে দেওবন্দের চিন্তা চেতনা ও ভাবধারায় উজ্জীবিত এবং দেওবন্দী চেতনা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ, সে হিসাবে তাঁর দরস, বক্তৃতা, লিখনী সব কিছু থেকেই দেওবন্দ ও দেওবন্দী চিন্তা-ধারা অবারিত ফোয়ারার মত উতলে উঠত। এর উপর ভিত্তি করেই ছিল তাঁর মাদ্‌রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা, আকাবিরের চিন্তা-চেতনার উপর দৃঢ়তা ও অবিচলতা।

আধ্যাত্মিক জগতের বিরল ব্যক্তিত্ব

গোসল দ্বারা যেমন শারিরিক পবিত্রতা লাভ হয় তেমনি মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। আর শারিরিক পবিত্রতার পাশাপাশি মনের পরিচ্ছন্নতা না থাকলে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে না। যেমন নদী সরোবর হয় না বর্ষার শীতল আলিঙ্গন ছাড়া। তাই আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই সচেতন ও সদা সতর্ক ছিলেন আল্লামা ইসহাক ফরিদী র.। এ বিষয়ে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থই এর জলন্ত প্রমাণ। বস্তুতঃ আত্মশুদ্ধি নিজে নিজে অর্জিত হয় না। বরং তা অর্জন করতে হলে আলাহ ওয়ালা কোন কামিল

Free@ www.eilm.weebly.com

পীর, হক্কানী ব্যক্তির কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হয়। এ জন্যই প্রথমে তিনি অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক পীর সাইয়িদ আস'আদ মাদানী র. এর হাতে বায়'আত হন। এরপর পীরে কামিল হয়রত আল্লামা শাহ জমীর উদ্দীন নানুপুরী দা. বা. এর হাতে বায়'আত হন। রিয়াযাত ও মুজাহাদার মাধ্যমে তিনি এ ময়দানে অগ্রসর হতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি শায়খের প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং তাঁর থেকে খিলাফতও লাভ করেন।

সাহিত্য সাধনা

সাহিত্যকে তিনি কখনই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলতেন, আমিতো কোন সাহিত্যিক নই। তবে লেখা যেহেতু মানুষের কাছে দীন পৌঁছানোর একটা মাধ্যম, তাই এর মাধ্যমে মানুষের কাছে দীনি কথা পৌঁছাবার চেষ্টা করা আর কি! এক কথায় بلغوا عنى ولو اية এর বিমল আকর্ষণেই তিনি লিখতেন। তাঁর লেখায় ছিল ভাবের সারল্য, শব্দের সমাহার, মেদহীন অবয়বে বিকশিত ভাব ও ভাষার সমন্বিত রূপ সুষমা। তাঁর রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তথ্যের প্রাবল্য, যথার্থ মাত্রায় যুক্তি ও তত্ত্ব, কৃত্রিম ছন্দমুক্ত শব্দের সরল বিন্যাস, বাহুল্য বাক্যের সচেতন পরিহার, আলোচ্য বিষয়ের পর্যাপ্ত বিন্যাস ও বিশ্লেষণ এবং উত্থাপিত সমস্যার সুন্দর-পরিচ্ছন্ন সমাধান এবং অপরিহার্য আবেদনের আবেগঘন উচ্চারণ। তাঁর রচিত এবং অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর ছোঁয়া। শিশু সাহিত্যেও রয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। কোমলমতি শিশুদের জন্য তাঁর রচিত "নবী প্রেমের অমর কাহিনী" এর জলন্ত প্রমাণ। সাহিত্য সাধনায় তাঁর বিস্ময়কর দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এক. নিরলস ভাবে অবিরাম লিখে যাওয়া, আর তাতে একান্ত নিমগ্নতা, আমৃত্যুই যা অব্যাহত ছিল। দুই. তিনি নিজ রচনাবলীর হাফিয ছিলেন। তিনি কোন্ গ্রন্থের কোথায় কি লিখেছেন মুখস্থ বলে দিতে পারতেন।

সাংগঠনিক পদচারণা

সাংগঠনিক জীবনের অন্যতম গুণ হচ্ছে সুন্দর আচরণের দ্বারা মানুষকে নিজের প্রতি, নিজের সংগঠনের প্রতি আকর্ষিত করা। এ গুণটি তাঁর মাঝে বরাবরই বিদ্যমান ছিল। তিনি ছাত্র বয়সেই গড়ে তুলেছিলেন ইসলামী ছাত্র ঐক্য নামে একটি সংগঠন। যার লক্ষ্য ছিল ছাত্রদেরকে সত্য ও সমৃদ্ধির পথে উৎসাহিত করা। পরে এ সংগঠন তাঁর আসাতিযায়েকিরামের পরামর্শে

"লাজনাতুত তালাবা" নামে পরিবর্তিত হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে কওমী মাদরাসা জগতে বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে এক বিপুল জাগরণ সৃষ্টি করে । অধ্যাপনার সাথে সাথে তিনি গঠনমূলক সব আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শাহাদাতের আগ পর্যন্ত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির সহকারী মহাসচিব ও ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন তিনি। ফাতওয়া বিরোধী আন্দোলনেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল ।

তিনি বলতেন, 'শুধু নামায - রোযার নামই ইসলাম নয় বরং লেনদেন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইহসান, আত্মশুদ্ধি, জিহাদ ও দাওয়াতের সমন্বিত প্রয়াসের নামই হলো ইসলাম'।

Free@www.eilm.weebly.com

আদর্শ সমাজ গঠনে তাঁর ভূমিকা

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধনে তিনি মেহনত করে গেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়ায নসীহত করতেন হৃদয়ের টানে। কুরআন হাদীসের আলোকে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বয়ানগুলো ছিল হৃদয়া গ্রাহী। সহজেই কেড়ে নিত শ্রোতাদের মন। তাঁর এ ধরণের বয়ানকে আলো ছাড়া আর কিইবা বলা চলে! প্রকৃত আলো কি তাই নয় যা হৃদয়কে আলোকিত করে! হযরত ফরিদী র. এর বয়ানে সেই আলোকচ্ছটাই ছিল। পৃথিবীতে মানুষ আসে আবার চলে যায়। নিভে যায় জীবন প্রদীপ। থেমে যায় সব কিছু। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন মরেও যারা বেঁচে থাকেন। বেঁচে থাকেন তার কর্ম আর সাফল্য গাঁথায়। আল্লামা ইসহাক ফরিদী র. তেমনি একজন। তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন তাঁর আদর্শ, মুক্তাঝরা বয়ান, ক্ষুরধার লেখনী আর সব অমর কীর্তিসমূহে। তাঁর মত জীবন গড়তে পারলে আমরাও মরে বেঁচে থাকব। আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

মুহাম্মদ মাহবুবুল হক - ফযীলত ১ম
ফয়সাল উমর ফারূক - সানাবিয়া উলইয়া
মুহাম্মদ নাজমুল হক - সানুভী ১ম

পরিচিতি

Free @ www.islamiboi.weebly.com

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা

৮নং পশ্চিম চৌধুরীপাড়া ডি, আই, টি রোড, ঢাকা-১২১৯। ফোন : ৯৩৩০৫১৩

মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন নোমান

নির্বাহী পরিচালক

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা ও মসজিদ-ই-নূর

Free © www.e-ilm.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ব্যতীত যেমন কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা কঠিন, তদ্রুপ শিক্ষাবিহীন কোন জাতির আপন জাতিসত্তা সুরক্ষিত রাখাও দুস্কর। জাতিসত্তার স্থিতি, উন্নতি ও বিকাশ দানের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা অপরিহার্য। ইসলামের ক্ষেত্রে এর আবশ্যকতা আরো সুতীব্র। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনকে ইসলাম নিজ সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং সকলের জন্য অপরিহার্য ও ফরযরূপে নির্ধারণ করেছে। মুসলিম সমাজের বিগত ইতিহাস সাক্ষী, যেই জনপদে বিশুদ্ধ দীনি শিক্ষার আলো যত বেশী বিকীর্ণমান ছিল সেই জনপদের সর্বসাধারণ ইসলামী জীবন যাপনে ততধিক পরিমাণে লাভ করেছে হিদায়েতের সুবাতাস। পক্ষান্তরে যেখানে এই নূর যতটুকু ক্ষীণ হয়েছে সেখানকার লোকজনকে সে পরিমাণ ভোগ করতে হয়েছে বিভ্রান্তি ও অন্ধকারের গ্লানি। ইতিহাসের এই মহাসত্য পূর্বকালে যেমন কার্যকরী ছিল বর্তমান কালেও সেই বাস্তবতা কোন অংশেই কম নয়। আজকের সমূহ অস্থিরতা বস্তুতঃ ইসলামী শিক্ষার অভাবের কারণেই - এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রতিষ্ঠা

ইসলামী শিক্ষার এহেন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মাদরাসা ও মসজিদ - ই-নূর এর বর্তমান মুতাওয়াল্লী আলহাজ্ব মোহাম্মদ বোরহানউদ্দিন সাহেবের শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মরহুম আলহাজ্ব জনূ হোসেন ওরফে জনূরুদ্দীন র. এ বরকতময় কাজের জন্য নিজের ৩ বিঘা ৫ কাঠা জমি ওয়াক্‌ফ করে দিলে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা একটি স্থিতিশীল পদক্ষেপে রূপান্তরিত হয় এবং ২৯/০৯/৫৪ ঈ. মুতাবিক ১৩/০৬/৬১ বাংলা তারিখে মসজিদের বৃহত্তর পরিকল্পনায় ১৯৬৯ ঈ. সনে স্থাপিত হয় **"শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা"** ৮ নং পশ্চিম চৌধুরীপাড়া, ঢাকা - ১২১৯।

Free@www.eilm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, শেখ জনূরুদ্দীন র. চৌধুরীপাড়া মাটির মসজিদেরও মুতাওয়াল্লী ছিলেন। এরই মাঝে তিনি মনের অদম্য আগ্রহ নিয়ে নিজের জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। যা আজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে ফলে ফুলে সুশোভিত। বৈষয়িক ও বস্তুবাদী শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক প্রবণতার এই যুগে রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্রে সকল ব্যয়ভার বহনকারী একটি দীনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও উন্নয়ন বাস্তবিক অর্থেই সুকঠিন প্রয়াস। তবুও মাদরাসার মুতাওয়াল্লী, স্থানীয় মুসল্লী ও মহল্লাবাসী, বিভিন্ন সময়ের নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর দীর্ঘকালীন পরিশ্রম ও অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর ১৯৯১ শিক্ষাবর্ষে মাদ্‌রাসা শিক্ষাক্রমের সর্বোচ্চ শ্রেণী 'দাওরায়ে হাদীস' জামা'আতের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার দীর্ঘ অভিযাত্রার পরিপূর্ণতা অর্জন করে। বস্তুতঃ এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সীমাহীন অনুগ্রহ। তাই শুকরিয়ার প্রাপ্য একমাত্র তিনিই।

মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।
- সাহাবায়ে কিরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আকাবিরে দীন ও সালাফে সালেহীনের আ'মাল আকীদা ও গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানের আলোকে ছাত্রদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে তাদেরকে আল্লাহর সাচ্চা বান্দা ও খাঁটি নায়িবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপে তৈরী করা।
- ইলমে দীন হাসিলের সাথে সাথে আ'মালে সালিহা শিক্ষার্থীদের জীবনে ফুটিয়ে তোলা যাতে তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কিরাম ও আকাবিরে উম্মতের স্বার্থক ও যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়।
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুগ জিজ্ঞাসার উত্তরদানে এবং বর্তমান ইজমবিভ্রান্ত সমাজের সামনে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা আকর্ষণীয় রূপে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান।
- ছাত্রদেরকে ইসলামের জন্য আত্মনিবেদিত মু'আল্লিম, মুবাল্লিগ, মুসলিহ ও মুযাক্কীরূপে গড়ে তোলা।

Free © www.e-ilm.weebly.com

শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি

কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী আইন, দর্শন, ইসলামী নীতি শাস্ত্র, ইতিহাস, সীরাত, তর্কশাস্ত্র, তাজভীদ, উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহ ইত্যাদি।

এ ছাড়া আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, আরবী শব্দ বিন্যাস ও বাক্য বিন্যাস শাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনা, এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত অংক, বাংলা, ইংরেজী বাধ্যতামূলক পড়ানো হয়। অংক, ইংরেজী ও কম্পিউটারের জন্য আলাদা বিভাগও রয়েছে ।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদের অধ্যয়ন।

মাদরাসার বর্তমান বিভাগসমূহ

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসার বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম নিম্নরূপ :

আবাসিক মক্তব বিভাগ

এ বিভাগে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও দক্ষ মু'আল্লিমের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদেরকে কায়িদা, আমপারা, ও কুরআন মাজীদ বিশুদ্ধরূপে তিলাওয়াত ও লিখা শিক্ষা দানের সাথে সাথে ইসলামী যিন্দেগীর জরুরী মাসআলা মাসাঈল, আদব কায়দা, দু'আ - দারূদ এবং প্রাইমারী পর্যায়ের বাংলা, অংক ও ইংরেজী অত্যন্ত যত্নের সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়।

হিফযুল কুরআন বিভাগ

এ বিভাগে দক্ষ হাফিয সাহেবানের তত্ত্বাবধানে তাজভীদসহ পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে সার্বক্ষণিক নেগরানী-তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টা রুটিন ভিত্তিক পরিচালনা করা হয়। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলামী যিন্দেগীর জরূরী মাসআলা - মাসাইলও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আরবী বিভাগ

এটি মাদরাসার অপরাপর বিভাগসমূহের মধ্যে প্রধান ও বৃহত্তম বিভাগ।

Free@www.e-iqra.weebly.com

বর্তমানে এই বিভাগে মোট ৫টি স্তর রয়েছে :
ক. ইবতিদায়ী : প্রাইমারী স্তর।
খ. মুতাওয়াসসিতাহ : মাধ্যমিক স্তর।
গ. সানাবিয়াহ : উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।
ঘ. ফযীলাত : স্নাতোকোত্তর স্তর।
চ. তাকমীল : মাস্টার ডিগ্রি স্তর।
উল্লেখিত এই ৫টি স্তরের শিক্ষাকে এই মাদরাসায় মোট দশ বছরে সমাপ্ত করা হয়।

উচ্চতর ডিগ্রি

দুটি বিষয়ে এক বছর করে উচ্চতর ডিগ্রির ব্যবস্থা রয়েছে।
ক. আদব : আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।
খ. ইফতা : উচ্চতর ইসলামী আইন ও গবেষণা বিভাগ।
স্মর্তব্য যে, শিশু শ্রেণী থেকে ইফতা পর্যন্ত সকল ক্লাশেরই মাসিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ও নম্বরভিত্তিক করা হয়েছে। পরবর্তী সাময়িক পরীক্ষার সাথেও এর নম্বর যোগ করা হয়।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

সিলেবাসভুক্ত কিতাবপত্র শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বহুমূখী প্রতিভার বিকাশ সাধন, তাদের অর্ন্তনিহিত সম্ভাবনাসমূহের পরিস্ফূটনের লক্ষ্যে ছাত্রদের প্রশিক্ষণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ক. ছাত্র পাঠাগার

মাদরাসার শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত বিতাবপত্রের ইলম বা জ্ঞান লাভের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা যেন সহজভাবে বহুমূখী জ্ঞান আহরণের সুযোগ লাভ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্য বিভিন্নমূখী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত পুস্তক ও পত্র পত্রিকা সমৃদ্ধ একটি বিশাল কুতুবখানা ও একটি দারুল মুতালা'আ বা পাঠাগারের সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ. মাসিক দেয়ালিকা

লিখনীর এই যুগে শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য লিখক ও কলম সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলা 'মাসিক দিশারী' ও আরবী 'আল কিফাহ' নামে

উঁচু মানের দুটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এর মাধ্যমে নিজেদের রচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। বছর শেষে ভাল লেখিয়েদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

Free © www.e-ilm.weebly.com

গ. বক্তৃতা প্রশিক্ষণ মজলিস

একজন আলিমে দীনের সুপরিসর কর্মক্ষেত্রে দাওয়াত ও তাবলীগের কর্তব্য পালনার্থে শিক্ষার্থীদের বাকশক্তির স্ফূরণ আবশ্যক। তাই মাদরাসার পক্ষ থেকে 'সাপ্তাহিক বক্তৃতা প্রশিক্ষণ মজলিস' বাংলা ও আরবীতে বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়ন ও বক্তব্যের সুব্যবস্থা করা আছে। আর এ সাপ্তাহিক জলসায় উপস্থিতির উপর নাম্বারিং ও পুরস্কার এর ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে এই মজলিসটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ঘ. বিষয়ভিত্তিক তারবিয়্যত

বর্তমান ইজম ও বাতিল মতবাদ মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে চলছে সুকৌশলে। কাজেই সমকালীন এ সকল তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি সকলের জন্যই আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে মাদরাসার পক্ষ থেকে শিক্ষকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক তারবিয়্যত দান ও প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা এখানে রয়েছে।

ঙ. মুনাযারা ও বিতর্ক

বাতিল ও বিভিন্ন মতবাদকে যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য ছাত্রদের মধ্যে মুনাযারা বা বিতর্ক অনুষ্ঠান একটি ফলদায়ক পদ্ধতি। আমাদের সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে এ পদ্ধতির অনুশীলন করা হয়।

চ. দাওয়াত ও তাবলীগ

মানুষদেরকে সঠিক ও ন্যায়ের পথে আনতে দাওয়াত ও তাবলীগের বিকল্প নেই। সেই সুবাধে শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ছাত্রদেরকে প্রতি সপ্তাহে এবং বিভিন্ন ছুটিতে তাবলীগে প্রেরণ করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ ! দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের ছাত্ররা এই মহৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

Free © www.eilm.weebly.com

ছ. ফাতাওয়া ও ফারায়িয বিভাগ

দেশবাসী শরীআত নির্দেশিত পথে চলার জন্য সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া প্রদান এবং ইসলামী আইন অনুসারে ফারায়িয (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ ভাগ) করে দেওয়া এই বিভাগের দায়িত্ব। মাদরাসার সুযোগ্য মুফতী সাহেবগণ এ বিভাগের বর্ণিত দায়িত্বসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, এই বিভাগের ছাত্রদের ইলমী পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মুফতী সাহেবগণের তত্ত্বাবধানে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর 'বৎসরে ২/৩টি সেমিনার' এর আয়োজন করা হয়।

জ. কম্পিউটার বিভাগ

এই বিভাগে ছাত্রদেরকে যুগোপযোগী করার মানসে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রামের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিয়মিত বাধ্যতামূলক প্র্যাকটিসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে পাঁচটি কম্পিউটার দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এ বিভাগটি আরো সমৃদ্ধ করার ইচ্ছা রয়েছে।

ঝ. ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকোর্স

আমাদের ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্র অনেক বিশাল। ছাত্রদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলাই সকল প্রতিষ্ঠানের একান্ত দায়িত্ব। এই হিসাবে আমাদের এই বিভাগেও সুদক্ষ শিক্ষক দ্বারা ছাত্রদেরকে ইংরেজী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঞ. আরবী আদব (আরবী সাহিত্য) প্রশিক্ষণ বিভাগ

আরবী ও আরবী সাহিত্যের ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। এ বিষয়ে ছাত্রদের আগ্রহও আগের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশী। এই বিভাগে সুদক্ষ আদীব (আরবী সাহিত্যিক) দ্বারা ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে ছাত্রদের জন্য কুরআন - হাদীস বুঝা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ট. কুতুবখানা বিভাগ

কুতুবখানা ও লাইব্রেরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর আমাদের মাদরাসায় এর প্রয়োজনীয়তা আরো একটু বেশী। কারণ, আমাদের মাদরাসাসমূহে শিক্ষার্থীদেরকে মাদরাসার পক্ষ থেকে শিক্ষাবর্ষের

Free @ www.e-iqra.weebly.com

সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ফ্রী কিতাব সরবরাহ করা হয়। তা ছাড়া একটি উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজনে সিলেবাসভুক্ত কিতাবসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ, সহযোগীগ্রন্থ, হাদীস, তাফসীর এবং ফিকহ বিভাগের যাবতীয় কিতাবপত্র সংগৃহীত থাকা আবশ্যক। আমাদের কুতুবখানায় সে অনুসারে কিতাবাদি অপ্রতুল। তাই শুভাকাঙ্খীদের সুদৃষ্টি কাম্য।

নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ

এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। দীর্ঘ এ সময়ে এই মাদরাসা জাতিকে উপহার দিয়েছে অনেক সমাজ সেবক, সংস্কারক, লেখক, গবেষক, আদর্শ শিক্ষক, অগণিত ইমাম- খতীব, আলিম, হাফিয, মুফতী ও মুহাদ্দিস। এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম আজ দেশের সীমানা পেরিয়ে বর্হিবিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আদর্শ মানুষ গড়ার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা আসছে ভর্তি হতে। কিন্তু আবাসন সমস্যার কারণে সবাইকে নেওয়া যাচ্ছে না। এটা খুবই দুঃখজনক। এহেন প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গায় ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। নকশা অনুমোদন করে ভাড়াটিয়াদের উঠে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন ভবন নির্মানের জন্য সকলের সুদৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।

মসজিদ বিভাগ

শেখ জনূরুদ্দীর র. দারুল কুরআন মাদরাসার মসজিদ - ই - নূর ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ও বহুল মুসল্লী সমৃদ্ধ একটি জামে মসজিদ। মুসল্লীদের দীনি উপলব্ধি বিকাশের জন্য এখানে বহুমূখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ক. তা'লীম

দৈনন্দিন জীবনে দীনি উৎসাহ উদ্দীপনা অব্যাহত রাখার জন্য নিয়মিত হাদীসের তা'লীম শোনার জন্য বসা একজন মুসল্লীর জন্য নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। সে আলোকে আমাদের মসজিদে প্রত্যহ বাদ ফজর ও

বা'দ ইশা তা'লীমের সুব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি জুমুআর নামাজের খুৎবার পূর্বের বয়ানও অত্যন্ত শিক্ষণীয়। যার ফলে বহু দূর থেকেও মুসল্লীগণ এই মসজিদে এসে জুমু'আর নামায আদায় করে থাকেন।

খ. অনাবাসিক মকতব শিক্ষা

স্থানীয় মুসলমানদের সন্তান সন্ততিদেরকে প্রাথমিক দীনি শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রত্যহ বাদ ফজর সুদক্ষ ক্বারী সাহেবের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে মহল্লার ছাত্রদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. নৈশ মকতব

বয়স্ক দীনদার মুসল্লীদের অনেকেই দীন সম্পর্কে হাতে কলমে জ্ঞান লাভের আগ্রহ পোষণ করে থাকেন। নিজেদের সমূহ কাজ কর্মের দরুন এর সু ব্যবস্থা হয়ে উঠে না। বয়স্ক দীনদার ভাইদের এ ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মসজিদের পক্ষ থেকে নৈশ মকতব পরিচালনা করা হয় এবং বয়স্কদেরকে দীনি শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিশেষভাবে বা'দ ইশা কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে পড়ানো হয়। এতে ভর্তি ফী ও বেতন বাধ্যতামূলক নয়। মুসলমান হিসেবে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে দীনি কাজে সমভাবে সময় দেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন নোমান
নির্বাহী পরিচালক
শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদরাসা ও মসজিদ - ই - নূর
৮ নং পশ্চিম চৌধুরীপাড়া, ঢাকা- ১২১৯

Free © www.e-iqra.weebly.com

১৪২৯ হিজরী
২০০৮ ঈসাব্দ
১৪১৫ বাংলা

শিক্ষাসমাপণী ছাত্রদের পরিচিতি

Free @ www.e-iqra.weebly.com

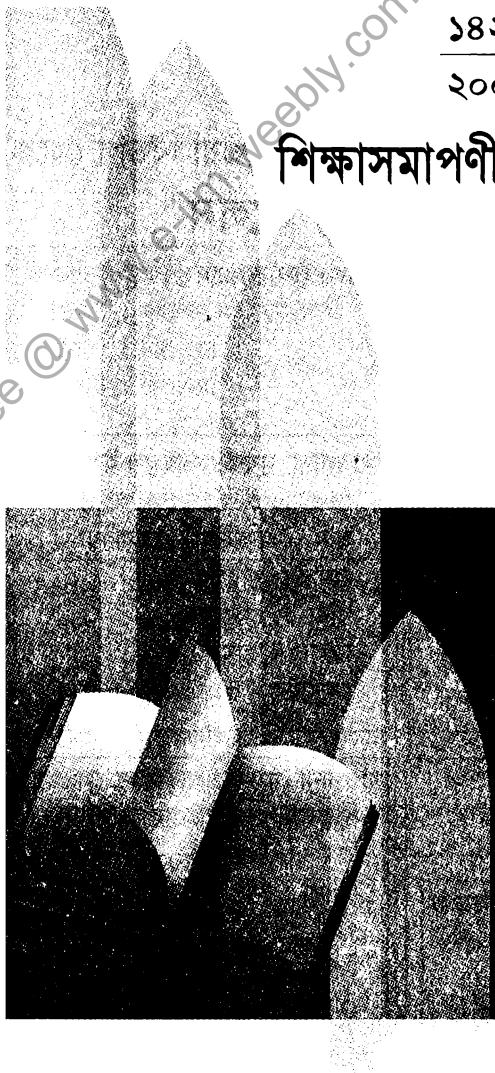

ইফতা বিভাগ
তাকমীলে আদব
তাকমীল
হিফয বিভাগ

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা

চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৯

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৪২৮-২৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা ফাতাওয়া বিভাগ থেকে ফারিগ (মুফতী) হলেন

(নিম্নোক্ত তালিকা ভর্তির ক্রমানুসারে প্রদত্ত)

হা. মাও. মুফতী আবূ বকর সিদ্দীক (সাদী)
পিতা : মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
গ্রাম : কাস্তুল
পোস্ট : কাস্তুল বাজার
থানা : অষ্টগ্রাম
জিলা : কিশোরগঞ্জ
মোবাইল - ০১৯১৪-১৪১৫৩৫

মাওলানা মুফতী সাইফুল ইসলাম
পিতা : মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল বারী
গ্রাম : সিড়িঘাট তেঘরিয়া
পোস্ট : হরিপুর
থানা : মেলান্দহ
জিলা : জামালপুর
মোবাইল - ০১৭৩৬-৫৮৮৩৭৩

মাওলানা মুফতী ফরীদ উদ্দীন
পিতা : ক্বারী হামীদুল হক
গ্রাম : দিলালের পাড়া
পোস্ট : হাজরা বাড়ী
থানা : মেলান্দহ
জিলা : জামালপুর
মোবাইল - ০১৭২৮-৬০৯৬৭৫

মাওলানা মুফতী আবূ বকর সোহেল
পিতা : হাবিব উল্লাহ (মাস্টার)
গ্রাম : সিং আড্ডা
পোস্ট : সিং আড্ডা
থানা : কচুয়া
জিলা : চাঁদপুর
মোবাইল - ০১৯১৪-৭৫২১১৬

হা. মাওলানা মুফতী মুস্তফা আল কাসেমী
পিতা : কারী হাফীজুদ্দীন
গ্রাম : সোনামুখী
পোস্ট : সুবচনী হাট
থানা : শরীয়তপুর সদর
জিলা : শরীয়ত পুর
মোবাইল - ০১৯১৬ - ৯০২৬৯১

হাফেজ মাওলানা মুফতী সালাহ উদ্দীন
পিতা : মুহাম্মদ দেলোয়ার হুসেন
গ্রাম : ডাউটিয়া
পোস্ট : কালামপুর
থানা : ধামরাই
জিলা : ঢাকা
মোবাইল - ০১৯১৮-১০৭১৪৪

Free @ www.eilm.weebly.com

মাওলানা মুফতী হুমায়ূন আইয়ুব
পিতা : মুহাম্মদ আইয়ুব আলী
গ্রাম : হিলচিয়া
পোস্ট : হিলচিয়া
থানা : বাজিতপুর
জিলা : কিশোরগঞ্জ
মোবাইল - ০১৯১৭-৩৭৫২৯৯

মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ সোলায়মান
পিতা : মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
গ্রাম : বন্দরৌহা
পোস্ট : দেওলাবাড়ী
থানা : মেলান্দহ
জিলা : জামালপুর
মোবাইল -০১৯১৬-২৯৬৬৬৭

মাওলানা মুফতী আবূ তালহা সেলিম
পিতা : শামসু মিয়া
গ্রাম : আলীপুর
পোস্ট : নজরপুর
থানা : নরসিংদী
জিলা : নরসিংদী
মোবাইল - ০১৭১৫-৬৬৫৩৩৮

মাওলানা মুফতী মাহমূদুল হাসান
পিতা : মুহাম্মদ দিলাওয়ার হুসাইন
গ্রাম : মান্ডা
পোস্ট : মান্ডা
থানা : সবুজ বাগ
জিলা : ঢাকা - ১২১৪
মোবাইল - ০১৮১৬-৭১৮১৭১

হাফেয মাওলানা মুফতী আহসানুল্লাহ
পিতা : হাফেয মুহাম্মদুল্লাহ
১৯/৩, বাড্ডা নগর লেন
হাজারীবাগ পার্ক
ঢাকা- ১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৪-১৬৩৯৬৬

মাওলানা মুফতী নূরুল আলম ইসহাকী
পিতা : মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ মোল্লা
গ্রাম : চর পাথালিয়া
পোস্ট : ভবের চর
থানা : গজারিয়া
জিলা : মুন্সীগঞ্জ
মোবাইল - ০১৭২৪-৮১৬১১৬

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৪২৮-২৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা আরবী সাহিত্য বিভাগ থেকে

ফারিগ (আদীব) হলেন

(নিম্নোক্ত তালিকা ভর্তির ক্রমানুসারে প্রদত্ত)

মাওলানা মুহাম্মদ আমীরুল ইসলাম
পিতা : মুহাম্মদ করম আলী ফরাজী
গ্রাম : লক্ষীপুর
পোস্ট : ভবের চর
থানা : গজারিয়া
জিলা : মুন্সীগঞ্জ
মোবাইল - ০১৯১৪ -৭৫২১৮৪

মাওলানা মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন (এরশাদ)
পিতা : মুহাম্মদ সুলতান মিয়া
গ্রাম : আলীপুর
পোস্ট : নজর পুর
থানা : নরসিংদী
জিলা : নরসিংদী
মোবাইল - ০১৯১৪- ৬২৮৭০৯

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
পিতা : মুহাম্মদ জিন্দার আলী সিকদার
গ্রাম : চন্দ্র দীঘলিয়া
পোস্ট : চন্দ্র দীঘলিয়া
থানা : গোপাল গঞ্জ
জিলা : গোপাল গঞ্জ
মোবাইল - ০১৭২৮- ৬৯১৭৯৮

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন আলী
পিতা : মুহাম্মদ আব্দুল কাদের প্রামাণিক
গ্রাম : চক রাজাপুর
পোস্ট : গোট গাড়ী
থানা : মান্দা
জিলা : নওগাঁ
মোবাইল - ০১৯১৬- ২৯৯২৩৪

মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শিবলী
পিতা : ডা. আবদুল লতীফ
গ্রাম : পশ্চিম চররো সুন্দী
পোস্ট : সুবনচী হাট
থানা : পালং
জিলা : শরীয়ত পুর
মোবাইল - ০১৭২৮ - ০৯০৪০৯

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৪২৮-২৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) থেকে

ফারিগ হলেন

(নিম্নোক্ত তালিকা ভর্তির ক্রমানুসারে প্রদত্ত)

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ শামছুল আলম
পিতা : মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন
গ্রাম : পাগলা
পোস্ট : পাগলা বাজার
থানা : গফরগাঁও
জিলা : ময়মনসিংহ
মোবাইল - ০১৭২২- ৪৪৮৩১২

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
পিতা : আব্দুল কাইয়ূম
গ্রাম : কাদির গঞ্জ
পোস্ট : ঘোড়ামারা
থানা : বোয়ালিয়া
জিলা : রাজশাহী
মোবাইল - ০১৭১১ - ২৭৮২২৭

মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল আশরাফ
পিতা : মুহাম্মদ আব্দুর রউফ
গ্রাম : চরসগুনা
পোস্ট : চরসগুনা
থানা : মেলান্দহ
জিলা : জামালপুর
মোবাইল - ০১৯১৮ - ৩১৮৪০১

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ উল্লাহ
পিতা : তসলীম উদ্দীন
গ্রাম : লুধুয়া
পোস্ট : ভূঁইয়া বাড়ী
থানা : রায়পুর
জিলা : লক্ষীপুর
মোবাইল - ০১৭২৬ - ৫০০৮৮১

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল করীম
পিতা : ডা. ইদরীস মিয়া
গ্রাম : জীবন পুর
পোস্ট : ধনিশ্বর
থানা : বরুড়া
জিলা : কুমিল্লা
মোবাইল - ০১৯১১- ৮১৬৪৭৫

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
পিতা : মুহাম্মদ সুলাইমান
গ্রাম : পশ্চিম রূপসা
পোস্ট : রূপসা বাজার
থানা : ফরিদ গঞ্জ
জিলা : চাঁদপুর
মোবাইল - ০১৮১৩ - ১১২৫১০

Free @www.eelm.weebly.com

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাকীম বিল্লাহ
পিতা : আলহাজ্ব কারী মুহা. খয়বর আলী
গ্রাম : নজিপুর টি. এন. টি পাড়া
পোস্ট : নজিপুর পৌরসভা
থানা : পত্নীতলা
জিলা : নওগাঁ
মোবাইল - ০১৯১৪-০২৩৩৮৪

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হুসাইন
পিতা : মুহাম্মদ আব্দুল হক
গ্রাম : পূর্ব নন্দী পাড়া
পোস্ট : বাসাবো
থানা : খিলগাঁও
জিলা : ঢাকা
মোবাইল - ০১৯১৫- ৭৯৮৬৭৯

মাওলানা মুহাম্মদ রিদওয়ান হুসাইন
পিতা : মুহাম্মদ জাবেদ আলী সরদার
গ্রাম : বৌসের গড়
পোস্ট : উলিয়া বাজার
থানা : ইসলাম পুর
জিলা : জামাল পুর
মোবাইল - ০১৯১৫- ৭৮২৪২৭

মাওলানা মুহাম্মদ আবূ সাঈদ
পিতা : মুহাম্মদ ইমরান আলী
গ্রাম : বন্দরৌহা
পোস্ট : দেউলা বাড়ী
থানা : মেলান্দহ
জিলা : জামালপুর
মোবাইল - ০১৯১৩ - ৬৫৮৮২০

হাফেয মাওলানা মুহা. সাইফুল ইসলাম
পিতা : মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া
বাসা নং : ১৬১০ " গ্রীন হাউজ"
উত্তর রেইসকোর্স, ধানমন্ডি রোড
জিলা : কুমিল্লা
মোবাইল - ০১৯১১- ৭৮৩৫৭৮

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ূন সাঈদ
পিতা : মুহাম্মদ জাকারিয়া শিকদার
গ্রাম : ভবেরচর দক্ষিণ পাড়া
পোস্ট : ভবেরচর
থানা : গজারিয়া
জিলা : মুন্সীগঞ্জ
মোবাইল - ০১৯১৮- ৮৩৮৬৮২

মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম
পিতা : মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন
গ্রাম : নিশ্চিন্ত পুর
পোস্ট : ঠাকুরগাঁও
থানা : ঠাকুরগাঁও
জিলা : ঠাকুরগাঁও
মোবাইল - ০১৯১১-৭৯২৮৭৬

হাফেয মাও. মুহা. শরীফুল ইসলাম (আলিফ)
পিতা : মুহাম্মদ হাশেম আলী
গ্রাম : চরখিদির পুর
পোস্ট : কাজলা
থানা : মতিহার
জিলা : রাজশাহী
মোবাইল - ০১৭১২৯১৫০৮৬

Free © www.eqra.weebly.com

মাওলানা মুহাম্মদ আতাউল্লাহ ফাহীম
পিতা : আলহাজ্ব মাওলানা শহীদ উল্যাহ
গ্রাম : মুগুজী
পোস্ট : শরাফতি
থানা : বরুড়া
জিলা : কুমিল্লা
মোবাইল - ০১৯১৬ - ৪৮৪৪৬৪

হাফেয মাওলানা আব্দুল্লাহ হাসান ফয়সাল
পিতা : আলহাজ্ব মাওলানা শহীদ উল্যাহ
গ্রাম : মুগুজী
পোস্ট : শরাফতি
থানা : বরুড়া
জিলা : কুমিল্লা
মোবাইল - ০১৯২০ - ৩৫৪৭৯৪

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ শহীদ
পিতা : মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ
গ্রাম : সৈয়দ নগর
পোস্ট : সৈয়দ নগর
থানা : শিবপুর
জিলা : নরসিংদী
মোবাইল - ০১৯২৩ -২৫৯০১৩

মাওলানা মুহাম্মদ মাসূম হাসান
পিতা : মুহাম্মদ আজিবুর রহমান
গ্রাম : ঠাকুরপাড়া (মুহাম্মদপুর)
পোস্ট : সাকাশ্বর
থানা : কালিয়াকৈর
জিলা : গাজীপুর
মোবাইল - ০১৯১৪- ০২৪১৮৪

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
পিতা : মুহাম্মদ আমজাদ আলী
গ্রাম : চরখিদিরপুর
পোস্ট : কাজলা
থানা : মতিহার
জিলা : রাজশাহী
মোবাইল - ০১৯১৩- ৪৫০৬০০

মাওলানা মুহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
পিতা : খন্দকার আব্দুল জলীল
গ্রাম : উত্তর আমানত গঞ্জ
পোস্ট : বেলতলা
থানা : কোতয়ালী
জিলা : বরিশাল
মোবাইল - ০১৯১৬- ৮৩৫৪৯৭

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ কামরুল হাসান
পিতা : মুহাম্মদ মুশাহিদ খাঁন
গ্রাম : রাকা
পোস্ট : মৌলভী বাজার
থানা : মৌলভী বাজার
জিলা : মৌলভী বাজার

মাওলানা মুহাম্মদ আল আমীন শেখ
পিতা : মুহাম্মদ মুশার্‌রফ হুসাইন
গ্রাম : উত্তর চালিতা বাড়ী
পোস্ট : হোগলা বুনিয়া
থানা : নাজির পুর
জিলা : পিরোজপুর
মোবাইল - ০১৭২২- ৪৪৬৪৯২

Free @ www.e-iqra.weebly.com

হাফেয মাওলানা মুহা. রোকনুজ্জামান ফয়সাল

পিতা : মুহাম্মদ আকরাম আলী পাটোয়ারী
গ্রাম : দক্ষিণ বাইশপুর
পোস্ট : মতলব
থানা : মতলব (দক্ষিণ)
জিলা : চাঁদপুর
মোবাইল - ০১৮১৬৩৪০৩৫৫

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম

পিতা : মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন
গ্রাম : কেওয়া দক্ষিণ খন্ড
পোস্ট : কেওয়া বাজার
থানা : শ্রীপুর
জিলা : গাজীপুর
মোবাইল - ০১৯১৪-১৫০৭৮১

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ তারেক হুসাইন

পিতা : মুহাম্মদ আমীর হুসাইন
গ্রাম : আনার পুরা
পোস্ট : ভবের চর
থানা : গজারিয়া
জিলা : মুন্সীগঞ্জ
মোবাইল - ০১৮১৬-০৭৮৫৯০

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান হুসাইন

পিতা : মুহাম্মদ সকীন উদ্দীন ধনী
গ্রাম : দ. বেতগাড়ী চৌধুরীপাড়া
পোস্ট : ধনতোলা বাজার
থানা : গংগাচড়া
জিলা : রংপুর
মোবাইল - ০১৭১৪- ৯২৫৩৬৬

হাফেয মাও. মুহা. মাহমূদ হাসান উজিরপুরী

পিতা : আব্দুল খালেক মাস্টার
গ্রাম : গড়িয়া গাভা
পোস্ট : গড়িয়া
থানা : উজিরপুর
জিলা : বরিশাল
মোবাইল - ০১৭১০- ৮৭৪৪৭৩

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৪২৯-৩০ হিজরী শিক্ষাবর্ষ

এবার যারা হাফিয হলেন

(নিম্নোক্ত তালিকা ভর্তির ক্রমানুসারে প্রদত্ত)

হাফিয মুহাম্মদ আবুল হাছান রাশেদ
পিতা : হাজী আবু আহাম্মদ
গ্রাম : লক্ষীপুর
পোস্ট : জি, এম, হাট
থানা : ফুল গাজী
জিলা : ফেনী
মোবাইল - ০১৮১৯-৬৭২৫৩৬

হাফিয মুহাম্মদ আবূ জাফর
পিতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী
গ্রাম : দিলালপুর
পোস্ট : পাঁচুড়িয়া
থানা : চাটমহর
জিলা : পাবনা
মোবাইল - ০১৭১২-৪১১০৪৩

হাফিয মুহাম্মদ আবূ সাঈদ খান
পিতা : আবুল কাসেম খান
গ্রাম : যাত্রাপুর
পোস্ট : যাত্রাপুর
থানা : মুরাদ নগর
জিলা : কুমিল্লা
মোবাইল - ০১৭১৪-২৬৪৪১৮

হাফিয মুহা. আব্দুল্লাহ আল রাফী (রাজন)
পিতা : মোহাম্মদ বদিউজ্জামান (বাদল)
গ্রাম : হাজরা বাড়ী
পোস্ট : হাজরা বাড়ী
থানা : মেলান্দহ
জিলা : জামাল পুর
মোবাইল - ০১৭১৬-৫৭৮৩২৪

হাফিয মুহাম্মদ নূরুল হক
পিতা : মোহাম্মদ জহুরুদ্দীন মোল্লা
গ্রাম : কামুড়া
পোস্ট : ধল্লা বাজার
থানা : সিংগাইর
জিলা : মানিকগঞ্জ
মোবাইল - ০১৮১৬-৮৫০১০৯

হাফিয মুহাম্মদ মাইনুল ইসলাম
পিতা : আলহাজ্ব রফিকুল ইসলাম
গ্রাম : মুরাইল
পোস্ট : বি. বাড়ীয়া
থানা : বি. বাড়ীয়া
জিলা : বি. বাড়ীয়া
মোবাইল - ০১৭১৭-৮১১৪৯০

Free @www.e-ilm.weebly.com

হাফিয মুহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম
পিতা : রফিকুল ইসলাম
গ্রাম : চৈতন্যপুর
পোস্ট : ফতেপুর
থানা : ধামইর হাট
জিলা : নওগাঁ
মোবাইল - ০১৯২৩-২৮৭৩৩২

হাফিয মুহাম্মদ মাহিদুল ইসলাম
পিতা : মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
গ্রাম : চুনা খালী
পোস্ট : চুনা খালী
থানা : বাকেরগঞ্জ
জিলা : বরিশাল
মোবাইল : ০১৯১১-৬৯২৮৪৩

হাফিয মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
পিতা : মোহাম্মদ আব্দুর রফীজ মিয়া
গ্রাম : হাজির টেক
পোস্ট : কালা পাহাড়িয়া
থানা : আড়াই হাজার
জিলা : নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল - ০১৭২১-৩০৫৬৭০

হাফিয মুহাম্মদ আনোয়ার হুসাইন (ফারূক)
পিতা : মোহাম্মদ সুরুজ মিয়া
গ্রাম : বাট্টা উত্তরপাড়া
পোস্ট : ভূশাগঞ্জ বাজার
থানা : তারাকান্দা
জিলা : মোমেনশাহী
মোবাইল - ০১৭২৭-৭৫০৪৪১

হাফিয মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন (জসীম)
পিতা : মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
গ্রাম : কেওয়া নতুন বাজার
পোস্ট : কেওয়া বাজার
থানা : শ্রীপুর
জিলা : গাজীপুর
মোবাইল - ০১৭২৬-০৭২০৩৬

হাফিয মুহাম্মদ মনির হুসাইন
পিতা : মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
গ্রাম : নোয়াকান্দা
পোস্ট : নোয়াকান্দা
থানা : পলাশ
জিলা : নরসিংদী
মোবাইল - ০১৯১৫-০১৬০৫৪

Free @ www.e-iqra.weebly.com

হাফিয মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

পিতা : মোহাম্মদ মজিবুর রহমান
গ্রাম : দক্ষিণ বাড্ডা
পোস্ট : বাড্ডা
থানা : বাড্ডা
জিলা : ঢাকা
মোবাইল - ০১৭২০-৩৮৮২২৯

হাফিয মুহাম্মদ আবুল হুসাইন (সোহেল)

পিতা : হাজী আবুল কাসেম
গ্রাম : আঠার দানা
পোস্ট : আঠার দানা
থানা : গফর গাঁও
জিলা : ময়মনসিংহ
মোবাইল : ০১৯২২-৭৯২৭৩২

হাফিয মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ

পিতা : মোহাম্মদ ফিরোজ আলম
গ্রাম : নিয়ামতি
পোস্ট : নিয়ামতি
থানা : বাকেরগঞ্জ
জিলা : বরিশাল
মোবাইল - ০১৭১৫-১৯৮৭৪৮

হাফিয মুহাম্মদ ইমরান শেখ

পিতা : আলহাজ্ব মো: শেখ সিরাজুল ইসলাম
গ্রাম : বাধাল
পোস্ট : ঐ
থানা : কচুয়া
জিলা : বাগেরহাট
মোবাইল - ০১৭১১-১৭৯৯৮৯

নিসাব সাগা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

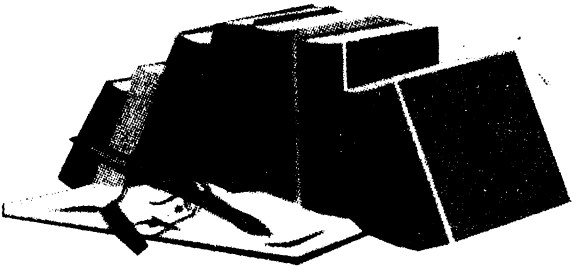

শেখ জনূরুদ্দীন র. দারুল কুরআন মাদ্‌রাসা

৮নং পশ্চিম চৌধুরীপাড়া ডি, আই, টি রোড, ঢাকা-১২১৯। ফোন : ৯৩৩০৫১৩

Free @ www.e-ilm.weebly.com

شعبة الافتاء {ইফতা বিভাগ}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	الاشباه والنظائر
٢	آداب الفتيا
٣	عقود رسم المفتي
٤	قواعد الفقه (اصول الكرخي ، اصول الخلاصة)
٥	فوائد فى علوم الفقه (مقدمة إعلاء السنن)
٦	رد المحتار (كتاب النكاح والطلاق.والوقف)
٧	السراجي (دليل الوارث)
٨	تمرين (عدد — ٣٠)
٩	كمبوتر (Microsoft Word, Excel, Arabic, urdu, Bangoli, English)
١٠	انكليزى

مرحلة الادب {আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	ديوان الحماسة
٢	البلاغة الواضحة
٣	كيف نتعلم الانشاء
٤	قواعد الاملاء
٥	التمرين الكتابى
٦	المختارات من الصحف
٧	كمبوتر (Microsoft Word, Excel, Arabic, urdu, Bangoli, English)
٨	انكليزى

Free @ www.e-ilm.weebly.com

{তাকমীল} مرحلة التكميل

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	الصحيح للامام البخارى رح المجلد الاول
٢	الصحيح للامام البخارى رح المجلد الثانى
٣	الصحيح للامام مسلم رح المجلد الاول
٤	الصحيح للامام مسلم رح المجلد الثانى مع علوم الحديث
٥	السنن للامام الترمذى رح المجلد الاول
٦	السنن للامام الترمذى المجلد الثانى
٧	السنن للامام ابى داود رح المجلد الاول
٨	السنن للامام ابى داود رح المجلد الثانى
٩	السنن للامام النسائى رح
١٠	السنن للامام ابن ماجه رح
١١	شرح معانى الاثار للامام الطحاوى رح
١٢	شمائل الترمذى رح
١٣	الموطأ للامام مالك رح
١٤	الموطأ للامام محمد رح

Free © www.e-ilm.weebly.com

{ফযীলত ২য় বর্ষ} المرحلة : الفضيلة الثانية

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	مشكوة المصابيح (المجلد الاول)
٢	مشكوة المصابيح (المجلد الثانى)
٣	انوار التنزيل واسرار التاويل للقاضي الامام البيضاوى رح
٤	الهداية (المجلد الرابع)
٥	الهداية (المجلد الثالث)
٦	شرح العقائد النسفية
٧	نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر
٨	تحريك دار العلوم ديوبند
٩	الفرق الباطلة الراهنة قاديانى، بهائي، شيعه، مودودى، غير المقلدين، بدعتى

{ফযীলত ১ম বর্ষ} المرحلة : الفضيلة الاولى

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	التفسير للجلالين (المجلد الاول)
٢	التفسير للجلالين (المجلد الثانى)
٣	الهداية (المجلد الاول)
٤	الهداية (المجلد الثانى)
٥	رياض الصالحين (المجلد الاول)
٦	منتخب الحسامي
٧	عقيدة الطحاوى رح مع العقائد المعاصرة الضالة
٨	مختصر المعانى جـ٢
٩	ديوان المتنبى
١٠	ENGLISH FOR TODAY {FOR Class 9-10}
١١	সাধারণ গণিত (নবম ও দশম শ্রেণী)
١٢	বাংলা সাহিত্য (নবম ও দশম শ্রেণী)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المرحلة : الثانوية العليا {সানাবিয়া উলইয়া}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	شرح الوقاية (مكمل)
٢	مختصر المعانى جـ١
٣	نور الانوار (كتاب الله)
٤	المقامات الحريرية (عشر مقامات)
٥	القرآن الكريم (١-١٥)
٦	السراجى
٧	الطريق الى الانشاء جـ٣

المرحلة : الثانوية الرابعة {সানুভী ৪র্থ}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	كافية (ابن حاجب)
٢	شرح ملا جامي رح
٣	مختصر القدورى
٤	اصول الشاشي
٥	الفية الحديث
٦	القرآن الكريم (١٦-٣٠)
٧	نور الانوار (السنة)
٨	دروس البلاغة
٩	تلخيص المفتاح
١٠	مرقات
١١	নিম্ন মাধ্যমিক গণিত (অষ্টম শ্রেণী)
١٢	সাহিত্য কনিকা (অষ্টম শ্রেণী)
١٣	ENGLISH FOR TODAY (FOR Class 8)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المرحلة : الثانوية الثالثة {সানুভী ৩য়}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	هداية النحو
٢	كافية ابن الحاجب (بحث الفعل و الحرف)
٣	نور الايضاح
٤	علم الصيغة
٥	فصول اكبرى
٦	القليوبى
٧	زاد الطالبين
٨	قصص النبيين
٩	بوستان
١٠	تيسير المنطق
١١	تاريخ ملت (خلافت راشده)
١٢	নিম্ন মাধ্যমিক গণিত (সপ্তম শ্রেণী)
١٣	সপ্তবর্ণা (সপ্তম শ্রেণী)
١٤	ENGLISH FOR TODAY (FOR Class 7)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المرحلة : المتوسطة {মুতাওয়াসসিতাহ}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	نحو مير مع خلاصه، جمل و تتمه
٢	شرح مأة عامل مع مأة عامل منظوم
٣	بنج كنج ، علم الصرف
٤	روضة الادب
٥	مالابد منه
٦	سيرت خاتم الانبياء
٧	كلستان

المرحلة : الثانوية الاولى {সানুভী ১ম}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	ميزان ومنشعب
٢	صفوة المصادر
٣	باكورة الادب
٤	الطريق الى العربية ١–٢
٥	বেহেশতী যেওর ১-৩
٦	হেকায়াতুল লতীফ
٧	পান্দেনামা
٨	فوائد مكية
٩	নিম্ন মাধ্যমিক গণিত (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
١٠	চারু পাঠ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
١١	ENGLISH FOR TODAY (FOR Class -6)

Free @ www.e-iqra.weebly.com

المرحلة : الابتدائية الثانية {ইবতিদায়ী ২য়}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	تيسير المبتدى (حصه فارسي)
٢	فارسي كي پهلي كتاب
٣	اردو كي تيسرى كتاب
٤	تعليم الاسلام ٤
٥	جمال القرآن
٦	প্রাথমিক গণিত (৫ম শ্রেণী)
٧	ইতিহাস পাঠ (৫ম শ্রেণী)
	ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি (৫ম শ্রেণী)
٨	আদর্শ বাংলা পাঠ (৫ম শ্রেণী)
٩	আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী)

المرحلة : الابتدائية الاولى {ইবতিদায়ী ১ম}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	اردو كا قاعده
٢	تعليم الاسلام ١-٣
٣	نزهة القارى
٤	প্রাথমিক গণিত (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
٥	ইতিহাস পাঠ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
٦	ভূগোল ও সমাজ পরিচিতি (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
٧	আদর্শ বাংলা পাঠ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
٨	My English book (class 3,4)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

المرحلة : شعبة الاعدادية الثانية {মকতব২য়}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	কুরআর শরীফ
٢	হিফয সূরা (আমপারা)
٣	উর্দূ কায়দা ও উর্দূ পহেলী
٤	আমলী তা'লীম
٥	কিতাবাত (আরবী)
٦	আদর্শ বাংলা পাঠ (২য় শ্রেণী)
٧	প্রাথমিক গণিত (২য় শ্রেণী)
٨	My English book (class 2)

المرحلة : شعبة الاعدادية الاولى {মকতব ১ম}

التسلسل	اسماء الكتب الدراسية
١	নূরানী কায়দা, আমপারা কুরআন শরীফ আংশিক
٢	হিফয সূরা
٣	আমলী তা'লীম
٤	কিতাবাত
٥	আদর্শ বাংলা পাঠ (১ম শ্রেণী)
٦	প্রাথমিক গণিত (১ম শ্রেণী)
٧	My English book (class 1)

Free @ www.e-ilm.weebly.com